যশস্বী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে টেঙ্গুর গ্রন্থে নাড়পাদের স্ত্রী জ্ঞানডাকিনী নিগু, ইন্দ্রভূতি-রাজকন্যা লক্ষ্মীঙ্করা, যোগিনী লাম্ভবজ্রা, বিলাসবজ্রা ও সিদ্ধরাজ্ঞীর নাম পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আচার্য্য ও বিদুষী রমণীগণ পালরাজগণের অধিকার কালে গৌড়মণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বলিতে কি, যে সকল বৌদ্ধশাস্ত্র তিব্বতে নীত ও তথায় অনুবাদিত হইয়াছিল, কেবল তাঁহাদের নামই টেঙ্গুরে পাওয়া যাইতেছে, তদ্ভিন্ন আরও কত শত ব্যক্তি ঐ সময়ে গৌড়মণ্ডলে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছেন, তাহার পরিচয় অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকে তিব্বতীয় টেঙ্গুর গ্রন্থে মগধ ও গৌড়বঙ্গ মধ্যে নিম্নলিখিত বিহার বা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধান পাই।

মগধ ও গৌড়বঙ্গের প্রধান প্রধান বিহার

১। জগদ্দল মহাবিহার, ২। নালন্দা বিহার, ৩। পাণ্ডুভূমিবিহার, ৪। পুরীশবিহার, ৫। পুলগিরিবিহার, ৬। মন্দার বা মন্থানবিহার, ৭। বিক্রমপুরীবিহার, ৮। বিক্রমশীলবিহার, ৯। শালুবিহার, ১০। শ্রীমুদ্রাবিহার, ১১। দেবীকোটবিহার। এই একাদশটির মধ্যে নালন্দ, বিক্রমশীল, পুরীশ, পুলগিরি ও মন্থান বিহার মগধ বা বিহার প্রদেশের মধ্যে এবং দেবীকোট, জগদ্দল, পাণ্ডুভূমি, বিক্রমপুরী, শালু ও শ্রীমুদ্রাবিহার এই ৬টি গৌড়বঙ্গের মধ্যে ছিল।

রাজা রামপাল ও পাণ্ডুদাসের বিহার

বড়গাঁও গ্রামে নালন্দের ও শিলাও বা সুলতানগঞ্জে বিক্রমশীলবিহারের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই দুই মহাবিহারের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বিহার মহকুমায় পুরীশ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, মুঙ্গেরের নিকট পুলগিরিবিহারের এবং ভাগলপুর জেলায় মন্দার শৈলের নিকট মন্থানবিহারের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গে ত্রিপুরার নিকট দেবীকোট ও পূর্ব্ব বরেন্দ্রে সুপ্রাচীন ভাস্থবিহারের নিকট গঙ্গার ও করতোয়ার সঙ্গমে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের শেষ ভাগে গৌড়াধিপ রামপাল জগদ্দল বিহার নির্ম্মাণ করেন।* রাঢ়াধিপ পাণ্ডুদাসের যত্নে খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকের শেষে বা ১১শ শতকের প্রথমে পাণ্ডু ভূমিবিহার এবং ঐ সময়ে মগধের পূর্ব্বে বঙ্গের প্রান্তে বিক্রমপুরী বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত বিহার-গুলির অবস্থান হইতে মনে হয় মগধ, বারেন্দ্র, রাঢ় ও বঙ্গ এই চারি প্রদেশেই অসংখ্য বৌদ্ধ বাস করিত, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য উক্ত বিহারসমূহে শত শত বৌদ্ধাচার্য্য অবস্থান করিতেন।† তাঁহাদের রচিত শত শত তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ তিব্বতীয় টেঙ্গুর গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ আছে।‡ মুসলমান তুর্কীর অত্যাচারে ঐ সকল বিধ্বস্ত ও কত শত বৌদ্ধাচার্য্য নিহত হইয়াছেন, কত বৌদ্ধাচার্য্য প্রাণভয়ে দূর দেশে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন।

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা।

† প্রবর্ত্তক (মাসিক পত্রিকা) ১৩৩৬, আশ্বিন সংখ্যা।

‡ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-সম্পাদিত হাজার বৎসরের বৌদ্ধ গান ও দোহার শেষাংশে উক্ত বৌদ্ধাচার্য্যগণের নাম ও রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

পাণ্ডুভূমি বিহার ও তথাকার আচার্য্য ও বিদুষী মহিলা

ঐ সকল বিহার মধ্যে রাঢ়দেশে পাণ্ডুভূমিবিহার বহুকাল বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান জেলায় পাণ্ডুয়া রেলষ্টেশনের অদূরে যে পেঁড়োর মন্দির রহিয়াছে, ঐখানে এক সময়ে পাণ্ডুভূমিবিহার ছিল। এই বিহারে শত শত বৌদ্ধাচার্য্য ও শত শত আর্য্যিকা অবস্থান করিতেন। কেবল পুরুষ বলিয়া নহে, অনেক ভিক্ষুণী বিস্তর ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। আচার্য্য ও পণ্ডিতগণের মধ্যে বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় প্রকার লোক ছিল। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ আচার্য্য নাড়পাদ ও তৎপত্নী নিগুর নাম উল্লেখ-যোগ্য। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন এবং অনেককে দীক্ষিত করেন। নাড়পাদ ও তাঁহার স্ত্রী হইতে সম্ভবতঃ 'নাড়ানাড়ী' বা 'নেড়ানেড়ীর' কথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। এখানকার বিহার বা বিদ্যামন্দিরে বহু দূরদেশ হইতে সামান্য মহিলা বলিয়া নহে, অনেক রাজকন্যা শাস্ত্রচর্চ্চা করিবার জন্য অবস্থান করিতেন, তন্মধ্যে রাজা ইন্দ্রভূতির কন্যা মহাচার্য্য লক্ষ্মীঙ্করা, যোগিনী লাস্যবজ্রা, ভৈরবী বজ্রগর্ভা (উপাধি বোধিসত্ত্বদশ-ভূমীশ্বরী) প্রভৃতি বিদুষী ও মহা প্রভাবসম্পন্না রমণীগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এ অঞ্চলে কোন বিধবা মহিলা পিতৃগৃহে অবস্থানকালে প্রভাবসম্পন্না হইলে আজও 'পেঁড়োর মন্দির' বলিয়া তাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। আজও পাণ্ডুয়ার শাহশফীর মস্‌জিদে বৌদ্ধ শিল্পের অতীত নিদর্শন বিদ্যমান। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকে এখানকার বৌদ্ধ বিহার বিধ্বস্ত হয়। বৌদ্ধাচার্য্যগণ অনেকেই বাহ্যতঃ মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করেন। অধুনা তাঁহাদের বংশধরগণ শাহশফীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

পাণ্ডুভূমিবিহারের প্রাচীন নিদর্শন বিলুপ্ত হইলেও ইহার নিকটবর্ত্তী মহানাদ বা মানাদ গ্রামে আজও যোগী ও ধর্ম্ম পণ্ডিতগণ অতীত বৌদ্ধস্মৃতি লইয়া বিদ্যমান। এখনও মহানাদের ধর্ম্মঠাকুরের 'জাত' বা যাত্রা রাঢ়দেশের মধ্যে ধর্ম্মঠাকুরের একটি প্রধান উৎসব বলিয়া পরিচিত। আজও এই জাতে সহস্র সহস্র লোক যোগদান করিয়া থাকে।

বেণুগ্রামের বৌদ্ধ জমিদার

কায়স্থরাজ পাণ্ডুদাস বা তাঁহার বংশধরগণ খ্রীষ্টীয় ১১শ হইতে ১৪শ শতক পর্য্যন্ত পাণ্ডুভূমিবিহারের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান্ ছিলেন। খ্রীষ্টিয় ১৫শ শতকে রাঢ়দেশে (বর্দ্ধমান জেলায়) সঙ্কারী পরগণার বেণুগ্রামের কায়স্থ মিত্র জমিদারগণ সেইরূপ বৌদ্ধাচার্য্য ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সমাদর করিতেন, তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, বৌদ্ধগ্রন্থ রচনায় সাহায্য করিতেন ও তাঁহাদের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ লেখাইয়া লইতেন। সঙ্কারী পরগণা বৌদ্ধ কায়স্থ জমিদারগণের করায়ত্ত থাকায় এবং এখানকার স্থানীয় আচার কিছু পার্থক্য হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা ঐ পরগণার লোককে কিছু ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলগ্রন্থে—'সঙ্কারী পরগণা', 'সঙ্কার দেশ' বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যগণ সঙ্কারদেশের কায়স্থগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, একারণ উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলগ্রন্থে সিংহ, ঘোষ ও মিত্র বংশীয়ের মধ্যে যাঁহারা সঙ্কারদেশে গিয়া বাস করিতেন, কুলজ্ঞগণ যেন তাঁহাদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন।*

---

* 'পাঁচ ভাইয়া সকার দেশে সভাকে না পাই। মহেশপুরে মহেশসিংহ মানকরে ভাই॥'

৭৬ সিদ্ধের নাম

১৪শ শতকে মিথিলাধিপ হরিসিংহদেবের রাজত্বকালে কবিশেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর রচিত বর্ণনরত্নাকরে ৮৪ সিদ্ধের মধ্যে ৭৬ জনের নাম এইরূপ পাওয়া গিয়াছে,—১। মীননাথ, ২। গোরক্ষনাথ, ৩। চোরঙ্গীনাথ, ৪। চাকরীনাথ, ৫। তণ্ডিপা, ৬। হাড়িপা, ৭। কেদারিপা, ৮। ধোঙ্গপা, ৯। দারিপা, ১০। বিরূপা, ১১। কপালী, ১২। কমারী, ১৩। কাহ্ন, ১৪। কনখল, ১৫। মেখল, ১৬। উন্মন, ১৭। কাশুলি, ১৮। ঘোবী, ১৯। জালন্ধর, ২০। টোঙ্গী, ২১। মবহ, ২২। নাগার্জ্জুন, ২৩। দৌলী, ২৪। ভিয়াল, ২৫। অচিতি, ২৬। চম্পক, ২৭। ঢেণ্টস, ২৮। ভুম্বরী, ২৯। বাকলি, ৩০। তুজঙ্গী, ৩১। চর্পটী, ৩২। ভাদে, ৩৩। চান্দন, ৩৪। কামরী, ৩৫। করবৎ, ৩৬। ধর্ম্মপা পতঙ্গ, ৩৭। ভদ্র, ৩৮। পাতলিভদ্র, ৩৯। পলিহিহ, ৪০। ভানু, ৪১। মীন, ৪২। নির্দ্দয়, ৪৩। শবর, ৪৪। শান্তি, ৪৫। ভর্ত্তৃহরি, ৪৬। ভীষণ, ৪৭। ভটী, ৪৮। গগনপা, ৪৯। গমার, ৫০। মেণুয়া, ৫১। কুমারী, ৫২। জীবন, ৫৩। অধোমাধব, ৫৪। গিরিবর, ৫৫। সিয়ারি, ৫৬। নাগবাকি, ৫৭। বিভবৎ, ৫৮। সারঙ্গ, ৫৯। বিবেকিধ্বজ, ৬০। মগরধ্বজ, ৬১। অচিত, ৬২। বিচিত, ৬৩। নেচক, ৬৪। চাটিল, ৬৫। নাচন, ৬৬। ভীলা, ৬৭। পাহিল, ৬৮। পাসল, ৬৯। কমল কঙ্গারি, ৭০। চিপিল, ৭১। গোবিন্দ, ৭২। ভীম, ৭৩। ভৈরব, ৭৪। ভদ্র, ৭৫। ভমরী, ৭৬। ভুরুকুটী। *

উপরোক্ত সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এবং সিদ্ধাচার্য্য জালন্ধরীপাদের নাম গৌড়বঙ্গে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। জালন্ধরীপাদ ময়নামতীর গানে এবং গোবিন্দচন্দ্রের গানে হাড়ীপা বা হাড়ীসিদ্ধা নামে প্রসিদ্ধ।

"পাটিকানগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ।
জালন্ধরী হাড়ীপা হইল হাড়ীরূপ॥" দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রগীত।

জালন্ধরী পাদ বা হাড়ীসিদ্ধা

ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে সুদূর জালন্ধরে পূর্ব্ববাস থাকিলেও দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে বাস হেতু ময়নামতীর গানে 'হাড়িপা' 'বঙ্গদেশী' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদকে † লইয়া তিনি যেরূপ খেলা খেলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন অসাধারণ তান্ত্রিকসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়, তিনি সিদ্ধ নামেই পরিচিত হইয়াছেন। তৎকালে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধগণ অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন,—মাণিকচন্দ্রের গানে, গোবিন্দচন্দ্রের গীতে ও ময়নামতীর গানে তাহার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। হাড়িপা একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন তান্ত্রিক হইলেও তিনি বুদ্ধ প্রচারিত "অহিংসা

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-সম্পাদিত 'হাজার বৎসরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'; মুখবন্ধ, ৩৬ পৃষ্ঠা।

† গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচাঁদকে একসময়ে আমরা ভিন্ন ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, উৎকল, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্রে যে গোপীচাঁদের গান প্রচলিত আছে, যাহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধরূপী ভিক্ষু বা বৌদ্ধ বৈষ্ণব আখ্যাধারী বৈরাগিগণ গান করিয়া বেড়ায়, তাহার কতক কতক আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচাঁদ অভিন্ন ব্যক্তি, গোবিন্দচন্দ্রের নামই অপভ্রংশে গোবিন্চাঁদ ও গোবিচাঁদ, শেষে লিপিগুণে গোপীচাঁদ হইয়াছে।

পরম ধর্ম্ম" প্রচার করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপাকে জিজ্ঞাসা করেন "প্রকৃত ধর্ম্ম কি ?" হাড়িপা উত্তর করেন,—

"হাড়িপা কহেন বাছা শুন গোবিন্দাই।
অহিংসা পরমধর্ম্ম যার পর নাই॥" (গোবিন্দচন্দ্রগীত)

রাণী যোগিবেশধারী রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে সৃষ্টিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে হাড়িপা হইতে অনুপ্রাণিত গোবিন্দচন্দ্র যেন মহাযান মত অনুসারেই বলিয়াছিলেন,—

"শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি॥
আপনি জলস্থল আপনি আকাশ।
আপনি চন্দ্র সূর্য্য জগৎ প্রকাশ॥" (গোবিন্দচন্দ্র গীত)

রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলৈ গিরিলিপি হইতে জানা যায় রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয় কালে (১০২৩ খ্রীঃঅব্দ হইতে ১০২৪ খ্রীঃঅব্দের মধ্যে) উত্তর রাঢ়ে মহীপাল, দণ্ডভুক্তিতে ধর্ম্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর এবং বঙ্গালদেশে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং ঐ সময়ে আমরা জ্ঞানন্ধরীপাদ বা হাড়ীসিদ্ধার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারি। *

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ

গৌড়াধিপ ১ম মহীপালের সময় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের অভ্যুদয়। এই মহীপালের রাজত্বকালে বারাণসীধামে গন্ধকুটী, বোধগয়া, নালন্দা, জগদ্দল প্রভৃতিস্থলেও গন্ধকুটী, মহাবিহার, বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা বা জীর্ণোদ্ধার কার্য্য চলিতেছিল। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মও নবীন সাজে ও নব অনুরাগে গৌড়বঙ্গবাসীর হৃদয় অধিকার করিতেছিল। এ সময় গৌড়বঙ্গবাসী বাহুবল পরীক্ষার সহিত বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চ্চায়ও যে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিল, নেপাল হইতে আবিষ্কৃত মহীপালদেবের রাজ্যাঙ্কিত বহুতর বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহীপালই দীপঙ্কর অতীশকে বিক্রমশিলায় আহ্বান করিয়া প্রধান আচার্য্য-পদ প্রদান করেন।

বিক্রমপুরের রাজবংশে ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে অতীশের জন্ম এবং ওদন্তপুরীর বজ্রাসনে (বর্ত্তমান বিহারে) থাকিয়া তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা পরিসমাপ্তি হয়। সুবর্ণ্মনগররাসী বৌদ্ধাচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তি, মহাবোধি বিহারের উপাধ্যায় মতিবিতর এবং মহাসিদ্ধাচার্য্য নারোর নিকট মহাযানমত ও মহাসিদ্ধি শিক্ষা করেন। বিক্রমশীল মহাবিহারে প্রধান আচার্য্যরূপে অধিষ্ঠিত হইলে প্রথমে গৌড়াপি মহীপাল ও তৎপরে তৎপুত্র নয়পালদেব তাঁহাকে প্রধান ইষ্টদেব ভাবিয়া অনেক সময় বিক্রমশিলায় গিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেন। শ্রীজ্ঞান রাজা নয়পালকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তদ্বিরচিত 'বিমলরত্নলেখন' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গৌড়াধিপ নয়পালের উৎসাহে ও শ্রীজ্ঞান অতীশের যত্নে গৌড়ের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইয়াছিল। তিব্বত প্রভৃতি বহু দূর দেশ হইতে শত শত বৌদ্ধ

* সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে কালুপা, হাড়ীপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথ এই পঞ্চযোগীর একত্র মিলনের কথা আছে, সুতরাং এই মত অনুসারে এই ৫ জন এক সময়ের লোক ছিলেন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে মীননাথ মহানাদের রাজা হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত তান্ত্রিক উপদেশ লাভ করিবার জন্য বিক্রমশিলায় আগমন করিতেন। এ সময় কি ব্রাহ্মণ, কি শ্রমণ সকলেই তান্ত্রিক তারা দেবীর সাধনা ও তান্ত্রিক কুলসাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন।

নয়পালের রাজত্বকালে চেদিরাজবংশীয় সম্রাট্ কর্ণদেব মগধ আক্রমণ করেন। নয়পালের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কর্ণদেবের সৈন্যগণ বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস ও পাঁচজন বৌদ্ধাচার্য্যকে নিহত করে। অবশেষে নয়পালের জয় হয়। কর্ণদেব রসদের অভাবে অতীশের শরণাপন্ন হন। অতীশের মধ্যস্থতায় উভয় নৃপতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ইহার কিছুদিন পরে অতীশের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তিব্বতরাজ অতীশকে লইয়া যাইবার জন্য উপযুক্ত নিমন্ত্রণ পত্র সহ দূত পাঠাইয়াছিলেন। অতীশ সেই নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিব্বতে উপস্থিত হইলে অতীশের নিকট তিব্বতরাজ ও রাজপরিবারবর্গ সকলেই তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তিব্বতের রাজধানী লাসার নিকটস্থ সেথান নামক স্থানে ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অতীশ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার তিরোধানের পর হইতেই অবলোকিতেশ্বররূপে তিনি তিব্বতে আজও পূজিত হইতেছেন।

রামাই পণ্ডিত ও ধর্ম্মপূজা

যে সময়ে সিদ্ধাচার্য্য হাড়িপা ও শ্রীজ্ঞান অতীশের তান্ত্রিক-প্রভাব কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, হিমালয়ের অপর প্রান্তে সুদূর ভোট দেশের জনসাধারণকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছিল, সেই সময় হিমালয় প্রদেশে ব্রাহ্মণ পরিবারে রামাই নামে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক বলিয়াই পরিচিত। কোন্ ব্রাহ্মণ বংশে রামাই পণ্ডিতের জন্ম, তাহা স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে গৌড়ের পালাধিপত্য কালে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-প্রভাব লক্ষিত হয়। গৌড়েশ্বর দেবপালের সময় (৮৩৪ খ্রীঃ অঃ) হইতে নারায়ণপালের সময় (৯২৫ খ্রীঃ অব্দ) পর্য্যন্ত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণমন্ত্রীর পরামর্শে মহাসন্ধিবিগ্রহিকের স্থানে 'মহাকার্ত্তাকৃতিক' বা সর্ব্বপ্রধান জ্যোতিষাধ্যক্ষের পদ সৃষ্ট হইয়াছিল। বলিতে কি পালাধিকারকালে 'কার্ত্তাকৃতিক' বা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন *। ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধির পদ্ধতিতে লিখিত আছে,—

"অন্য জাতি পণ্ডিত হবে ধর্ম্মে মানে নাই।
গ্রহ কাজে রত হয় ফেটে মরে তাই॥" †

উদ্ধৃত বচন হইতে মনে হয়, গ্রহাচার্য্য শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মপণ্ডিতের কাজ করিতেন, কিন্তু কালপ্রভাবে রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ যখন আচারে, ব্যবহারে ও সংস্কারে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেন, তৎকালে শাকদ্বীপী সমাজও বৌদ্ধাচার ও ধর্ম্মপূজা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিতের অভ্যুদয় ও তাঁহার প্রভাব কিরূপে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল, পরে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিত হইতেছে।

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা

† বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শূন্যপুরাণ, ১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রামাই পণ্ডিত

বাঙ্গালায় রাঢ়দেশে সর্ব্বত্র যে ধর্ম্মরাজ ঠাকুর বিরাজ করিতেছেন, সেই ধর্ম্মরাজ শূন্য-ব্রহ্ম বা মহাশূন্য বই আর কিছু নহে। রামাই পণ্ডিত এই ধর্ম্মরাজপূজার প্রবর্ত্তক। এই রামাই পণ্ডিত কে? চক্রবর্ত্তী ঘনরাম রামাই পণ্ডিতকে বাইতি বলিতে চাহেন। কিন্তু সীতারাম দাস, খেলারাম, ও সহদেব চক্রবর্ত্তী রামাই পণ্ডিতকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরিয়াছেন। ধর্ম্মের পদ্ধতিতেও তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরের প্রায় ৭ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্ম্ম ঠাকুরের পদ্ধতিতে লেখা আছে,—

"হিমালয় মধ্যে জন্ম ব্রাহ্মণ কুমার।
বৈশাখীর শুক্ল পক্ষে জনম তাহার॥
পঞ্চমীর তিথি ছিল নক্ষত্র ভরণী।
রবিবার শুভদিনে প্রসব কইল ব্রাহ্মণী॥
ধর্ম্মপূজা প্রচার যা হ'তে হইবে।
সেই প্রভু জন্মিলেন পূজার অভাবে॥
শ্রীরামাই হইল যখন পঞ্চম বৎসর।
তার পিতামাতা তখন ভাবিল অন্তর॥
পূর্ব্বকালে শ্রীধর্ম্মের অভিশাপ ছিল।
সেই হেতু পিতা তার পরাণ ত্যজিল॥
সেই কায়াতে করে মৃত্তিকা অর্পণ।
"পিতৃকার্য্য রামারে করাল নিরঞ্জন॥
ধর্ম্ম সাক্ষাতে মৃত্যু হয় ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
দশ দিন অশৌচ করেন পালন॥
দশ দিন গতে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
বিমানে চড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভবন॥
সেই বালকে প্রভু দেন অন্নজল।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম্ম করেন সকল॥
পূজার পদ্ধতি হেতু ভাবেন গোসাঞি।
যজ্ঞসূত্র দিলে পূজা কলিকালে নাই॥
কোলে করি লয়ে গেল ব্রাহ্মণের বেশে।
বালকে লইয়া প্রভু রহে গঙ্গাপাশে॥
সাত বছরের তখন হইল কুমার।
আভ্যোতি চূড়াকরণ না হোল তাহার॥"

* * * * *

"*পনর বর্ষ বয়ঃক্রম হৈল ছার জন্ম।*
চূড়াকরণ সংযোগে সারি তাম্র দেন ধর্ম্ম॥

গ্রীষ্ম বসন্ত ঋতু বিচার করি মনে।
শ্রীরামায়েরে তান্ত্র দিলেন শুভক্ষণে॥
পঞ্চ শত হোম করে যজ্ঞের নিয়ম।
মার্কণ্ড মুনি আসিয়া করেন সব ক্রম॥
এই পঞ্চম বেদে পণ্ডিত হবে সর্ব্বজন।
গঙ্গার কুলেতে করে কার্য্য সমাপন॥
নিজ দেশে যাত্রা করে শ্রীরামাই পণ্ডিত।
মার্কণ্ড সমভিব্যারে চলিল ত্বরিত॥
স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে।
শিক্ষা করে নানা শাস্ত্র শুনি বিদ্যমানে॥
রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজা করেন নিরন্তর।
তখন বয়স হইল পঞ্চাশ বৎসর॥
তারপর দিকে দিকে রামাইর গমন।
সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে ধর্ম্মের স্থাপন॥
ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্ম্মের স্থাপন।
সভার পূজাতে তুষ্ট হন নিরঞ্জন॥"

উক্ত পদ্ধতি হইতে পাওয়া যায়, রামাই পণ্ডিতের পিতা বিশ্বনাথ অদৃষ্টদোষে সস্ত্রীক বনবাসী হন। এখানে হিমালয় মধ্যে বৈশাখী শুক্লপঞ্চমী তিথিতে রামাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অল্পবয়সেই পিতার মৃত্যু হয়। মৃতকে মাটী চাপা দেওয়া হয় এবং তাঁহার জন্য দশ দিন অশৌচ পালন করিতে হয়। দশ দিন পরে শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহার মাতারও মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম্ম আসিয়া তাঁহাকে অন্নজল দেন বা রক্ষা করেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও তিনি ব্রাহ্মণের আচার পালন করেন নাই। এমন কি, ব্রাহ্মণের প্রধান চিহ্ন যজ্ঞসূত্রও তিনি গ্রহণ করেন নাই। গঙ্গাতীরে গুরুর আশ্রমেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধদিগের নিকট গুরুই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, গুরুই সাক্ষাৎ শূন্যব্রহ্ম। এ কারণ গুরুর পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের নাম দেওয়া হইয়াছে। "যজ্ঞসূত্র দিলে পূজা কলিকালে নাই।" ইহার কারণ রামাই পণ্ডিতের বৈদিকী দীক্ষা হয় নাই। মহাযান বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক দীক্ষায় যজ্ঞসূত্র ধারণের কোন প্রয়োজন ছিল না। গঙ্গাতীরে পঞ্চদশ বৎসরের পর তাঁহার তান্ত্রদীক্ষা হইয়াছিল। এই দীক্ষা গ্রহণের সময় পঞ্চ শত হোম যজ্ঞ করিতে হয়। গঙ্গার কূলে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি পিতৃভবনে চলিয়া আসেন। এখানে মার্কণ্ড নামক কোন আচার্য্যের নিকট নানাশাস্ত্র শিক্ষা করেন। পঞ্চাশ বর্ষ বয়সের সময় তিনি ধর্ম্মপূজা আরম্ভ করেন। তৎপরে ধর্ম্মপূজা প্রচারকল্পে নানাস্থানে গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারের ফলে সকল জাতিই ধর্ম্মের পূজা গ্রহণ করিয়াছিল।

যাত্রাসিদ্ধি ঠাকুরের পদ্ধতিতে লিখিত আছে, রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্ম্মদাস।

ধর্ম্মদাসের চারি পুত্র—মাধব, সনাতন, শ্রীধর ও সুলোচন। একদিন ধর্ম্মদাস সদা নামক এক ডোমের ঘরে ফুল তুলিতে যান। সেই সময় সদা ধর্ম্মপূজা করিতেছিল।

"ধর্ম্মপূজা করে সদা অতি ধীর মন।
সদাকে মন্ত্র বলান ধর্ম্মদাস তখন॥
মন্ত্র বলাতে ডোমের পুরোহিত হইল।
এই কীর্ত্তি কলিকাল পর্য্যন্ত রহিল॥
ধর্ম্মদাস হইতে ধর্ম্মপণ্ডিত জন্মিল।
এইরূপে পণ্ডিতবংশ বাড়িতে লাগিল॥
সদার বংশেতে ডোমের উৎপত্তি হয়।
ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয়॥"—(পদ্ধতি)

ভোট দেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়, ডোমেরা এক সময়ে বৌদ্ধ সমাজে অতি সম্মানিত ও অতি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। ডোম্-প-(ডোম-পণ্ডিত) গণ তাহাদের আচার্য্য। এই ডোম্-পদিগের কথায় বড় বড় রাজ রাজড়ার আসন টলিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামাই পণ্ডিত বৈদিকী দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণের তান্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। আজও ধর্ম্মপণ্ডিত ও ডোমপণ্ডিতগণ তান্ত্রদীক্ষার পর তবে ধর্ম্মপূজার অধিকারী হন। তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ভাবেন, অপর সকল জাতিকেই স্বজাতি অপেক্ষা হীন মনে করিয়া থাকেন। ডোমের হাতে দূরের কথা অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হস্তেও অন্নগ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্ম্মদাসের বংশধরগণ আজও সর্ব্বত্র ধর্ম্মপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যবাদ

সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শূন্যবাদ সহজভাবে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই রামাই পণ্ডিত শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মের পূজাপদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন। শূন্যপুরাণে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, নিরঞ্জন ধর্ম্ম ঠাকুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও উপর, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান ও মহাশূন্যস্বরূপ। তাঁহা হইতেই সৃষ্টির মূল আদ্যাশক্তির উদ্ভব।

"বন্ন সুন্নী করতার সভ সুন্নী অবতার
সব্ব সুন্নী মধ্যে আরোহণ।
চরণে উদয় ভানু কোটী চন্দ্র জিনি তনু
ধবল আসনে নিরঞ্জন॥"—(শূন্যপুরাণ)।

রামাই পণ্ডিত যে ধর্ম্মপূজা প্রচার করেন, তাঁহার 'শূন্যপুরাণে' এবং পরবর্ত্তী কালে রচিত শত শত ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে সেই ধর্ম্মপূজার মূলতত্ত্ব প্রচ্ছন্নভাবে বর্ণিত আছে। মহাযানদিগের মহাশূন্য এবং অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের পরব্রহ্ম রামাই পণ্ডিত ও আদিধর্ম্ম মঙ্গলকারদিগের নিকট ধর্ম্ম নিরঞ্জন নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য-পুরাণে' পাইতেছি,

"শূন্যরূপ নির্ব্বিকার সহস্র বিঘ্ননাশনম্।
সর্ব্বপর পরো দেব তস্মাত্ত্বং বরদো ভব॥"

সিদ্ধ বা অধিকারী ভিন্ন সেই ধর্ম্ম সাধারণের বোধগম্য নহে। প্রাচীন মহাযান সম্প্রদায় শূন্যবাদের অবতারণা করিলেও প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি হইতে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশ করেন নাই। রামাই পণ্ডিত শূন্যমূর্ত্তি ধর্ম্ম হইতে আদ্যা বা মূল প্রকৃতির সৃষ্টি কল্পনা করিয়া কালচক্রযান বা অনুত্তর মহাযানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন।

রঞ্জাবতী ও ময়নামতী

সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, জালন্ধরীপাদ বা সিদ্ধাচার্য্য হাড়ীপাদ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এবং রামাই পণ্ডিত একই সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দীপঙ্কর অতীশ তিব্বতে যাত্রা করিলে সমগ্র রাঢ়দেশে রামাই পণ্ডিতের এবং পূর্ব্ববঙ্গে হাড়িপার ধর্ম্মপ্রভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে রাণী ময়নামতী ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক হাড়িপা এবং রাণী রঞ্জাবতী ও তৎপুত্র লাউসেন হইতে রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। রাঢ় ও বঙ্গে কেবল রাণী রঞ্জাবতী বা রাণী ময়নামতী বলিয়া নহে, শত শত সিদ্ধাচার্য্যের সহিত বহু উচ্চপদস্থা মহিলা সিদ্ধি লাভ করিয়া শাস্ত্রপ্রচার দ্বারা ধর্ম্মমত প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গমহিলাগণ ধর্ম্মপ্রচারক্ষেত্রে ধর্ম্মাচার্য্যগণের সহকারিণী ছিলেন, তন্মধ্যে রঞ্জাবতী ও ময়নামতীর নাম বহু ধর্ম্মমঙ্গলকার ও ধর্ম্মনীতিরচয়িতাগণের সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনার গুণে উজ্জ্বল রহিয়াছে। উভয় রাণীর অলৌকিক শক্তি, অসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মোৎসর্গ শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। রাণী রঞ্জাবতী পুত্রলাভ করিবার জন্য কত অপরিসীম কষ্টই না সহ্য করিয়াছেন, ধর্ম্মমঙ্গল সমূহে তাহার বিশদ পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। অপর দিকে নিজ পুত্রকে সর্ব্বস্বত্যাগী আদর্শ মানব গঠিত করিবার জন্য রাণী ময়নামতী মাতা হইয়াও কিরূপ পাষাণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ময়নামতীর গানে এবং গোবিন্দচন্দ্রের গীতে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

রাণী রঞ্জাবতী রামাই পণ্ডিতের একজন প্রধান শিষ্যা। রূপরাম ও সীতারামদাসের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে জানা যায়—ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে তাঁহার মহাসামন্তরূপে কর্ণসেন গেনভূম ও গোপভূম শাসন করিতেন। সোমঘোষের বেটা ইছাই ঘোষ কালিকাদেবীর বরে শক্তিশালী হইয়া কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে বিনাশ ও কর্ণসেনকে পরাজয় করিয়া সেনভূম ও গোপভূম অধিকার করেন। পুত্রশোকে রাজা কর্ণসেনের রাণী বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কর্ণসেন প্রাণভয়ে ধর্ম্মপালের আশ্রয় লইলেন। ধর্ম্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতী এসময়ে বিবাহযোগ্যা ছিলেন। ধর্ম্মপাল কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ দেওয়াইলেন।

দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপাল

রাজা ধর্ম্মপাল একজন কৃষ্ণভক্ত ও ব্রাহ্মণে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার মহিষী সাফুলার মতিগতি অন্যরূপ ছিল। এজন্য ধর্ম্মপাল তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এই সাফুলার ভগিনী হইতেছেন রঞ্জাবতী। পুত্ররত্ন পাইবার আশায় শালে ভর দিয়া বহু কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া রামাই পণ্ডিতের কৃপায় রাণী রঞ্জাবতী লাউসেন নামক পুত্রলাভ করেন।

গৌড়াধিপ মহীপাল, লাউসেন ও লাউসেনের ধর্ম্মপূজাপ্রচার

ধর্ম্মমঙ্গলে পাওয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপালের মৃত্যু হইলে দেশ অরাজক হইয়াছিল। এসময়ে ধর্ম্মপালের রাণী সাফুলা নির্ব্বাসিত অবস্থায় বনে ছিলেন। সেই অরাজকতার সময় রাণী রঞ্জাবতী সম্ভবতঃ অলৌকিক-শক্তিসম্পন্না ধর্ম্মসেবিকা সাফুলার কুটীরে অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত ধর্ম্মপালকে তিরুমলৈগিরিলিপি বর্ণিত দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্মপাল বলিয়াই মনে করি। * রাজেন্দ্রচোলের হস্তে দণ্ডভুক্তিপতি নিহত হইলে তাঁহার অধিকার মধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তৎপরে গৌড়াধিপ ১ম মহীপাল গৌড় হইতে লোক পাঠাইয়া এখানকার সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। সেই সময় সপুত্র রঞ্জাবতী ও সাফুলা গৌড়রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। এখানে ১ম মহীপালের যত্নে প্রথমতঃ লাউসেন লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হন। এই কারণে বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমূহে রাজচক্রবর্ত্তী মহীপালের সহিত লাউসেনের নামও দৃষ্ট হয়। লাউসেন প্রথমতঃ মাতা রঞ্জাবতীর নিকট ধর্ম্মদীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া ১ম মহীপাল ও তৎপুত্র নয়পালের সময়ে নব বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরে সম্ভবতঃ গৌড়পতি ৩য় বিগ্রহপাল ও তৎপুত্র ২য় মহীপালের সময় গৌড় সেনা-নায়করূপে তিনি নানাস্থান জয় ও ধর্ম্মপূজা প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিত সকলজাতির মধ্যে ধর্ম্মপূজা ও তাহার পদ্ধতি প্রচার করিয়া গেলেও তাহা রাঢ়ের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গৌড় কাব্যের নায়ক লাউসেনই প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল রাঢ়দেশ বলিয়া নহে সুদূর কামরূপ পর্য্যন্ত জয় করিয়া ধর্ম্মপূজাপ্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজও কামরূপে লাউসেন প্রতিষ্ঠিত ডোমজাতির মধ্যে ধর্ম্মপূজার ক্ষীণ আলোক লক্ষিত হয়। রাঢ়দেশের ত কথাই নাই। তিনি অজয়তীরস্থ ঢেকুরের অধিপতি ইছাই ঘোষকে জয় করিয়া আপন পৈতৃকরাজ্য সেনভূম উদ্ধার করেন। আজও সেনভূম ও সেনপাহাড়ীর মধ্যে লাউসেনের বহু কীর্ত্তির সাক্ষ্য দান করিতেছে।

গুপ্তবারাণসী

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে ২৩°১ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৭°৩৩´ পূর্ব্বদ্রাঘিমাংশে ময়নাপুর অবস্থিত। এই ময়নাপুরে যাত্রাসিদ্ধি রায় নামে এক ধর্ম্মঠাকুর আছেন। সারা বাঙ্গালায় যত ধর্ম্মঠাকুর আছেন, সর্ব্বাপেক্ষা যাত্রাসিদ্ধি রায়ের সম্মান অধিক। ধর্ম্মপূজা-প্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিতই এই ধর্ম্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতা। ধর্ম্মঠাকুরের বর্ত্তমান পুরোহিতগণ রামাই পণ্ডিতের সাক্ষাৎ বংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। উক্ত ময়নাপুরের ৩৷৷০ ক্রোশ উত্তরে দ্বারিকেশ্বর নদীতীরে 'চাঁপাতলার ঘাট'। ধর্ম্মমঙ্গলসমূহে এই স্থানে 'চাঁপায়ের ঘাট' এবং নারদ-কপিলাদির

* রঙ্গপুরের ধর্ম্মপাল ও দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপালকে এক সময়ে অভিন্ন মনে করিয়াছিলাম (রাজন্য-কাণ্ড, ১৭৫-১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাস ও অনুশাসন লিপি হইতে বেশ প্রমাণিত হইতেছে—রঙ্গপুর জেলার মধ্যে যে ধর্ম্মপালের সহিত ময়নামতীর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মপাল হইতেছেন—প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি। (দ্রষ্টব্য—Social History of Kamrup, Vol. I, P. 70) তাঁহার সহিত দণ্ডভুক্তি বা মেদিনীপুর জেলার অধিপতি ধর্ম্মপালের কোন সংস্রব নাই।

তপস্থার স্থান মহাপুণ্য তীর্থ 'গুপ্তবারাণসী' বলিয়া পরিচিত। বারাণসীর মৃগদাব (সারনাথ) হইতে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার সত্য প্রচার করেন বলিয়া সেইস্থান যেরূপ বৌদ্ধ জগতে সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া পরিচিত, সেইরূপ দ্বারিকেশ্বর নদী তীরস্থ এই স্থান হইতে 'ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি' সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নিকট এই স্থান 'গুপ্তবারাণসী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। এই চাঁপাতলা ও ময়নাপুরের মধ্যেই রামাই পণ্ডিতের সমাধিস্থান এবং লাউসেনের প্রতিষ্ঠাস্থান 'হাকন্দ' গ্রাম অবস্থিত। এই অঞ্চলেই ধর্ম্মপাল-পত্নী সাফুলা ধর্ম্মের উদ্দেশে আপনার দুই স্তন কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। উক্ত ময়নাপুর হইতে পূর্ব্বে তমলুকের ময়নাগড় পর্যসর্বত্রই্যস্থ লাউসেনের প্রভাবে ধর্ম্মকথা ও ধর্ম্মপূজা প্রচারের সন্ধান পাওয়া যায়।* বীরভূম হইতে তমলুক পর্য্যন্ত লাউসেনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তিনি পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিয়া শ্যামরূপার গড়ে রাজধানী করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে এই শ্যামরূপার গড় 'লাউসেনের গড়' নামে পরিচিত হইয়াছিল। লাউসেনের বংশধরগণ সেনভূম হারাইয়া তমলুক জেলার অন্তর্গত ময়নাগড়ে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ময়নাগড়ে রঙ্কিণী নামে কালী ও লোকেশ্বর নামে শিব বিদ্যমান, এ ছাড়া এখানে যে ধর্ম্ম-ঠাকুর আছেন, এই তিনটিই লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

রাঢ়ে ধর্ম্মপূজা

লাউসেনের লীলাস্থলী রাঢ়দেশেই লাউসেনের প্রভাবে প্রায় প্রত্যেক গণ্ডগ্রামেই ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রত্যেক ধর্ম্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য-প্রচার উপলক্ষ্যে ধর্ম্মমঙ্গল বা গৌড়কাব্য রচিত হইয়াছিল। জনসাধারণ আত্মহারা হইয়া সেই সকল ধর্ম্ম-মঙ্গল গান শুনিত। প্রথমে গ্রহবিপ্র ময়ূরভট্টই ধর্ম্মমঙ্গলপ্রচার করেন, তাহাতে ধর্ম্ম-পূজার পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। জনসাধারণের সমাদর দেখিয়া পরবর্ত্তী কালে বহু কবিই ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন, তাহাতে নানা দেবদেবীর স্তুতিবন্দনা দৃষ্ট হয়। সেই সকল গ্রন্থ আলোচনা করিলে মনে হয় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ শাসনের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তথাপি এমন বহু ধর্ম্মমঙ্গল বা ধর্ম্মগীতি কেবল রাঢ় দেশে বলিয়া নহে, উৎকলের গড়জাতেও প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত আছে, যাহা সহজে সর্ব্বসাধারণের হবে পড়িবার নহে। সেই সকল গ্রন্থ হইতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়।

বৈদিক ব্রাহ্মণ-প্রভাব

পালবংশের অধিকার লোপের সহিত রাজকীয় বৌদ্ধপ্রভাব বিলুপ্ত হয়। সেনবংশের অভ্যুদয়ের সহিত গৌড়বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ-প্রভাব প্রসারিত হয়। তখনও জনসাধারণ বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্মানুরক্ত ছিল। এই সময়ে উচ্চশ্রেণীর অধিবাসিগণকে বৈদিক ধর্ম্মানুরাগী করিবার অভিপ্রায়ে অভিনব তন্ত্র রচিত হইতে থাকে। গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী মহামতি হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব' ও 'মৎস্যসূক্ততন্ত্র' রচনা করেন। 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব' হইতে জানা যায় যে তৎকালে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিকাচার

---

* এই অঞ্চলই রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-গিরি লিপিতে 'তণ্ডবুত্তি' বা দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত হইয়াছে।

অনেকটা বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। কেবল ব্রাহ্মণ নাম রক্ষার জন্য নামমাত্র উপনয়ন ও গায়ত্রী দেওয়া হইত। তাঁহাদের মধ্যে বৈদিক আচার শিক্ষা দিবার জন্য 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব' রচিত হয়। এদিকে তন্ত্রভক্ত জনসাধারণকে তন্ত্রের মধ্য দিয়া দেবদ্বিজভক্ত ও বৈদিক কর্ম্মে অনুরক্ত করিবার উদ্দেশ্যই হলায়ুধের 'মৎস্যসূক্ততন্ত্র' প্রচারিত হইয়াছিল। হিন্দুসমাজে সদাচার রক্ষা হয় অথচ সাধারণ তান্ত্রিকগণ বিরোধী না হয়, যেন এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মৎস্যসূক্ত রচিত হয়। প্রথমেই মৎস্যসূক্তে বীরাচারীদিগের অভিমত তারাকল্প, একজটা, উগ্রতারা এবং ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজাক্রম, মন্ত্রোদ্ধার, তৎপরে বৌদ্ধতন্ত্রানুমোদিত মহাচীনাচারক্রমে তারার বীরসাধন ও নীলসারস্বতক্রম, এবং মধ্যে মধ্যে বেদের প্রশংসা করিয়া যেন বৌদ্ধতন্ত্রানুসারেই তারার স্তব করা হইয়াছে,—

"জয় জয় তারে দেবি নমস্তে প্রভবতি ভবতি যদিহ নমস্তে।
প্রজ্ঞাপারমিতামিতচরিতে প্রণতজনানাং দূরিতক্ষয়িতে॥" (৭ম পটল)

যে পটলে ঐরূপ স্তব রহিয়াছে, সেই পটলেই—

"লোকেশস্য সুতাপ্যথ মতা বালা বৃদ্ধা কালী শ্বেতা স্বাহা স্বধা বিধেয়া।"

তারা যে লোকেশসুতা ও প্রজ্ঞাপারমিতা নামে বৌদ্ধশাস্ত্রেই পরিচিতা, ব্রাহ্মণশাস্ত্রে নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

হলায়ুধের কেবল তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করিবার ইচ্ছা ছিল না। তন্ত্রের ভিতর দিয়া বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রচার করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মনু প্রভৃতির প্রাচীন স্মৃতিতে শৌচাশৌচ, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, চাতুর্ব্বর্ণ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রায়শ্চিত্তাদি যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, হলায়ুধ তাহারই যেন সারসংগ্রহ করিয়া মৎস্যসূক্ত সঙ্কলন করিয়াছেন। প্রথমে তিনি তারা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া বীরাচারীদিগকে হাতে আনিয়াছেন। তৎপরে মদ্য ও মাংসাদির যথেষ্ট নিন্দা করিয়া তাহার অসাত্ত্বিকতা ও প্রায়শ্চিত্তার্হতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অবশেষে বৌদ্ধাদির যথেষ্ট নিন্দা করিয়া তাঁহার প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মৎস্যসূক্তে প্রত্যেক মহাপূজায় পূজা ও হোমাদির মধ্যে বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করিবার নিয়ম আছে। মৎস্যসূক্ত হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি, গৌড়াধিপ সেনবংশীয় নৃপতির উৎসাহে বৈদিক ও তান্ত্রিকের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল।

একদিকে যেমন সমন্বয়ের চেষ্টা, অপর দিকে সেইরূপ সদ্ধর্ম্মী বা বৌদ্ধদিগের উপর দারুণ অত্যাচার চলিয়াছিল। শূন্যপুরাণে ও সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যেন সদ্ধর্ম্মিগণের উপর জিজিয়া কর বসাইয়াছিলেন। যাঁহারা বৈদিকের ইচ্ছামত কর না দিত, তাঁহাদের কষ্টের সীমা থাকিত না।

"মালদহে লাগে কর, না চিনে আপন পর,
জালের নাহিক দিশপাস।
বলিষ্ঠ হইল বড়, দশ বিশ হয়া জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাশ।

বেদে করে উচ্চারণ, বেরায় অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিয়া সভাই কম্পমান।"

(নিরঞ্জনের রুষ্মা)

'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক কবিতাংশ পাঠ করিলে সহজেই মনে হইবে, বৈদিকগণের অত্যাচার সদ্ধর্ম্মী অর্থাৎ বৌদ্ধসমাজের অসহ্য হইয়াছিল। এই সময় অনেকে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেনরাজ বৈদিকানুরাগী, সুতরাং তাঁহার নিকট আশা নাই ভাবিয়া তৎকালীন বৌদ্ধ জনসাধারণ মুসলমানের শরণাগত হইয়াছিল। জনসাধারণের আহ্বানে মুসলমানেরা গৌড় আক্রমণ করেন, নিরঞ্জনের রুষ্মায় সেই কথাই রূপকভাবে ধর্ম্মের যবনরূপ ও গোদা নামে এবং দেবদেবীগণের তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরূপে আগমনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বলিতে কি, জনসাধারণ বিরূপ না হইলে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া মুসলমানেরা কখনই রাজা লক্ষ্মণসেনকে জয় করিতে পারিত না। বলিতে কি, ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারেই যে, সদ্ধর্ম্মী বৌদ্ধগণ হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান শাসন আরম্ভ হওয়ায় ধর্ম্মপূজা এককালে লোপ হইতে পারিল না। ধর্ম্মপূজা ও ধর্ম্মের গান সেই সকল হীনাবস্থাপন্ন বিভিন্ন জাতির মধ্যেই রহিয়া গেল। সদ্ধর্ম্মী বা বৌদ্ধসমাজ হইতেই দেশীয় বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছিল, তাঁহাদের রচিত প্রাচীন দোহা বা ধর্ম্মের গানে ব্রাহ্মণ বিরোধী কথা স্থান পাইয়াছিল বলিয়াই পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজ দেশী সাহিত্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

যদিও মুসলমান আগমন সদ্ধর্ম্মীরা কতকটা আশাপ্রদ মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আশা শীঘ্রই দূর হইয়াছিল। জিগীষু মুসলমানগণ মুণ্ডিত মস্তক দেখিলেই তাঁহাদিগকে জনসাধারণ বা হিন্দুসমাজের নেতা বলিয়া মনে করিতেন। তাহার ফলে, মুসলমানহস্তে পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ বিহারগুলি বিধ্বস্ত, বিহারবাসী শ্রমণগণ নিহত ও সহস্র সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ ভস্মীভূত হইয়াছিল। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজের 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থ হইতে মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার কর্ত্তৃক বিহার আক্রমণ প্রসঙ্গে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই সময় বৌদ্ধভিক্ষু বা শ্রমণগণ কেহ নেপালে, কেহ কামরূপে, কেহবা উৎকলে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন।

শ্রমণদিগের উপর মুসলমানদিগের কঠোর দৃষ্টি এবং ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেষহেতু প্রকাশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম গৌড়বঙ্গ হইতে একপ্রকার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই সময় দুই এক ঘর কায়স্থ জমিদার এবং একমাত্র ধর্ম্মঠাকুরের পূজক ধর্ম্মপণ্ডিতগণই প্রচ্ছন্নভাবে সদ্ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অনাচরণীয় জাতির উৎপত্তি

গৌড়ের ব্রাহ্মণসমাজ বৌদ্ধগণকে অনাচরণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। অনেক উচ্চ জাতি যাঁহারা ব্রাহ্মণনিগ্রহে সদ্ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই, তাঁহারা অনাচরণীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। নেপালে স্বর্ণকার, সূত্রধর, চিত্রকর প্রভৃতি জাতি বিবাহিত শ্রমণগণের সন্তান বলিয়া সেখানে আচরণীয় হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী থাকায় অনাচরণীয়

হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, কঠোর মুসলমানশাসন ও ব্রাহ্মণনিগ্রহেও গৌড়বঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। অনেক উচ্চ জাতিও বঙ্গে বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করিতেন। পালরাজবংশের সময় ১৫শ শতকে বৌদ্ধনিদর্শন হইতে কায়স্থগণ বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা ও বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা করিতেন। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতকে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সঞ্চারী পরগণার অন্তর্গত বেণুগ্রামের মিত্র জমিদারগণ বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন। উক্ত জমিদারগণের যত্নে ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, তাঁহারা কেবল বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চ্চা বলিয়া নহে, অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে প্রতিপালন করিতেন।* ইহার প্রায় ৫০ বর্ষ পরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। চূড়ামণি দাসের চৈতন্যচরিত হইতে জানা যায়, মহাপ্রভুর জন্মকালে বৌদ্ধগণ বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার জন্মকালে যে এদেশে বৌদ্ধগণ বাস করিতেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

পাঁচ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার্য্য

খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকে উৎকল ও দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বহু বৌদ্ধ দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে উৎকলের বৌদ্ধগণের উপর দারুণ অত্যাচার হইয়াছিল। এই সময় তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সনাতন গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হন। সেই সকল বৌদ্ধগণের মধ্যে পাঁচজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন,—তাঁহাদের নাম জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত ও যশোবন্ত দাস। উৎকলে এই পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি বলিয়া পরিচিত।†

সনাতন গোস্বামীর নিকট দীক্ষা

অচ্যুতানন্দ তাঁহার 'নিরাকারসংহিতায়' লিখিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রথমে তিনি সনাতন গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর সংসারের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র আসক্তি রহিল না। তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সংসার অসার, কেহ কাহারও নয়—সংসার-বন্ধন ছেদন করিতে হইবে। আত্মার প্রেরণায় মুক্তপথে চলিতে হইবে। তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ তন্ময়ভাব উপস্থিত হইলে তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে নির্গুণ (ব্রহ্ম) স্বয়ং সমুদিত হইলেন, কামনা ও বাসনার প্রবল ঝটিকা শান্ত হইল, সেই সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। তাঁহার দীক্ষার দশবর্ষ দশমাস পরে তিনি পটনানদীতীরে ত্রিপুর গ্রামে গুরু ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিলেন। সেই শান্ত সুধীর দিগম্বর মূর্ত্তির নাম মহানন্দ। সেই মহাগুরু তাঁহাকে অতিগুহ্য ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার সাধনার চরম লক্ষ্য 'সচ্চিদানন্দ"—অনাদি নির্ব্বাণ।‡

---

* The Modern Buddhism, Introduction by Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri, Introduction, page 20.

† এই সকল বৌদ্ধ বৈষ্ণবের বিস্তৃত ইতিহাস আমার The Modern Buddhism and its followers in Orissa নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

‡ The Modern Buddhism, pp. 125-126

খ্রীঃ ১৬শ শতকে বুদ্ধরূপী গুরুব্রহ্ম ও বনবাসী সঙ্ঘ

ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা অচ্যুতানন্দের শূন্যসংহিতায় যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়া যথাযথ উদ্ধৃত হইল,—

"পঞ্চে সাত দিনরে প্রবেশ হেই জাউ।
গহনে খট্ট প্রভু নিয়োগরে থাউ॥
নিশি অর্দ্ধভাগেণ পড়ই তারতম।
কে পাইলা না পাইলা প্রভু নিয়োগেন॥
অবধান হোন্তি মন্থ দিনমানে পাই।
এহি সময়কু সে দর্শন কলুঁ যাই॥
কোইলে মো প্রাণ পঞ্চশাখা কাঁহি থিল।
নিয়োগ ন রুচে মোতে তুম্ভে ত নইল॥
এহা শুনি চরণর তলে মুঁ পড়িলি।
নিস্তরিলি নিস্তরিলি বোলিণ বোইলি॥
জণাইলি ছামুরে সকল কথা মুঁহি।
হসিণ উঠিলে প্রভু টহ টহ হোই॥
বোইলে অচ্যুত তুম্ভে শূণ আহু বাণী।
কলিযুগে বুদ্ধরূপে প্রকাশিলু পুণি॥
কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপ্য।
* * * *
তুম্ভে মোর পঞ্চ আত্মা অট পঞ্চ প্রাণ।
অবতার শ্রেণি যেতে তুম্ভ পাই পুণ॥
নিরাকার মন্ত্রে সর্ব্ব দুর্গতি হরিব।
আপনে তরিণ সে যে পরে তরাইব॥
বুদ্ধ মাতা আদিশক্তি সঙ্ঘ ছন্তি কহি।
নিরাকার ভজনে নির্ম্মল ভক্তি পাই॥
এমন্ত কহি দে দেলে মন্ত্র নিরাধার।
আজ্ঞা দেলে কলিযুগে কর যা প্রচার॥
চিহ্নিব কহিলে প্রভু স্বয়ং ব্রহ্ম এহি।
মুহি এহিরূপে অচ্ছি সর্ব্বঘটে রহি॥
যাউ অচ্যুত অনন্ত যশোবন্ত দাস।
বলরাম জগন্নাথ কর যা প্রকাশ॥
আজ্ঞা পাই আম্ভি পাঞ্চ জণ যে অইলু।
মনযান ন চলিলা বনে প্রবেশিলু॥
ঋষিতপি সন্ন্যাসী নামক বীরসিংহ।
রোহীদাস বাউলী কপিল যেতে সঙ্ঘ॥

সভা মণ্ডাইল যে বসিলে সর্ব্ব তপি।
পচারিলে প্রভুঙ্ক কি আজ্ঞা হোই অছি॥
কহিলি মু শূন্যমন্ত্র যন্ত্র করন্যাস।
তপি মানে জয় জয় ফলে যে প্রকাশ॥
দেখিলে যে শূন্যব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতি হোই।
ঘটে ঘটে বিজে এহি শূন্যকায়া দেহী॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি যেতে।
শূন্যকায়া শূন্যমন্ত্র বিজে ঘটে ঘটে॥
শূন্য কায়াকু যে নিরাকার যন্ত্র সায়।
ভলা দয়া কলে দীন জনঙ্ক সাদর॥

(শূন্যসংহিতা, ১০ অধ্যায়)

বনবাসী

উদ্ধৃত বচনে অচ্যুতানন্দ লিখিয়াছেন, গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পাঁচ সাত দিন প্রভুকে পাইবার আশায় আত্মনিয়োগ করিলাম। এক দিন অর্দ্ধরাত্রে কে তাঁহাকে কি ভাবে পাইয়াছে বা না পাইয়াছে, সেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছি, এই সময়ে সেই প্রভু আসিয়া দর্শন দান করিলেন ও কহিলেন, 'আমার প্রাণের পঞ্চশাখা এতদিন কোথায় ছিল? তোমাদের ছাড়া আমার ত কিছু ভাল লাগে না।' ইহা শুনিয়া আমি তাঁহার চরণ তলে পড়িলাম। 'নিস্তার করিলে' 'নিস্তার করিলে' এই বলিয়া তাঁহার সম্মুখে সকল কথা কহিলাম। প্রভু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন ও বলিলেন, 'অচ্যুত! তুমি আমার বাণী শ্রবণ কর।' আমি কলিযুগে পুনরায় বুদ্ধরূপে প্রকাশ হইলাম। তোমরা কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপন করিবে। তোমরা আমার পঞ্চ আত্মা, পঞ্চ প্রাণ। যাহারা যাহারা অবতার হইয়াছে, আবার তাহাদিগকে পাইবে। নিরাকার মন্ত্রে তোমাদের সকল দুর্গতি দূর হইবে। আপনি তরিবে পরে সকলকে ত্রাণ করিবে। বুদ্ধ, মাতা আদিশক্তি ও সঙ্ঘে শরণ লইবে। নিরাকার ভজনে নির্ম্মল ভক্তি পাইবে।' এইরূপ কহিয়া তিনি নিরাধার মন্ত্র দিলেন এবং আজ্ঞা দিলেন, কলিযুগে প্রচার কর। প্রভু আরও কহিলেন, বুদ্ধকেই স্বয়ংব্রহ্ম বলিয়া চিনিবে। এইরূপেই আমি সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করিতেছি। যাও অচ্যুত, অনন্ত, যশোবন্ত, বলরাম ও জগন্নাথ, তোমরা গিয়া প্রকাশ কর। প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া আমরা পাঁচ জনে আসিলাম। বনে প্রবেশ করিলাম। বীরসিংহ, রোহীদাস, বাউলী, কপিল প্রভৃতি সঙ্ঘের ঋষি, তপস্বী ও সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইল। সভা-মণ্ডপে সকল তপস্বী একত্র হইয়া বসিলেন, তাঁহাদের সমক্ষে প্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিলাম। আমি শূন্যমন্ত্র, যন্ত্র, ও করন্যাস কহিলাম। তপস্বিগণ জয় জয় শব্দ করিয়া উঠিলেন। সকলে দেখিলেন—শূন্যব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিঃরূপে সর্ব্বঘটে বিরাজ করিতেছে। ইহাই শূন্যকায়া, স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি যাহা কিছু সবই শূন্যকায়া, শূন্যমন্ত্র, ঘটে ঘটে

বিরাজ করিতেছেন। এই শূন্যকায়াতেই নিরাকার যন্ত্র সার করিতে হইবে। সকলে বলিয়া উঠিলেন—এই দীনগণের উপর ভাল দয়া করিলেন।' তৎপরে অচ্যুতানন্দ তাঁহার শূন্যসংহিতায় লিখিয়াছেন,—

১৬শ শতকে বিভিন্ন গুপ্তমত

"নাগান্তক বেদান্তক যোগান্তক যেতে।
নানা প্রতিবিধিরে কহিলে তোষ চিতে॥
গোরখনাথঙ্ক বিদ্যা বীরসিংহ আজ্ঞা।
মল্লিকানাথঙ্ক যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞা॥
লোহিদাস কপিলঙ্ক সাক্ষীমন্ত্র যেতে।
কহিলে জে যেমন্তে সে হোইলি গুপতে॥" (১০ অঃ)

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বুঝিতেছি, নাগান্তক বা নাগার্জ্জুন-প্রবর্ত্তিত মাধ্যমিক মত, বেদান্তক বা উপনিষদ্ তত্ত্ব সম্ভূত সৌত্রান্ত্রিক এবং যোগান্তক বা বৌদ্ধাচার্য্য অসঙ্গ প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত যোগাচার বৌদ্ধধর্ম্মের তিনটি প্রধান মত, এতদ্ভিন্ন পরবর্ত্তীকালে প্রচারিত গোরখনাথ, বীরসিংহ, মল্লিকানাথ, বাউলী, লোহীদাস বা লুই ও কপিলের সংক্ষিপ্ত মতও তৎকালে গোপনে প্রচলিত ছিল।

উপরোক্ত অচ্যুত, অনন্ত, যশোবন্ত, বলরাম ও জগন্নাথ দাস এই পঞ্চ মহাজনই খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে উৎকলের বৌদ্ধ সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন। 'কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপ্য' বুদ্ধের এই প্রত্যাদেশ অনুসারে তাঁহারা স্বরূপ গোপন করিয়া বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলমন্ত্র 'মহাশূন্য' বা 'শূন্যব্রহ্মবাদ' সর্ব্বত্র সমর্থিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ভক্তগণের স্থান

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, অচ্যুতানন্দ, চৈতন্যদাস, জগন্নাথ, বলরাম ও যশোবন্তদাস এই পঞ্চ মহাত্মার প্রযত্নে সমস্ত উৎকলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত প্রচারিত হইয়াছিল। তৎকালে উৎকলের কোথায় কোথায় তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী ভক্তগণ বাস করিতেন, অচ্যুতানন্দের শূন্য-সংহিতায় সেই সেই স্থানের নাম, সঙ্ঘপতিগণের নাম ও ভক্তগণের সংখ্যা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

স্থান	সঙ্ঘপতি	ভক্তসংখ্যা
প্রাচীতীরে অনন্তপুর শাসন	দ্বিজকৃষ্ণদাস মহাপাত্র	১০০০
মধুরা তীরে	যদুবংশীয় ভগবান্ ও গোপ দৈতারি	২০০
কুন্তিনগর, কাশীপুর ও করুণাচৌরা		১১০
বটেশ্বরের নিকট নিকট কাশী মুক্তীশ্বর		২০০
চিত্রোৎপলাতীরে নেম্বালগ্রাম	অচ্যুতানন্দ	২৫০
পাদুনপুর গ্রামের উত্তরে	অনন্ত, দ্বিজ গণেশ পতি, কণ্ঠ গণক ও দ্বিজ শারঙ্গ	৩০০
ব্রাহ্মণীনদী কুলে		৩০০

বৈতরণীনদীতীরে যাজনগর—বন্ধু মহান্তি ৩০০
বৈতরিণীতীরে বরাহমণ্ডল জগদানন্দ অগ্নিহোত্রী ৩০১

উপরোক্ত তিনহাজার "ভকত" সম্বন্ধে অচ্যুতানন্দ লিখিয়াছেন,—

"কমালঙ্ক অংশী জনমিবে আসি কলিরে হেব উদয়।
বারণবেলে চিহ্না চিহ্নি করিবে আপে প্রভু দেবরায়॥
মথুরায় আসি আপে ব্রহ্মরাশি বউধরূপ কলিরে।
তিন সহস্র নিজ অংশ তাহাঙ্কর তেজিবে প্রভু কি পরে॥"

অচ্যুতানন্দ যেন ভবিষ্যৎবাণী বলিতেছেন—কলিকালে প্রভুদেবরায় আবার জন্মগ্রহণ করিয়া সকলের মধ্যে উদয় হইবেন। বুদ্ধরূপে সেই স্বয়ং ব্রহ্মময় মূর্ত্তিই মথুরায় আসিবেন এবং তিন সহস্র মধ্যে প্রভু নিজ অংশ পরে রাখিয়া যাইবেন।

ভোটপরিব্রাজক বুদ্ধগুপ্ত তথাগত নাথ

তিব্বতীয় ভাষায় রচিত বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জানিতে পারি,—১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৌদ্ধ তীর্থদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া তিনি সম্বোধি দর্শনান্তে তথা হইতে জগন্নাথ ও ত্রিলিঙ্গ হইয়া বাঙ্গালায় আগমন করেন। সেখান হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনাগারশালিনী দেখিয়া তথা হইতে কুড়ি দিন পথ চলিয়া কাসারম্-গরের মন্দিরে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। এখান হইতে ত্রিপুরার উপর ভাগে অবস্থিত দেবীকোটে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে সিদ্ধ করুণাকর নির্ম্মিত সঙ্ঘারামে কিছুকাল অবস্থান করেন। পরে তিনি হরিভঞ্জ, ফুকরাঢ় ও পালগড় দেখিতে আসেন। এই সকল স্থানে অনেক আচার্য্য, বিস্তর ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মের উন্নতি দর্শন করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থানকালে হরিভঞ্জচৈত্যে ধর্ম্ম পণ্ডিতের মুখে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শুনিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মপণ্ডিত একজন মহাসিদ্ধের শিষ্য ছিলেন। এখানে আরও একজন পণ্ডিত উপাসিকার দর্শন পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম হেতুগর্ভকন্যা। পরে তিনি (দাক্ষিণাত্যে) কয়েকটি চৈত্য এবং জনকায় ও শ্রীধান্যকটকে মহাচক্র দর্শন করিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তে ফিরিয়া আসিবার সময় বুদ্ধগুপ্ত ত্রিলিঙ্গ, বিদ্যানগর, কর্ণাটক ও ভাণ্ডুর দেখিয়া আসেন। শেষোক্ত স্থানে সিদ্ধ শান্তগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এখানে যোগী দিনকরের ও গুরুগম্ভীরমতির কৃপায় তিনি মহাশক্তি লাভ করেন, তদবধি তিনি বুদ্ধগুপ্ত নাথ নামে পরিচিত হন। এতদ্ব্যতীত মহোত্তর শুদ্ধিগর্ভ, গণ্টপ, বেলাতিক্ষণ, তীরবন্ধু যঘোপের নিকট উপদেশ লাভ করেন। তাঁহারা সকলে সিদ্ধ শান্তগুপ্তের শিষ্য ছিলেন। তৎপরে বুদ্ধগুপ্ত মহাবোধি আগমন করেন। এখানে বজ্রাসনের উত্তরে যোগসাধনার জন্য একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। অতঃপর তিনি অষ্ট তীর্থ গৃধ্রকূট গিরিগুহা এবং প্রয়াগ দেখিয়া যান। অবশেষে তিনি খগেন্দ্রশৈলে একটি মঠ নির্ম্মাণ করেন, এই মঠে বহু যোগী আসিয়া বাস করিতেন। এখানে বুদ্ধগুপ্ত রাজানুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন।"

বুদ্ধগুপ্তের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে, তিনি তীর্থভ্রমণে (১৬০৮ খ্রীঃ) বাহির হইয়া তীর্থনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ কাল পর্য্যন্ত ৪৮ বর্ষ গত হইয়াছিল, এ অবস্থায় প্রায় ১৬৫৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতের নানাস্থানের বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন পাইতেছি।

খ্রীঃ ১৭ শতকে গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম

বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথ খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকের মধ্যভাগে রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র ও উৎকল প্রভৃতি স্থানে জীবন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম দর্শন করেন। হরিভঞ্জ চৈত্যে তিনি ধর্ম্ম পণ্ডিতের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

রাঢ়ে বৌদ্ধচৈত্য

বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথ যে ফুকুরাঢ় ও পালগড়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এক সময়ে উৎকলের গড়জাত মধ্যে অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু আনুসঙ্গিক বর্ণনা হইতে ঐ দুই স্থানই রাঢ়দেশের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধগুপ্ত যে হরিভঞ্জ চৈত্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত তৎকালীন ভঞ্জ-রাজধানী হরিপুরের নিকটবর্ত্তী বড়সাই গ্রামে মনে করি। এখানে প্রাচীন বৌদ্ধ চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আসিয়াছি। ময়ূরভঞ্জের ঐ অঞ্চল আজও রাঢ় বলিয়া পরিচিত। এখানে আমি যোগীদিগের ঘরে 'সিদ্ধান্তউড়ুম্বর', 'ধর্ম্মগীতা', কাল ভারতীর 'গোবিন্দচন্দ্রগীত' প্রভৃতি নানা পুথি দেখিয়াছি। হরিপুরে জাঙ্গলী তারা, বড়সাই গ্রামে ধর্ম্ম ও হারিতী এবং বড়সাই গ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ মধ্যে এক প্রান্তর মধ্যে আর্য্যতারা ও অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধ দেব-দেবীর প্রাচীন মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছি। বুদ্ধগুপ্তের ভ্রমণকাহিনী হইতে রাঢ়দেশে ও পূর্ব্ববঙ্গে ত্রিপুরা অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকেও যে বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন বৌদ্ধ মঠ বা বিহার ছিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন।

ভূমিকা

এ যাবৎ লক্ষ্মণসেনের কতকগুলি তাম্রশাসন নিম্নলিখিত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে,—(১) সুন্দরবন, (২) ভাওয়াল, (৩) আম্বুলিয়া, (৪) গোবিন্দপুর, (৫) তর্পণদীঘি, (৬) মাধাইনগর। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়খানি হারাইয়া গিয়াছে। বাকীগুলি সংগৃহীত হইয়া নানা চিত্রশালায় স্থানলাভ করিয়াছে।*

প্রাপ্তিবৃত্তান্ত

মুর্শিদাবাদ জেলার বর্ত্তমানে সদর (পূর্ব্বে কান্দী) মহকুমার অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামে লক্ষ্মণসেনের একখানি নূতন তাম্রশাসন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে উহা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে জনৈক আত্মীয়ের বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া তদীয় ইচ্ছানুসারে পরিষৎকে প্রদান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বাবু যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাম্রশাসনখানি সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত শক্তিপুর নামক গ্রামে স্বর্গীয় শিবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে এই তাম্রশাসন ছিল। কত বৎসর ধরিয়া যে তাঁহার বাড়ীতে ছিল তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। ৺শিবচন্দ্র চৌধুরীর পিতা অন্যত্র চাকুরী করিতেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মস্থান হইতে এক বৃদ্ধা বিধবাকে সঙ্গে করিয়া আনেন। উক্ত বিধবার নিকট এই তাম্রফলকখানি ছিল এবং তিনি উহাকে পূজা করিতেন। তাম্রফলকখানায় এখনও সিন্দূর লাগানো আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে উহা উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে অযত্নে পড়িয়াছিল। গত বৎসর ৺শিবচন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী ঐ তাম্র-লিপিখানি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেন, কারণ, তিনি বলিতেন যে উহাতে কি লেখা আছে কেহ পড়িতে পারে না। চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী সাতকড়ি বাবুর মাতামহী, তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া তাম্রশাসনখানি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাহা না হইলে উহা কত কালের জন্য গঙ্গাগর্ভে আশ্রয় লইত কে জানে! বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের সৌজন্যে ইহা পরিষদের চিত্রশালাভুক্ত হইয়াছে।

---

* এই সব তাম্রশাসনের পাঠ, অনুবাদ ও বিবরণ বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে নানা সময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া এতদিন নানা স্থানে ছড়াইয়া ছিল। সম্প্রতি রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির উদ্যোগে অন্যান্য বহু তাম্রশাসনের সঙ্গে এগুলি নূতন করিয়া এবং কোন কোনটির চিত্র Inscriptions of Bengal নামক গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার এম্ এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া একত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাম্রশাসনগুলির সম্পাদনের ইতিহাসও দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যক তাম্রশাসনখানির বিশেষ বিবরণ Indian Historical Quarterly পত্রিকায় (৩য় বৎসরে) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

প্রকাশিত তাম্রশাসনগুলির মধ্যে আনুলিয়া, গোবিন্দপুর এবং তর্পণদীঘিতে প্রাপ্ত শাসনগুলির সহিত এই নূতন শাসনখানির সাধারণ বক্তব্য বিষয়ের খুব মিল আছে, শ্লোকগুলির একটি ভিন্ন আর সব গুলিই এই চারিখানি লিপিতে প্রায় একই রূপে পাওয়া যায়।

ফলক-পরিচয়

তাম্রশাসনখানি একটি মাত্র ফলকের দুই পৃষ্ঠে খোদিত। ফলকখানি দৈর্ঘ্যে ১ ফুট ৬॥ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১ ফুট ২ ইঞ্চি। ফলকের মাথার দিকে ঠিক মধ্যস্থলে খানিকটা বাড়ান আছে। তাহাতে কীলক দ্বারা ৩·৩ ও ২·৯ ইঞ্চি আকারের সদাশিব মূর্ত্তিযুক্ত স্বতন্ত্র একটি ক্ষুদ্র ফলক আবদ্ধ আছে। শিল্প হিসাবে এই মূর্ত্তিটি অতি নিকৃষ্ট। ফলকখানি বেশ ভাল অবস্থায় আছে। দুই এক জায়গা ছাড়া কোথাও পড়িতে কষ্ট হয় না।

লিপি-কার্য্য

দুই পৃষ্ঠে মোট ৫৮ পংক্তি লেখা আছে, উহা প্রত্যেক দিকে ২৯ পংক্তি করিয়া। অধিকাংশ পংক্তির অক্ষরগুলি খুব বেশী দূরে দূরে নয়, কিন্তু পংক্তিগুলির প্রায় এক-তৃতীয়াংশের অক্ষর ততটা ঘন সন্নিবিষ্ট নয় বলিয়া উহাদের অক্ষর সংখ্যা কম। সুতরাং লেখার দিক হইতে দেখিলে ফলকখানি সমান ও সুন্দর দেখায় না, যদিও লিপি-কার্য্য মোটামুটি বেশ ভালই।

লিপি-প্রমাদ

এই শাসনের লিপি-কার্য্যে কতকগুলি প্রমাদ দেখা যায়। ২য় ও ৩য় পংক্তির "ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ" অংশটুকুর কোন শব্দ বোধ হয় প্রথমে লিখিতে ভুল-ক্রমে বাদ পড়িয়াছিল। পরে শুদ্ধ করিয়া অনেকটা ঘনভাবে সবগুলি শব্দ লিখিত হইয়াছে। উহা লিখিতে মোটামুটি ৩॥০ হইতে ৪ ইঞ্চি জায়গা দরকার হওয়া উচিত ছিল, সে স্থলে মাত্র ২·৭ ইঞ্চি জায়গা মিলিয়াছিল বলিয়া অক্ষরগুলিকে ক্ষীণ করিতে হইয়াছিল। ২য় পংক্তিতে 'সমীরণ'র স বাদ পড়িয়াছে, ৬ষ্ঠ পংক্তিতে '-ম্বু'র হ্রস্ব উকার হইয়াছে, ২৪শ পংক্তিতে 'বিষয়'র য় বাদ পড়িয়াছে, ৪৬শ পংক্তির 'পঞ্চশতো'র তো দুইবার লেখা হইয়াছে, এবং ৫২তম পংক্তিতে 'তস্য' সুধু একবার আছে, উহা দুইবার হইবে, এবং ৫৭তম পংক্তিতে 'ক্ষোণীন্দ্র' আছে উহা ক্ষৌণীন্দ্র হইবে। শ্লোকের প্রথম অর্দ্ধাংশের পর যে একটি দাঁড়ি থাকে তাহা এই শাসনের কোথাও নাই।

অক্ষর-তত্ত্ব

এই তাম্রশাসনের অক্ষর লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য তাম্রশাসনের অনুরূপ। অধিকাংশ অক্ষরেই বঙ্গীয় বর্ণমালার পূর্ব্বরূপ ধরা যায়। জ, ত, ম অক্ষরগুলি খুব আধুনিক ধরণের। ৩০, ৩৭ ও ৩৮ শ পংক্তির ঝ অক্ষরটি বিশেষ লক্ষ্য করা দরকার, ইহা পূর্ব্বে অনেকেই স রূপে পাঠ করিয়াছিলেন।* কিন্তু উহাকে ঝ পড়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। ৪০শ পংক্তির

* Inscriptions of Bengal, Vol.III—edited by Nanigopal Majumdar, (Rajshahi, 1929), pp. 81-2.

'যুক্তি' শব্দের প্রথম অক্ষরটিকে পূর্ব্বে প রূপে পাঠ করায় অর্থ পরিষ্কার হইত না।* এই লিপিতে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব একইরূপে লেখা হইয়াছে। সাধারণতঃ দুইটি অক্ষরকে লেখায় সংযুক্ত করিতে হইলে দুইয়েরই কোন অংশ বাদ যায়, কিন্তু এই শাসনের স্থানে স্থানে সংযুক্ত দুইটি অক্ষরকেই সম্পূর্ণ বজায় রাখা হইয়াছে, যথা—'সঙ্‌গ্রাম' (১১), 'জঙ্‌গম্' (১১), 'সঙ্‌গর' (১৪), 'কঙ্‌ক' (২৭)।

বানান ও উচ্চারণ

সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই লিপির বানান সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা দরকার। সুখের বিষয় লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য লিপিতে যে কয়েকটি বানান ভুল আছে ইহাতে তাহা নাই। কতকগুলি বানান দেখিয়া মনে হয় এই লিপির সমকালে যেরূপ উচ্চারণ চলিত ছিল সেইরূপই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। দুঃখ শব্দের স্থানে 'দুষ্‌খ' (৩য় পংক্তি) এবং ত্রিপুরারিনাথ স্থলে 'ত্রিপুরারিনাহ' (৫৭তম পংক্তি) আছে। রেফ যুক্ত কোন কোন শব্দে ব্যঞ্জন বর্ণটির দ্বিত্ব ঘটিয়াছে, যথা—'-র্ব্বসুধা' (৫২তম পং), 'স্বগ্‌র্গ' (১ম, ৫১তম ও ৫৪তম পংক্তি), '-র্ব্বালেন্দু' (১ম পংক্তি), '-র্ব্বাহ্মণায়' (৪৭তম পংক্তি), 'সমপ্পর্ণ' (১৪শ পং) 'চন্দ্রার্ক্ক' (৪৮ তম)। বুদ্ধা স্থলে 'বুদ্ধা' (৫৬তম পং) দত্তা স্থলে 'দত্ত' (১২শ পং) এবং ক্ষৌণীন্দ্র স্থলে 'ক্ষোণীন্দ্র' (৫৭তম পং) লেখা দেখা যায়। এইগুলির মধ্যে 'স্বগ্‌র্গ' এবং 'সমপ্পর্ণে' তৎকাল-প্রচলিত প্রাকৃত-সঙ্গত উচ্চারণকে রেফ-সংযোগে সংস্কৃতায়িত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত ভাষায় আনুনাসিক অক্ষরগুলি ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলে অনেক সময়ে উহাদের স্থলে অনুস্বার ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই লিপিতে বহু স্থলে ইহার ব্যতিক্রম আছে, যথা—সঙ্‌গ্রাম (১১ শ পং), জঙ্‌গম (১১)। সঙ্‌গর (১৪), কঙ্‌ক (২৭)। একস্থলে অনুস্বার এবং আনুনাসিক দুইই ব্যবহৃত হইয়াছে,—যথা শংকর (৩৫-৩৬ পং)। এই শেষোক্ত বানানটিকে ভুল মনে না করিয়া সেকালের লৌকিক উচ্চারণের প্রভাব বলিয়া মনে করিলে ভাল হয়।

ভাষা ও ছন্দ

এই শাসন সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে রচিত। প্রথম ভাগে ইষ্টদেব-প্রশস্তি ও কুলপ্রশস্তি-বাচক ও তিন রকম ছন্দে গ্রথিত ৮টি শ্লোক আছে, তাহার পর ১৭ হইতে ৪৯শ পংক্তি পর্য্যন্ত গদ্যে দান বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা এবং শেষে তিন রকম ছন্দে গ্রথিত আরও ৭টি ধর্ম্মানুশংসী শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলি লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য তাম্রশাসনের কোন না কোনটিতে পাওয়া যায়। শ্লোকগুলির ছন্দের নাম পাঠের সঙ্গে পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

বিষয় ও ব্যক্তি

এই শাসনখানি একাধারে দান ও বিনিময়ের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল। এইরূপ দুই কার্য্যের জন্য একখানিও মাত্র শাসন বোধ হয় বঙ্গদেশে ইতিপূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন তাঁহার রাজত্বের ৩য় বৎসরে ২রা শ্রাবণ তারিখে

* Ibid—pp. 5, 8, 87, 112, ; 190 শেষোক্ত স্থানে পাঠ আলোচিত হইয়াছে।

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে অনিরুদ্ধ দেব শর্ম্মার প্রপৌত্র, পৃথ্বিধর দেব শর্ম্মার পৌত্র, অনন্ত দেব শর্ম্মার পুত্র শাণ্ডিল্য-সগোত্র শাণ্ডিল্যাসিতদেবলপ্রবর ও সামবেদীয় কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী কুবের দেবশর্ম্মাকে বৎসরে ৫০০ উৎপত্তিযোগ্য ৯৮ ভূদ্রোণ পরিমিত ৬ পাটক ভূমি দান করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত সেন রাজাদের যতগুলি শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সাক্ষাৎ ভাবে কোন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হইয়াছে। কিন্তু এই শাসনে আমরা এই বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বে শ্রীমদ্বল্লালসেন দেবের নিকট হইতে হরিদাস নামক গয়াল ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিগৃহীত বৎসরে ৫০০ উৎপত্তিযোগ্য ছত্রপাটক নামক শাসনের বিনিময়ে এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত ভূমি দান করা হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় আর কোনও শাসনে গয়াল ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা যায় না। বল্লালসেনের উক্ত দানের কোন তাম্রশাসন ছিল কিনা এবং ছত্রপাটক কোথায় তাহা জানিবার উপায় নাই। ৪৭শ পংক্তিতে 'কোষ্ঠীকৃত্য' শব্দ আছে; উহার অর্থ জমিকে কোঠে বিভক্ত করিয়া। সেকালে জমিকে তন্ত্রোক্ত 'অকথহাদি-চক্রের' মত চতুষ্কে ভাগ করিবার নিয়ম ছিল—"অকথহাদি চক্রচতুঃ পার্শ্বস্থরেখা চতুষ্কাবিতে স্থানভেদে" (বাচস্পত্যম্)। বড় 'চক্রে'র ভিতরে ক্রমে ছোট ছোট চতুষ্ক (চৌক) করা হইত :— "চতুঃকোষ্ঠ-চতুঃকোষ্ঠ-চতুর্গৃহসমন্বিতম্" (রুদ্রযামল)।

এই দান ব্যাপারে যিনি দৌত্য করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ত্রিপুরারিনাহ, তিনি লক্ষ্মণসেন দেবের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। ইহাঁর নাম লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য শাসনে পাওয়া যায় না। যেগুলিতে রাজদূতের নাম আছে সেগুলিতে সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্তের নাম উল্লিখিত আছে সুতরাং এই শাসন হইতে আমরা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার একজন উচ্চ শ্রেণীর মন্ত্রীর নাম জানিতে পারিতেছি। এই শাসন সম্পাদনের তারিখ হইতে তিনি নারায়ণ দত্তের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

দেশ ও স্থান

এই শাসনে প্রাচীন ও বিস্তৃত সেনরাজ্যের কোন্ অংশের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে বুঝিবার উপায় নাই, কারণ এযাবৎ প্রকাশিত অন্য কোন লিপিতে এই শাসনে লিখিত স্থানের নামগুলি পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন বঙ্গের স্থানীয় ভূগোল আলোচনায় এই শাসনখানি নূতন আলোকপাত করিবে। ইহার শ্রীমধুগিরি মণ্ডল এবং কুম্ভীনগর ও কঙ্কগ্রাম ভুক্তি প্রভৃতি কোথায় ছিল তাহা বর্ত্তমানে জানিবার কোন উপায় নাই। * ঐ অঞ্চলে কুমারপুর চতুরকে যে দুই খণ্ড ভূমি দেওয়া হইয়াছিল তাহার যে সীমা, পরিমাণ এবং বাৎসরিক উৎপত্তি পাওয়া যাইতেছে তাহা নিম্নে দেখানো হইল।

---

* এই শাসনের প্রাপ্তিস্থান শক্তিপুরের পশ্চিমোত্তরে কান্দীর তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পাঁচথুপী (পঞ্চস্তূপী ?)। এই গ্রামের উত্তরাংশে বারকোণার দেউল রহিয়াছে। এই বারকোণাই কি প্রাচীন 'বারহকোণা' ? এই অঞ্চলে কুমারপুরও আছে। এই শাসনে 'বাল্লিহিতা' নামে স্থানের উল্লেখ আছে। ইহার সহিত বল্লালসেনের নৈহাটী শাসনের (৪৪) 'বাল্লহিট্ঠা' গ্রামের কোন সম্পর্ক আছে কি না, বলিবার কোন সূত্র নাই। টা মরবড়া নামের 'বড়া' অংশটুকু অন্য স্থানেও পাওয়া যায়, যথা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালাভুক্ত বিশ্বরূপসেনের শাসনে (৪৩) 'বাঙ্গাল বড়া'।

শ্রীমধুগিরি মণ্ডলে

কুস্তীনগর-প্রতিবদ্ধ কঙ্কগ্রাম ভুক্তি

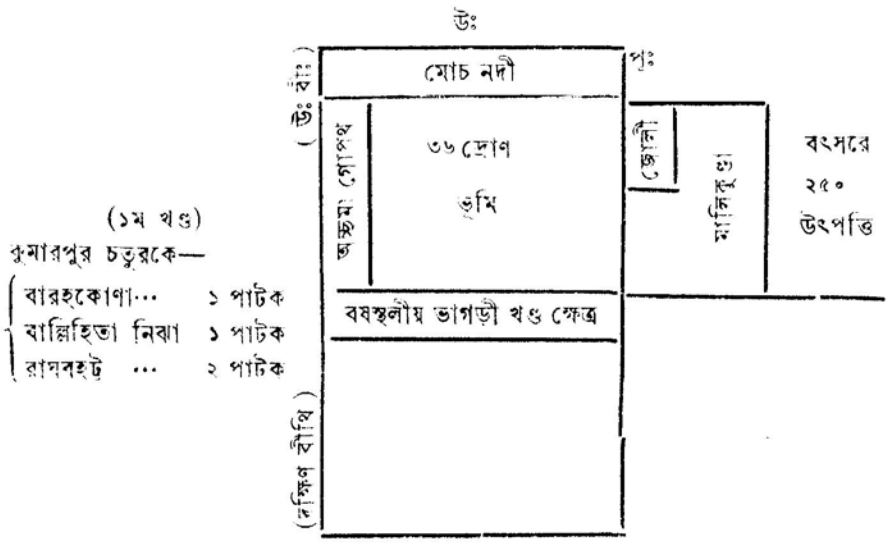

(১ম খণ্ড)

কুমারপুর চতুরকে—

বারহকোণা... ১ পাটক
বাল্লিহিতা নিঝা ১ পাটক
রাঘবহট্ট ... ২ পাটক

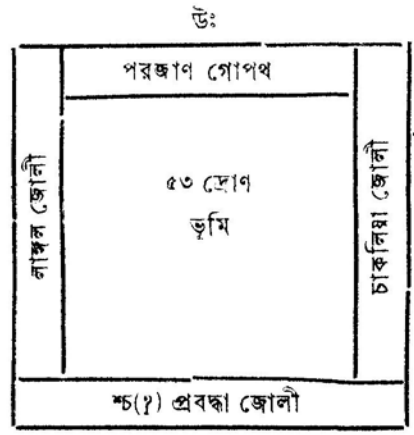

(২য় খণ্ড)

কুমারপুর চতুরকে—

টামরবড়া ... ১ পাটক
বিজ্জহারপুর ... ১ পাটক

মোট... ৬ পাটক ... ৮৯ দ্রোণ ... ৫০০ উৎপত্তি

তাম্রশাসনের পাঠ

(সম্মুখ)

১। (৭) ওঁ নমো নারায়ণায় ॥ বিদ্যুদ্যত্রমণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্ব্বালেন্দু-রিন্দ্রায়ুধং বারিস্বর্গতরঙ্গিনীংসি-

২। ত শিরোমালা বলাকাবলিঃ (।) ধ্যানা ভ্যাস [স] মীরণোপনিহিত শ্রেয়োঙ্কুরোদ্ভূতয়ে ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদু-

৩। রঃ শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ ॥ [১] ৩ আনন্দোম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুষ্খচ্ছিদাত্যন্তকী কহ্লারে হতমো-

৪। হতা রতিপতাবেকোহমেবেতি ধীঃ (।) যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশু প্রকাশাজ্জগত্য-

৫। ত্রিধ্যান-পরম্পরাপরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাম্মুদে ॥ [২] ৫ সেবাবনম্র-নৃপকোটী-কিরীট-রোচির-

(৬)। স্ব(স্ব)ল্পসৎপদনখদ্যুতি-বল্লরীভিঃ (।) তেজোবিষজ্বরমুষো দ্বিষতামভূবন্ ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষ-

৭। ধিনাথবংশে ॥ [৩] ৬ আকৌমার-বিকস্বরৈর্দ্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভির্দ্দোর্যশঃ-প্রালেয়ৈররিরাজ৮-বক্ত্রনলি-

৮। ম্লানীঃ ৯ সমুন্মীলয়ন্ (।) হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রস্য১০ পুণ্যাবলী শালিশ্লাঘ্যবিপাকপীব-

৯। রগুণস্তেষামভূদ্বংশজঃ ॥ [৪]১১ যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজঃ স্ফুট১২ সহচরৈর্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধি-

১০। পরিণদ্ধা ইব দিশঃ (।) ততঃ কাঞ্চীলীলা-চতুর-চতুরম্ভোধিলহরী-পরীতোর্ব্বী-ভর্ত্তাজনি বিজ-

১১। য়সেন[ঃ] স বিজয়ী ॥ [৫]১৩ প্রত্যূহঃ কলিসম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ সঙ্গ্রামঃ১৪ শ্রিতজঙ্গমা-

---

১। এই চিহ্নটিকে পণ্ডিতেরা ওঁ বলিয়া ধরিয়াছেন। ইহা ওঁ নহে, স্বস্তিবাচক চিহ্ন।
২। স্বর্গ (৫১ ও ৫৪ পংক্তিতেও স্বগর্গ আছে)। ৩। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।
৪। দুঃখ। দুষ্খ পাঠ আনুলিয়া, তর্পণদীঘি, ও গোবিন্দপুর শাসনে আছে।
৫। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ। ৬। বসন্ততিলক ছন্দ। ৭। শুধু গোবিন্দপুর শাসনে 'বিকমারকস্বরৈ'।
৮। আ. গো. ও ত. শাসনে—'রিপুরাজ'।
৯। নলিন-ম্লানী (আ. গো. ও ত. শাসনে)
১০। আ. ও ত. শাসনে 'ক্ষেত্রৌঘ' কিন্তু গো. শাসনে 'ক্ষেত্রস্য' আছে।
১১। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ। ১২। আ. গো. ও ত. সবগুলিতে 'তেজঃ' আছে।
১৩। শিখরিণী ছন্দ। ১৪। আ. গো. ত. শাসনেও ঙ ও গ সম্পূর্ণ লেখা আছে।

১২। কৃতিরভূদ্ভল্লালসেনস্ততঃ (।) যশ্চেতোময়মেব শৌর্যবিজয়ী দত্তোষধং[১৫] তৎক্ষণাদক্ষীণা রচয়াঞ্চ-

১৩। কার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ ॥ [৬] [১৬] সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণ-গুণাভোগ-প্রলোভাদ্দিশামীশৈরংশ-

১৪। সমপ্পর্ণেন[১৭] ঘটিতস্তত্তৎপ্রভাব-স্ফুটৈঃ (।) দোরুন্মক্ষপিতারি-[১৭ক] সঙ্গররসো রাজন্য-ধর্ম্মাশ্রয়ঃ শ্রীম-

১৫। ল্লক্ষ্মণসেন-ভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাজনি ॥ [৭] [১৮] শশ্বদ্বন্ধ-ভয়াদ্বিমুক্তবিষয়াস্তন্মাত্র-নিষ্ঠীকৃত-

১৬। স্বান্তা যান্ত কথং ন নাম রিপবস্তস্য প্রয়োগাল্লয়ম্ (।) যৈরাত্মপ্রতিবিম্বিতেপি[১৯] চঞ্চতৃ[২০]-

১৭। ণেপ্যদ্বৈতেন যতস্ততোপি সপরো দেবঃ পরং বীক্ষ্যতে ॥ [৮][২১] স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত-শ্রীম-

১৮। জ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-শ্রীবল্লালসেন-দেবপাদানুধ্যাত-পরমেশ্বর-পর-

১৯। মভট্টারক-পরমবৈষ্ণব-মহারাজাধিরাজ- শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী। সমুপ-

২০। গতাশেষ-রাজ-রাজন্যক-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-মহাপুরোহিত-ম-

২১। হাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ-

২২। বৃহদুপরিক-মহাক্ষপটলিক-মহাপ্রতীহার-মহাভোগিক-মহাপীলুপতি-মহা-

২৩। গণস্থ-দৌঃসাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকা-দিব্যাপৃতক-গৌল্মি-

২৪। ক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষ(য়)পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকল-রাজপাদোপজীবিনোধ্যক্ষপ্রচারো-

---

১৫। দত্ত্বা। ১৬। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।
১৭। সমর্পণ—আ. (সমপ্প ণ), গো. ও ত. শাসনে (শমপ্প ণ)
১৭ক। আ. ও ত. শাসনেও আছে, কিন্তু গ. শাসনে 'ক্ষপিত'।
১৮। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।
১৯। ইহার পর ত. শাসনে 'নিপতৎপত্রেপি' অধিক আছে, উহা এখানে না থাকায় ছন্দপতন হইয়াছে।
২০। —ত্তৃ— ২১। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ; এই শ্লোকটি শুধু ত. শাসনে আছে, অন্যগুলিতে নাই।

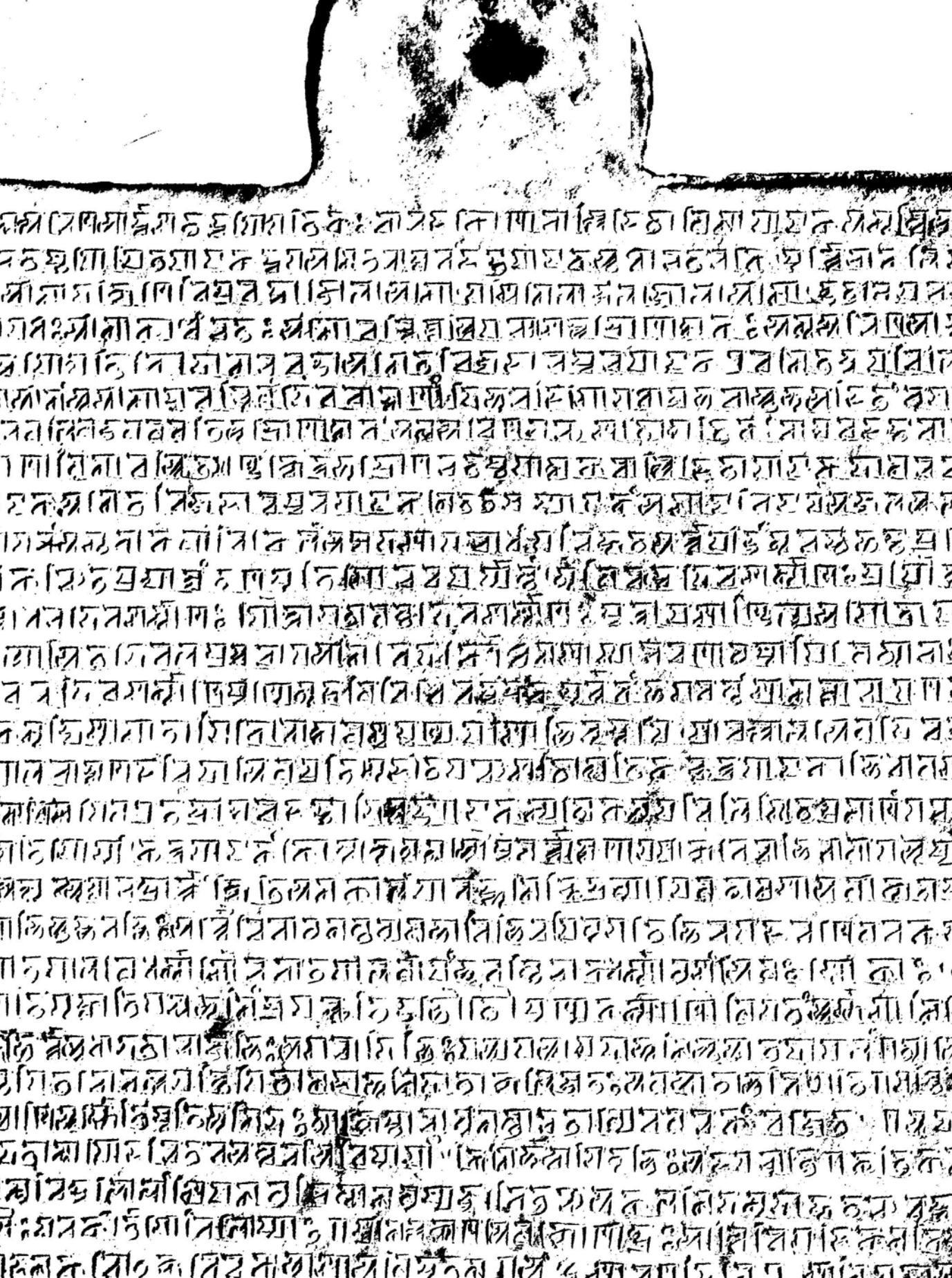

২৫। ক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্[২২] ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণেতরান্ যথার্হং মান-

২৬। য়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভবতাম্ যথা শ্রীমৎপৌণ্ড্রবর্দ্ধন-মণ্ডলাবচ্ছিন্ন-কুন্তীনগর-

২৭। প্রতিবদ্ধঃ কঙ্কগ্রামভু-ক্ত্যন্তঃপাতি দক্ষিণবীথ্যামুত্তরবাটায়াং[২৩] কুমারপুরচতুরকে পূর্ব্বে অপ-

২৮। রা জোল্লীসমেত-মালিকুণ্ডাপরিসরভূঃ সীমা দক্ষিণে বষস্থলীয় ভাগড়ীখণ্ডক্ষেত্রং সীমা

২৯। পশ্চিমে অচ্ছমা গোপথঃ সীমা উত্তরে মোচনদীসীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ ষট্‌ত্রিংশট্‌ক (ৎক) দ্রোণাত্মক (ঃ)

(পশ্চাৎ)

৩০। সম্বৎসরেণ সার্দ্ধশতদ্বয়োৎপত্তিকঃ বারকোণা-বাল্লিহিতা-নিঝাপাটক-সম্বন্ধিভূদ্রো-

৩১। ণ চতুষ্টয়োপেত-পাটকদ্বয়সমেত-রাঘবহট্টপাটকস্তথাচতুরকে পূর্ব্বে চাকলিয়াজো-

৩২। ল্লীসীমা দক্ষিণে শচ (?)[২৪]প্রবন্ধাজোল্লীসীমা পশ্চিমে লাঙ্গলজোল্লীসীমা উত্তরে পারজাণ-

৩৩। গোপথঃসীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নস্ত্রিপঞ্চাশদ্ভূদ্রোণাত্মকঃ সম্বৎসরেণ সার্দ্ধশ-

৩৪। তদ্বয়োৎপত্তিকো[ঃ] টামরবড়াসমেত-বিজহারপুর-পাটক(ঃ) এবমেতদ্ব[দ্ব]য়-বিলিখিত-

৩৫। নাম-সীমং ভূসীমাত্ত্ববচ্ছিন্নং দেবব্রাহ্মণাদিভূ-বহিঃ-গোপথাত্ত্বভূ-বাস্তু-ভূসহিতং[২৫] বৃষভশং-

৩৬। করনলেন[২৬] উ(ঊ)ননবতি ভূদ্রোণাত্মকং সম্বৎসরেণ পঞ্চ-শতোৎপত্তিকং রাঘবহট্ট-বারহ-

২২। আ., গো., ও ত. শাসনে ইহার পর 'জনপদান্' অধিক আছে ; এই শব্দটি বিজয়সেনের ব্যারাকপুর লিপি এবং বল্লালসেনের নৈহাটী লিপিতেও আছে।

২৩। =বাটে।

২৪। অস্পষ্ট।

২৫। 'দেব'-হইতে 'সহিতং' পর্য্যন্ত অংশটুকু লক্ষ্মণসেনের ত শাসনে 'দেবগোপথাদ্যসারভূবহিঃ' এইরূপ আছে।

২৬। বল্লালসেনের নৈহাটী শাসনেও (৪৫) পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইহা অনেকে 'নলিন' এইরূপ পাঠ করিয়াছিলেন। Inscriptions of Bengal —III— p. 87, footnote 1 ; কিন্তু ল-এর একার বেশ স্পষ্ট।

৩৭। কোণা-নিঝাবস্থিত-খণ্ডক্ষেত্রভূদ্রোণচতুষ্টয়াত্মক-বাল্লিহিতাপাটক-টামরবড়া-

৩৮। পাটকসমেত-বিজহারপুরপাটকমেতৎ ষট্পাটকং সঝাট-[২৭] বিটপ(ং) সজলস্থলং সগ-

৩৯। র্ত্তোষরং সগুবাকনারিকেলং সহৃদশাপরাধং পরিহৃত-সর্ব্বপীড়ং অচট্টভট্টপ্রবেশ-

৪০। মকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যং তৃণযূতি-[২৮]গোচরপর্য্যন্তং ভানিরুদ্ধ-দেবশর্ম্মণঃপ্রপৌত্রায়

৪১। পৃথ্বীধরদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় অনন্তদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় শাণ্ডিল্য-সগোত্রায় শা-

৪২। ণ্ডিল্যাসিত-দেবল-প্রবরায় সামবেদ-কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে আচার্য্য-শ্রী-

৪৩। কুবেরদেবশর্ম্মণে পুণ্যে[হ]ঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ-ভট্টা-

৪৪। রকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য-যশো(হ)ভিবৃদ্ধয়ে শ্রীবল্লালসেনদেবপ্রদত্ত-

৪৫। গয়াল-ব্রাহ্মণ-হরিদাসেন প্রতিগৃহীত-পঞ্চশতোৎপত্তিক-চ্ছত্রপাটকাভিধান-শাস-

৪৬। নো[ন]-বিনিময়েন এতদ্রাঘবহট্টাদি ষট্পাটকম্প্রত্যেকমুপরি-লিখিতপ্রমাণং পঞ্চশতো-

৪৭। [তো][২৯]ৎপত্তিযোগ্যং ছত্রপাটকং কোষ্ঠীকৃত্য[২৯ক] অস্মৈ পুনর্ব্বাহ্মণায় শ্রীকুবেরাভিধানায় সূর্য্যগ্রহে

৪৮। এতৎসমুৎসৃজ্যাচন্দ্রার্ক(ং)[৩০]-ক্ষিতিসমকালং যাবদ্ভু[ৎভূ]মি-চ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্ত-

৪৯। মস্মাভিস্তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যম্ (।)ভাবিভিরপি নৃপতি-ভিরপহরণে নরকপাত-

---

২৭। ভূমিকায় পাঠ আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেকে 'সসাট' পড়িয়াছিলেন।

২৮। ভূমিকায় পাঠ আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেকে 'পূতি' পাঠ করিয়াছিলেন।

২৯। ভুলে 'তো' দুইবার লিখিত হইয়াছে।

২৯ক। ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে।

৩০। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর, বল্লালসেনের নৈহাটী এবং লক্ষ্মণসেনের আ., ত., ও মাধাইনগর শাসনে -ক্ক এইরূপ আছে, শুধু গো. শাসনে -র্ক আছে।

৫০। ভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং[ম্] (।) ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ(।)ভূমিং

৫১। যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি(।) উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গ্গগামিনৌ ॥ [৯] [৩১]

৫২। বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ(।) যস্য যস্য যদা ভূমি-স্তস্য [তস্য][৩২]তদা ফলং (ম্)॥[১০][৩৩] আস্ফোট-

৫৩। য়ন্তি পিতরো বল্লয়ন্তি পিতামহা (ঃ) (।) ভূমিদাতা কুলে জাতঃ স ন ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥ [১১][৩৪] ষষ্টি[ং] বর্ষ[ং]-

৫৪। সহস্রাণি স্বর্গে র্গ তিষ্ঠতি ভূমিদঃ (।) আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং ব্রজেৎ ॥ [১২][৩৫] স্বদত্তাং

৫৫। পরদত্তাম্বা [ংবা] যো হরেত বসুন্ধরাং (।) স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ [১৩][৩৬] ইতি কমল-

৫৬। দলাম্বু-বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য-জীবিতঞ্চ (।) সকলমিদ-মুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা[৩৭] নহি

৫৭। পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥ [১৪][৩৮] শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন-ক্ষোণীন্দ্রঃ[৩৯] সান্ধিবিগ্রহিকম্[ং] ত্রিপুরা-

৫৮। রিনাহ্বমকরোৎ[৪০] কুবেরকস্য শাসনে দূতম্ ॥ [১৫][৪১] সং ৩ [৪২] শ্রাবণদিনে ২[৪৩] শ্রীনিমহাসাংনি

শ্রীরমেশ বসু

৩১। অনুষ্টুভ্ ছন্দ। ৩২। ভুলে 'তস্য' শুধু একবার লেখা হইয়াছে।

৩৩। অনুষ্টুভ্ ছন্দ। ৩৪। অনুষ্টুভ্ ছন্দ।

৩৫। অনুষ্টুভ্ ছন্দ। এই শ্লোকটি লক্ষ্মণসেনের আর কোনও শাসনে দেখা যায় না, কিন্তু বল্লালসেনের দৈহাটী শাসনে আছে।

৩৬। অনুষ্টুভ্ ছন্দ। ৩৭। বুদ্ধা,

৩৮। পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ। শ্রীযুক্ত ননীগোপালবাবু আ. ও গো.-শাসনে এই শ্লোকের ছন্দকে পুষ্পিতাগ্রা লিখিয়াছেন, তাঁহার পুস্তকের অন্য সব জায়গায় মালিনী লিখিয়াছেন। Inscriptions of Bengal—III — pp. 75, 88, 97, 126, 138, 155.

৩৯। ক্ষৌণীন্দ্রঃ।

৪০। লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য শাসনে রাজদূতের নাম নারায়ণদত্ত। এই শাসনের দূতের নামটি নূতন পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয়, ত্রিপুরারিনাথ শব্দটি লৌকিক উচ্চারণে ত্রিপুরারিনাহ হইয়াছিল।

৪১। আর্য্যা ছন্দ। ৪২,৪৩। সংবতের অঙ্কটি ৩ বলিয়া মনে হয়, এবং তারিখটি ১৩ হইতে পারে।

ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (১)*

বর্ত্তমানে যে শাস্ত্র Zoology বা প্রাণিতত্ত্ব শাস্ত্র নামে আখ্যাত হয়, তদনুরূপ কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র প্রাচীন ভারতে ছিল কিনা, নিশ্চিত বলিতে পারি না। তবে স্বতন্ত্র শাস্ত্র থাকুক বা না থাকুক এই বিষয়ে প্রাচীন ভারতে যে যথেষ্ট আলোচনা হইত, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে পশুযজ্ঞ সমূহের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, তাহাতে ভারতবাসীর পশুদিগের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে অথবা যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহাও এ বিষয়ে ভারতীয়গণ কিরূপ আলোচনা করিতেন, তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহা ছাড়া, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মানবের রোগ চিকিৎসার জন্য পশুজ ঔষধের প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন পশুর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মূলতঃ, ইহাই অবলম্বন করিয়া কবিরাজ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় মহাশয় এই বিষয়ে ইতঃপরে প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। বসন্তবাবুর প্রবন্ধ হইতে আভাস পাওয়া যাইবে—প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা ভারতীয় প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থে করা হইয়াছে।

কাব্য-ব্যাকরণ-দর্শনাদিগ্রন্থেও অনেক সময় দৃষ্টান্তচ্ছলে পশুদিগের আকার, প্রকার, ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা উপনিবদ্ধ হইয়াছে। এগুলির বৈজ্ঞানিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, ইহারা প্রাচীনদিগের এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দেয়, সন্দেহ নাই। এই সূক্ষ্ম নিরীক্ষণের ফলেই তাঁহারা কুক্কুট, গর্দ্দভ, বক, কুকুর প্রভৃতি নগণ্য ও ঘৃণিত জন্তুর ব্যবহারের মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয়ের আভাস পাইয়াছিলেন।[১] নানা স্থান হইতে এই সকল প্রাচীন প্রসিদ্ধিগুলি সংগ্রহ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলে প্রাণী সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের কি ধারণা ছিল, তাহা বুঝা যাইবে—হয়ত প্রাণিতত্ত্ব শাস্ত্রের আলোচনার জন্যও কিছু কিছু নূতন উপকরণ মিলিবে। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ যে সকল প্রসিদ্ধি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি এস্থানে প্রদান করিতেছি।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ বহু উপমার মধ্যে পশু ও পশুপ্রকৃতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—বৃষস্কন্ধ, গজগমন, হংসগমন, মৃগনয়ন, কূর্ম্মপৃষ্ঠ প্রভৃতি।

অনেক পশুপক্ষীর নামের মধ্যেও তাহাদের প্রকৃতির গুপ্ত পরিচয় অন্তর্নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। পদহীন সর্পের নাম উরগ, কারণ ইহা বুকে হাঁটিয়া চলে। বায়ুই সর্পের একমাত্র খাদ্য না হইলেও বায়ুপ্রিয়তার জন্যই ইহার আর এক নাম বায়ুভুক্। ইহার জিহ্বা খণ্ডিত, তাই ইহার নাম দ্বিজিহ্ব।

---

* ১৩৩৭।১৭ই ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুক্কুটাদপি॥ —চাণক্যশ্লোক।

পক্ষীর ব্যবহার সম্বন্ধে কালিদাসের ধারণা কিরূপ ছিল, তাহার আংশিক আলোচনা ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় তাঁহার 'পাখীর কথা' নামক গ্রন্থে এবং এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (২০শ খণ্ডে) Kalidasa and the Migration of Birds নামক প্রবন্ধে করিয়াছেন।

সিংহ

গভীর অরণ্য এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের বর্ণনা স্থলে প্রাচীন কবিগণ প্রায় সর্ব্বত্রই সিংহ ও হস্তীর যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। এই যুদ্ধে কখনও একের জয় কখনও অপরের। সিংহ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে বিক্ষিপ্তভাবে নানা বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটির কথা এখানে বলা হইতেছে। সিংহ নিজহত পশুর মাংসই ভক্ষণ করে[১]। মেঘের গর্জ্জন শুনিলে সিংহ তাহার দিকে ধাবিত হয়[২]। কাজ ছোট হউক কি বড় হউক সিংহ সকল কাজই সর্ব্বপ্রযত্নে করিয়া থাকে। ইহা সিংহের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার বিষয়[৩]। সিংহের দৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া সিংহাবলোকিত ন্যায় প্রণীত হইয়াছিল।

হস্তী

হস্তীর সহিত সিংহের বিরোধের বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কাব্যাদি হইতেই হস্তীর কয়েকটি বিভাগের নাম পাওয়া যায়। যথা গম্ভীরবেদী, গন্ধগজ ইত্যাদি। হস্তীর মদস্রাবের উল্লেখ বহুত্র পাওয়া যায়। শুণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে মদ ক্ষরিত হয়। হস্তীর কুম্ভে মুক্তা পাওয়া যায়। হস্তীর দন্ত বহুদিন হইতে মানুষের কাজে লাগে; তাই দন্তের জন্যই ইহাকে বধ করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়[৪]। মুখে ব্যথা লাগিলেও হস্তিশাবক কাঁটা খাইতেই ভালবাসে[৫]।

গো

গরু অতি পরিচিত। তথাপি ইহার সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত কয়েকটি কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। যথা—কাল রংয়ের গরু বেশী দুধ দেয়[৬]। জিনিষ ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করে গরু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে[৭]।

১। মদসিক্তমুখৈর্মৃগাধিপঃ
করিভির্বর্ত্তয়তে স্বয়ংহতৈঃ॥—কিরাতার্জ্জুনীয়, ২।১৮।

২। কিমপেক্ষ্য ফলং পয়োধরান্ ধ্বনতঃ প্রার্থয়তে মৃগাধিপঃ।—কিরাতার্জ্জুনীয়, ২।২১।

৩। প্রভূতমল্পকার্য্যং বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎ কুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতম্॥—চাণক্যশ্লোক।

৪। দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্।

৫। ভবন্তি চানন্দবিশেষহেতবো মুখং তুদন্তঃ করভস্য কণ্টকাঃ।—বোধিচর্য্যাবতার, ৯।৯২, পৃঃ ৩৩০।

৬। গব্যং কৃষ্ণা বহুক্ষীরা।

৭। গন্ধেন গাবঃ পশ্যন্তি বেদৈঃ পশ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ—মহাভারত, উদ্‌যোগপর্ব, ৩৪।৩৪

কুকুর

অতি অপবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও ইহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে অনেক কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। বস্তুত স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, কুকুরের নিকট হইতে বহু ভোজন, স্বল্পে সন্তোষ, সুনিদ্রা, শীঘ্রচৈতন্য, প্রভুভক্তি ও শৌর্য্য এই ছয়টি গুণ মানুষের শিক্ষণীয়[১]। মীমাংসা সূত্রের টীকাকার শবরস্বামীর মতে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে কুকুর উপবাস করিয়া থাকে। তাই ঐ রাত্রির নাম শ্বনিশ[২]। কুকুরের পুচ্ছ সকল সময়ই বক্রাবস্থায় থাকে—সহস্র প্রযত্নেও ইহাকে অবনমিত বা সরল করা যায় না। প্রাচীনগণের এ বিষয় দৃষ্টির পরিচয় শ্বপুচ্ছোন্নামন ন্যায় হইতে পাওয়া যায়। বহুভোজনেও কুকুরের উদরস্ফীতির অভাবের উল্লেখ বঙ্গের উপভাষা বিশেষে স্থান পাইয়াছে। যথাস্থানে তাহা উল্লিখিত হইবে। কুকুরের দন্তের সাদৃশ্য দৃষ্টে মানুষেরও দন্ত-বিশেষকে প্রাচীনগণ শ্বদন্ত আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন।

হংস

সৌন্দর্য্য, কণ্ঠরব, গ্রীবা, সুন্দর গতি প্রভৃতির উপমানরূপে হংসের কল্পনা সংস্কৃত কবিদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। বর্ষাকালে হংসের মানস-সরোবরে গমন কবিসময়-প্রসিদ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হংসের জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে কেবল দুগ্ধ গ্রহণ করিবার অলৌকিক সামর্থ্য[৩]।

সর্প

নামের মধ্য হইতে সর্পের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই উভয় সাহিত্যেই সর্পের মস্তকস্থিত মণির বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। নিজ বিষে উন্মত্ত হইয়া সর্প নিজকেই দংশন করে এরূপ একটি প্রসিদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়[৪]। চক্ষুর সাহায্যেই সর্প কর্ণের কার্য্য করে তাই ইহার নাম চক্ষুঃশ্রবা।

মৌমাছি

মধুর গুঞ্জনের জন্য ইহা কবিসমাজে বিশেষ আদৃত। ষট্‌পদ নাম হইতে জানা যায় ইহার ছয় পা। কোথাও কোথাও এরূপ প্রসিদ্ধি আছে, মৌমাছিরা রাত্রিকালেই মধু সংগ্রহ করে[৫]। পাশ্চাত্ত্য জাতির ধারণা—মৌমাছির দল সর্ব্বদা সেই দলের নেত্রী রাণী মৌমাছির অনুসরণ করে। ইহার সদৃশ এক প্রসিদ্ধির উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতের মতে মৌমাছির দল পুরুষ মৌমাছিরই অনুসরণ করে[৬]।

১। বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ বীরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ॥—চাণক্যশ্লোক।

২। মীমাংসাসূত্র—তির্য্যগধিকরণ। ৩। হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জয়ত্যপঃ।

৪। স্বাবিষমুচ্ছিতো ভুজঙ্গ আত্মানমেব দশতি।—উদয়নকৃত আত্মতত্ত্ববিবেক, পৃঃ ৬৭, ৬ষ্ঠ পংক্তি।

৫। রাত্রিষেব মধুনঃ সংগ্রহ ইতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ—
সৌন্দর্য্যলহরীর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা, ৩২শ শ্লোক।

৬। মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্বা এব উৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্বা এব প্রতিষ্ঠন্তে—
প্রশ্নোপনিষৎ, ২।৪

কাক

অতি হীন ও অমাঙ্গলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টির ফলে ইহার চরিত্রে পাঁচটি শিক্ষণীয় বিষয়ের সন্ধান প্রাচীন পণ্ডিতগণ পাইয়াছিলেন। আকার ও ইঙ্গিতের গোপন ভাব, যথাসময়ে সংগ্রহ, অপ্রমাদ এবং অনালস্য—এই কয়টি গুণ কাকের নিকট হইতে শিক্ষা করা যাইতে পারে১। কাকের আর একটি গুণ এই যে, সে কোথাও একা যায় না—খাবারের উদ্দেশ পাইলে সে ঝাঁক বাঁধিয়া যায়। মানুষ কিন্তু লাভের আশা থাকিলে একাকীই যায়২। সাধারণের নিকট কাক যমের দূতরূপে পরিচিত। কাকের ডাক অত্যন্ত অমাঙ্গলিক, ইহাই লোকের বিশ্বাস। শ্বেতবর্ণের কাক আরও বেশী অমাঙ্গলিক। কাক অতি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে, তাই ইহার নাম দীর্ঘায়ু, চিরায়ু বা চিরঞ্জীবী। কাকের চক্ষু একটি কিন্তু কাক ইহা এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে চালিত করিতে পারে। কাকাক্ষিগোলক-ন্যায়ে এই বিষয়েরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কাকের দাঁত নাই; তাই যে জিনিষ নাই, তাহা খুঁজিয়া বেড়ানর নিষ্ফলপ্রযত্ন কাকদন্তপরীক্ষা ন্যায় নামে অভিহিত। বোধ হয়, দৃষ্টি-শক্তির খর্ব্বতা বশতই কাক ভ্রম-ক্রমে কোকিলের ডিমে তা দিয়া তাহাকে পুষ্ট করে। তাই ইহার আর এক নাম পরভৃৎ।

মৎস্য

ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য মৎস্যের বিচার প্রসঙ্গে বহু মৎস্যের উল্লেখ ও শ্রেণী-বিভাগ বিবিধ স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহার আলোচনা আমরা এস্থলে করিব না। মৎস্যের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে দুই একটি প্রসিদ্ধির উল্লেখ এখানে করিব। এসম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য মৎস্যজীবিসম্প্রদায়ের নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে। মাছের মধ্যে যেটি বড় সেটি ছোটটিকে খাইয়া জীবন ধারণ করে। ছোটর উপর বড়র অল্প-বিস্তর অত্যাচার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেও নিজ শ্রেণীর জীবের সাহায্যেই এইরূপ জীবনধারণের প্রথা বোধ হয়, অন্য প্রাণীর মধ্যে নাই। মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে অরাজকতার সময়ই বড় অব্যাহত ভাবে ছোটকে পদদলিত করে। তাই বলা হয়, সে সময়ে মাৎস্যন্যায় প্রচলিত। গভীর জলের মাছ অল্প জলের মাছের মত চঞ্চল হয় না। তাই রোহিত বেশী জলে থাকে বলিয়া স্থির, আর গণ্ডূষমাত্র জলেই পুটির চাঞ্চল্য৩। কুট্টনীমত-রচয়িতা দামোদর মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির সহিত মৎস্যবধূর অনিমেষ দৃষ্টির তুলনা করিয়াছেন৪।

ভাণ্ড

অতি নগণ্য হইলেও বৈদিক ঋষিও ব্যাঙের বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ঋগ্‌বেদের একটি পূর্ণ সূক্ত [৭।১০৩] ব্যাঙের বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

১। আকারেঙ্গিতগূঢ়ত্বং কালে কালে চ সংগ্রহম্।
অপ্রমাদমনালস্যং পঞ্চ শিক্ষেত বায়সাৎ॥—চাণক্যশ্লোক।

২। কাকেনাহূয়তে কাকো ভিক্ষুণা ন তু ভিক্ষুকঃ।
কাকভিক্ষুকয়োমধ্যে বরং কাকো ন ভিক্ষুকঃ॥—উদ্ভটশ্লোক।

৩। অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নাপি রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শকরী ফর্‌ফরায়তে॥—উদ্ভটশ্লোক।

৪। অনিমেষং পশ্যন্তী মৎস্যবধূমনুচকার সা তথী—২৭০ শ্লোক। এই প্রসঙ্গে ১০৩৪ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

জিহ্বা না থাকায় ব্যাঙের এক নাম অজিহ্ব। ব্যাঙ যে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে মণ্ডূকপ্লুতিন্যায় তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রাণী সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থলে এইরূপ নানা কথা বলা হইয়াছে। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইয়াছে। এইগুলি সংগৃহীত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে আলোচিত হইলে বিশেষ উপাদেয় ও উপকারী হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি এ সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বৃশ্চিক গোমায়ু হইতে জন্মগ্রহণ করে এই প্রসিদ্ধির উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যের বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ স্ত্রীপুংযোগ ব্যতিরেকেও যে কখনও কখনও প্রাণীর জন্ম হইতে পারে, তাহার অন্য উদাহরণও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, বলাকা শুক্র ব্যতীতই গর্ভধারণ করে। পুংযোগ ব্যতীত হংসী যে ডিম্ব প্রসব করে তাহা বাওয়া ডিম নামে বর্ত্তমানেও প্রসিদ্ধ।

বলাকা মেঘের শব্দ শুনিয়াই গর্ভ ধারণ করে, ইহাই ছিল সাধারণের বিশ্বাস[১]। বোধ হয়, কালিদাসের সময়ও লোকের এই ধারণাই ছিল। তাই তিনি মেঘদূতে মেঘকে বলিতেছেন—"গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ

সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥ (১।৯)

গর্ভধারণ অনেক প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। এরূপ কয়েকটি প্রাণীর নাম সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। যথা,—বৃশ্চিক, কর্কট, অশ্বতরী; অশ্বতরীগর্ভন্যায় ও বৃশ্চিকীগর্ভন্যায় এ বিষয়ে সাধারণের অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মহাভারত, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়ে উল্লেখ আছে[২]। বেদান্তকল্পতরুকার স্পষ্টই বলিয়াছেন—"বৃশ্চিকাদির্মাতুরুদরং নির্ভিদ্য মৃতাজ্জায়তে।" মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও শান্তিপর্ব্বের ১৪০ অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অশ্বতরী গর্দ্দভজাখ্যা উদরভেদেনৈব প্রসূতে ইতি প্রসিদ্ধম্।"

বিষাদি দর্শনমাত্রই পক্ষিবিশেষের ভাবান্তর উৎপন্ন হইবার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জন্য এই সকল পক্ষী রাজারা সযত্নে নিজেদের কাছে রাখিতেন এবং খাদ্যদ্রব্য পাইলেই তাহা বিষাক্ত কি না পরীক্ষা করিবার জন্য ইহাদের সম্মুখে রাখিতেন। কামন্দকীয় নীতিসারে বিষাদিদ্বারা পক্ষীদিগের কিরূপ অবস্থান্তর পরিলক্ষিত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কামন্দক বলিয়াছেন, ভৃঙ্গ, শুক, সারিকা বিষ এবং সর্প দর্শন করিলে উদ্বিগ্ন হইয়া ভীষণ চীৎকার করে। বিষদর্শনে চকোরের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, ক্রৌঞ্চ উন্মত্ত হয় এবং মত্তকোকিল মারা যায়[৩]।

১। বলাকা চ স্তনয়িত্নুরবশ্রবণাদ্ গর্ভং ধত্তে (শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ২।১।২৫)

২। G. A. Jacob সঙ্কলিত লৌকিকন্যায়াঞ্জলি, —২য় খণ্ড, পৃঃ ৭-৮।

৩। ভৃঙ্গরাজঃ শুকশ্চৈব শারিকা চেতি পক্ষিণঃ।
ক্রোশন্তি ভূশমুদ্বিগ্না বিষপন্নগদর্শনাৎ॥
চকোরস্য বিরজ্যেতে নয়নে বিষদর্শনাৎ।
সুব্যক্তং মাদ্যতিক্রৌঞ্চো ম্রিয়তে মত্তকোকিলঃ। কামন্দকীয় নীতিসার।

মাকড়সার জালের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন একটি প্রসিদ্ধির উল্লেখ শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মাকড়সার লালা হইতে এই জালের উৎপত্তি ইহাই এই প্রাচীন প্রসিদ্ধি[১]।

চকোর পক্ষী পান করে জ্যোস্না[২]। তাই ইহার নাম চন্দ্রিকাপায়ী বা কৌমুদী-জীবন। এইরূপ সর্প বায়ু ভক্ষণ করে; তাই ইহার নাম বায়ুভুক্। চাতক পান করে মেঘের জল; তাই ইহার নাম মেঘজীবন। কুকুর ও কাকের বিষ্ঠাভোজনপ্রিয়তা পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে প্রবাদের আকার ধারণ করিয়াছে।

কিন্তু কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেই যে প্রাণিসম্বন্ধে বিবিধ প্রসিদ্ধির উল্লেখ আছে, এমন নহে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ও লৌকিক প্রবাদের মধ্যেও এরূপ বহু প্রসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের নাগরিকজীবনের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকদিগের সহিত গ্রাম্যজীবনের সম্পর্ক মন্দীভূত হওয়ায় আধুনিক সাহিত্যে প্রাণী সম্বন্ধে মামুলী দুই চারিটি কথা ছাড়া নূতন কিছুই পাওয়া যায় না। প্রবাদগুলিও দিন দিন অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। তবে এখনও পূর্ব্ববঙ্গে ক্ষীণ উদরকে "কুকুরিয়া পেট" এই আখ্যায় আখ্যাত করা হয়। বস্তুতঃ পক্ষেও কুকুর যত বেশীই আহার করুক না কেন তাহার উদরস্ফীতি কিছুতেই হইবে না। কুকুর ঘী খাইয়া হজম করিতে পারে না। অনভ্যাসবশতঃ কেহ কোনও গুরুপাক জিনিষ পরিপাক করিতে না পারিলে কঠিন ব্যঙ্গচ্ছলে তাহার কাছে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। শূকরের গোঁ জনসাধারণের নিকট সুপ্রসিদ্ধ। সাপ আর বেজির চিরবিবাদ বাঙ্গালীর নিকট উপমার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বাঘের সহিত বিড়ালের আকারগত সাদৃশ্য নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী গৃহস্থ বিড়ালকে বাঘের মাসীরূপে কল্পনা করিয়া থাকে। কাকের ঠোকর দিয়া খাওয়ার রীতি নানা বিষয়ে অসম্পূর্ণভাবে কিছু কিছু করার উদাহরণরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। লোকে বলে,—'কাকের মত ঠোকর মারা'। বকের আকৃতির সহিত খ-কারের আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে খ-কারের পরিচয় দিবার সময় বলা হয় 'বগা খ'। এইরূপ কুকুরের বক্র লাঙ্গুলের সহিত ঢ-কারের সাদৃশ্যনিবন্ধন ঢ-কারের বর্ণনা 'কুকুরলেজী ঢ'[৩]। ছাগের ইন্দ্রিয়পারতন্ত্র্য বর্ত্তমান যুগেও 'ছাগতান্ত্রিক সাহিত্যে'র অন্তরালে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ছাগের এই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণ প্রদর্শন করিবার জন্য রামাই পণ্ডিতকে ধর্ম্মমঙ্গলে একটি পৌরাণিক আখ্যানের সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল।

প্রাচীন কবিসময়সিদ্ধ উপমা ছাড়াও পশুসম্বন্ধে বহু উপমা বাঙ্গালা সাহিত্যে পাওয়া যায়। কাশীদাস 'খগপতিনাসার' উল্লেখ করিয়াছেন। কবিশেখর তাঁহার কালিকামঙ্গলে 'সিংহ-মাঝা'র এই উপমার ব্যবহার করিয়াছেন।

১। তন্মাভস্ত চ ক্ষুদ্রতরজন্তুভক্ষণাৎ লালা কঠিনতামাপদ্যমানা তন্তুর্ভবতি। (২।১।২৫)

২। জ্যোৎস্না পেয়া চকোরৈঃ,—সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ অধ্যায়।

৩। বোধ হয়, কুকুরের লেজের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই সংস্কৃতে শ্বপুচ্ছোন্নামন ন্যায়ের প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রাচীন আচার্য্যগণের ধারণা ছিল—কুকুরের লেজ কিছুতেই সরল করা যায় না।

বাদুড় যে মুখ দিয়া আহার করে সেই মুখ দিয়াই মল ত্যাগ করে। একাধিক গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। যথা,—

বাদুড় হইয়া রহ ভুবন ভিতরে।
যে মুখে খাইবা তুমি সেমুখে বর্ষিবা॥

—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, ২৯৩ পৃঃ।

মুখে খাও মুখে বহ মুখে জাও সঙ্গ।

গোরক্ষ-বিজয়—পৃঃ ১৯৬

লোকে কথায় বলে—'বেড়ালের (বিষ্ঠা) কাজে লাগিলে বেড়াল গাছে উঠিয়া (মলত্যাগ করে), 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' ; 'উইয়ের পাখ হয় পুড়িয়া মরিতে।'

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (২) *

প্রাণিবিভাগ

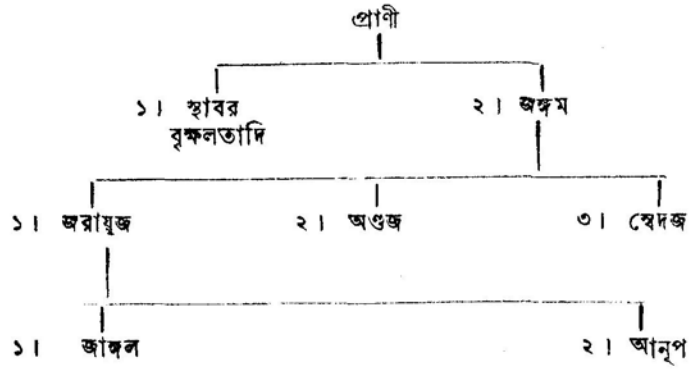

জরায়ুজাদি প্রাণী জাঙ্গল ও আনূপ ভেদে দুই প্রকার। জাঙ্গলের আটটি ভেদ আছে। যথা—১। জাঙ্গল, ২। বিলেশয়, ৩। গুহাশয়, ৪। পর্ণমৃগ, ৫। বিষ্কির, ৬। প্রতুদ, ৭। প্রসহ, ৮। গ্রাম্য।

আনূপ প্রাণীর পাঁচটি ভেদ। যথা,—

১। কুলেচর, ২। প্লব, ৩। কোশ, ৪। পাদী, ৫। মৎস্য (ভাবপ্রকাশ, প্রথম ভাগ—মাংসবর্গ)

* ১৩৩৭।১৭ই ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সুশ্রুতের মতে প্রাণী দুই প্রকার,—১। স্থাবর, ২। জঙ্গম ; এবং পুনরায় ১। জরায়ুজ, ২। অণ্ডজ, ৩। স্বেদজ ভেদে উহা তিন ভাগে বিভক্ত। (সূত্রস্থান, ১অঃ, ২৩ শ্লোক।)

কোন কোন ঋষি ইন্দ্রগোপ, কীট, মহীলতা (কেঁচো) প্রভৃতিকে উদ্ভিজ্জের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। (সূত্রস্থান, ১অঃ, ২৩ শ্লো)

চরক প্রাণীকে আটভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—১। প্রসহ, ২। বিলেশয়, ৩। আনূপ, ৪। বারিচর, ৫। জলচর, ৬। জাঙ্গল, ৭। বিষ্কির, ৮। প্রতুদ। (চরক, সূত্রস্থান, ২৭ অঃ, মাংসবর্গ)। অন্য বৈদ্যক গ্রন্থে বিভাগের তারতম্য লক্ষিত হয় (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬ অঃ)।

কোন্ কোন গ্রন্থে প্রাণিগণের মহামৃগ, চতুষ্পদ, দ্বিপদ, ষট্‌পদ, নখী, লোমশ, একক্ষুর, বিভক্তক্ষুর, শৃঙ্গী, একদন্ত, একচর প্রভৃতি নানারূপ বিভাগ দেখা যায় (মনুসং ১ম অঃ ৪২, ৪৪, ৪৯ শ্লোক ; অষ্টাঙ্গহৃদয়—সূত্রস্থান ৬ অধ্যায় ৪৯ শ্লোক ; শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্কন্ধ ১০ অঃ ; শকুনরসন্তরাজ ৮, ১৪, ১৫ বর্গ।)।

১। **জঙ্গাল প্রাণীর নাম**—পৃষত, শরভ, বাম, খদংষ্ট্রা, মৃগমাতৃকা, শশ, উরণ, কুরঙ্গ, গোকর্ণ (অশ্বতর), কোট্টকারক, চারুষ্ক, হরিণ, এণ, কালপুচ্ছক, ঋষ্য তরপোত। পৃষত—চিত্রহরিণ ; শরভ—উষ্ট্রের ন্যায় উচ্চ ও মহাশৃঙ্গ ; বাম—হিমালয়ের একপ্রকার মহামৃগ ; মৃগ তাম্রবর্ণ হইলে তাহাকে হরিণ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে তাহাকে এণ, এবং ঈষৎ তাম্রবর্ণ হইলে কুরঙ্গ কহে। মৃগমাতৃকা—পেটমোটা ছোট হরিণ, শম্বর—গবয়, ঋষ্য--সহোরা (ভাবপ্রকাশ), গোকর্ণ—গোহুহরিণ (চক্রপাণি)। উরণ, কোট্টকারক ও তরপোত চক্রদত্তে নাই। কুরঙ্গ হইতে তরপোত পর্য্যন্ত সমস্তই হরিণ-ভেদ। (চরক, সূত্রস্থান, ২৭ অঃ ; সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬ অঃ)।

২। **বিলেশয় প্রাণীর নাম**—সর্প, মূষিক, গোধা, শল্লকী, শশক (ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)। চরকগ্রন্থে বিলেশয় বলিয়া প্রাণীর কোন বিভাগ নাই। সুশ্রুতের মতে বিলেশয়ের নাম যথা,—খাবিৎ (সজারু), শল্যক (বৃক্ষ-নকুল), গোধা (গো সাপ), শশ (খরগস), বৃষদংশ (বিড়াল), লোপাক (খেঁকশিয়াল), লোমকর্ণ, কদলী (ব্যাঘ্রাকার মহাবিড়াল), মৃগপ্রিয়, অজগর, সর্প, মূষিক, নকুল, মহাবভ্রু (নকুল, ভেদ) (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬ অঃ)।

৩। **গুহাশয় প্রাণীর নাম**—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, ভল্লুক, তরক্ষু, চিতা, বভ্রু, শৃগাল, বিড়াল। চরকগ্রন্থে গুহাশয় বলিয়া প্রাণিবিভাগ নাই। প্রসহ প্রাণীর মধ্যে গুহাশয়কে গণনা করা হইয়াছে। সুশ্রুত গ্রন্থোক্ত গুহাশয়ের নাম—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক (কেঁদো), তরক্ষু (নেকড়ে), ঋক্ষ (ভল্লুক), দ্বীপী (চিতা), বনবিড়াল, শৃগাল, মৃগের্ব্বারু (কোঁচ বাঘ) (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬ অঃ)

৪। **পর্ণমৃগের নাম**—বানর, কাঠবিড়াল, বৃক্ষমর্কটিকা, মদ্গু, বৃক্ষশূয়িকা, অবকুশ, গোলাঙ্গুল (বানরবিশেষ) (সুশ্রুত, সূত্রস্থান ৪৬ অঃ)। চরকে পর্ণমৃগের নাম প্রসহ প্রাণীর মধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

৫। **বিষ্কির প্রাণীর নাম**,—লাব, তিত্তির, বর্ত্তীর বার্ত্তীক, কপিঞ্জল,

চকোর, উপচক্র (হংসজাতি), কুক্কুট, বর্ত্তক, বর্ত্তিকা, ময়ূর, কঙ্ক, সারপদ, ইন্দ্রাভ, গোনর্দ্দ, ক্রকর (কেয়ার), অচকর (চরক, সূত্রস্থান, ২৭ অঃ ; সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬ অঃ)।

৬। **প্রভুদ**—শতপত্র, কোষষ্টি, জীবঞ্জীবক, কিরাত, কোকিল, দাত্যূহ, গোপাপুত্র, প্রিয়ত্বজ, লট্টা, লট্টষক, নকুল, বটহা, ডিণ্ডিমানক, জটী, দুন্দভিবাক্কা, অবলোহ, পৃষ্ঠচুলিঙ্গ, কপোত, শুক সারঙ্গর, চিরিট, ককুষাষ্টক, সারিকা, কলবিঙ্ক, চটক, অঙ্গারচূড়ক, পারাবত, পগণ্ডবিক। (চরক, সূত্রস্থান, ২৭ অঃ)।

৭। **প্রসহ**—গো, গর্দ্দভ, অশ্বতর, উষ্ট্র, অশ্ব, দ্বীপী, সিংহ, ভল্লুক, বানর, বৃক, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, নকুল, মার্জ্জার ইত্যাদি (চরক, সূত্রস্থান, ২৭অঃ)।

সুশ্রুতে গো গর্দ্দভ প্রভৃতিকে প্রসহের মধ্যে গণনা করা হয় না। (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬অঃ)।

৮। **গ্রাম্য**—ছাগ, মেষ প্রভৃতি। (চরক সূত্র, ২৭অঃ) সুশ্রুতে অশ্ব, অশ্বতর, গো, গর্দ্দভ প্রভৃতিকে গ্রাম্যের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬অঃ)।

কুলেচর প্রাণীর নাম—চরকে কুলেচর বলিয়া আনূপ প্রাণীর কোনও স্বতন্ত্র বিভাগ নাই। ভাবপ্রকাশের মতে মহিষ, গণ্ডার, বরাহ, হস্তী চমরী প্রভৃতি কুলেচর (ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)। চরকের মতে আনূপ প্রাণী যথা,—সৃজর (মহাশূকর), চমরী, খড়্গী, মহিষ, গবয়, হস্তী, ঋক্ষ, শূকর, রুরু (হরিণভেদ) (চরক, সূত্র, ২৭অঃ)।

সুশ্রুতে গজ, গবয় প্রভৃতিকে কুলেচর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬অঃ)।

প্লব প্রাণীর নাম—হংস, সারস, কবোষ্ণ, সরারিকা, নন্দীমুখী, কাদম্ব (ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)। চরকগ্রন্থে প্লব নামে স্বতন্ত্র বিভাগ নাই। জলচরের মধ্যে ইহাদের গ্রহণ করা হইয়াছে। সুশ্রুতের মতে প্লবের নাম—হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক কুরর, কাদম্ব, কারণ্ডব, জীবঞ্জীবন, বলাকা, পুণ্ডরীক, জবারীমুখ, নন্দীমুখ, মদ্গু ইত্যাদি (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬অঃ)।

জলচর প্রাণীর নাম—হংস, ক্রৌঞ্চ, বলাকা, প্লব, শরারি, পুষ্কর ইত্যাদি (চরকসংহিতা, সূত্রস্থান, ২৭অঃ)।

কোশস্থ প্রাণীর নাম—শঙ্খ, শঙ্খনাম, শুক্তি, শম্বুক, ভল্লুক (গুগ্‌লী) (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬অঃ)। ভাবপ্রকাশের মতে কর্কট কোশস্থ (ভাব প্রঃ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)। চরকে কোশস্থ বলিয়া কোনও প্রাণিবিভাগ নাই।

পাদী জন্তুর নাম—কূর্ম্ম, কুম্ভীর, কর্কটক, কৃষ্ণ কর্কটক, শিশুমার প্রভৃতি (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬অঃ)। ভাবপ্রকাশের মতে পাদী জন্তু—কুম্ভীর, নক্র, কূর্ম্ম, গোসাপ, মকর, শঙ্কু, ঘণ্টিকা, শিশুমার ইত্যাদি (ভাঃ প্রঃ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)। চরকে পাদীর উল্লেখ নাই।

মৎস্য—মৎস্য দুই প্রকার—নদীজ ও সমুদ্রজ। তন্মধ্যে রোহিত, পাঠীন,

পাটলা, রাজীব, বর্ম্মি, গোমৎস্য, কৃষ্ণমৎস্য, বাগুল্লার, মুরল, মহাপাঠীন প্রভৃতি নদীজ। তিমি, তিমিঙ্গল, কুলিয়া, পাকমৎস্য, নিরালক, নন্দিবারলক, মকর, গারি, চন্দ্রক [বড় চাঁদা], মহাসীন, রাজীব প্রভৃতি সমুদ্রজ মৎস্য। (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬অঃ)। ভাবপ্রকাশে বহু মৎস্যের নাম পাওয়া যায় (ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)।

চরকগ্রন্থে, কোশস্থ, পাদী, মৎস্য ইহারা সকলেই বারিশয়ের অন্তর্গত। (চরক, সূত্রস্থান, ২৭অঃ)।

প্রাণিবর্ণনা

উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটিমাত্র প্রাণীর বর্ণনা প্রদত্ত হইতেছে।

জঙ্ঘাল প্রাণী

জাঙ্গলের অন্তর্গত জঙ্ঘাল প্রাণিবর্ণনা করা যাইতেছে। জঙ্ঘালের নয়টি ভেদ আছে। যথা,—১। হরিণ—তাম্রবর্ণ, ২। এণ—কৃষ্ণবর্ণ, ৩। কুরঙ্গ—ঈষৎ তাম্রবর্ণ ও হরিণ অপেক্ষা বৃহৎ, ৪। ঋষ্য—নীলবর্ণ, ঘোটকপ্রমাণ ও ত্রিশৃঙ্গ, ৫। পৃষত—শ্বেত বিন্দুযুক্ত, ৬। ন্যঙ্কু—বহু বিষাণযুক্ত। শম্বর—গোসদৃশ আকৃতি, ককুদে (কুঁজে) লম্বমান রোম আছে, ৮। রাজীব—সর্ব্বাঙ্গে রেখাঙ্কিত, ৯। মুণ্ডী—শৃঙ্গহীন। ইহারা সকলেই মৃগ-জাতীয়। চমরীমৃগ আনূপ, ইহা পুচ্ছের জন্য বিখ্যাত এবং ইহাদের আকৃতি মহিষের ন্যায়, (ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)।

পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, গগন অনুসারে হরিণের পাঁচটি ভাগ কল্পনা করা হইয়াছে। (যুক্তিকল্পতরু)।

১। পার্থিব—গন্ধযুক্ত, শরীর ও কর্ণ ক্ষীণ। সর্ব্বাঙ্গে সুরভিযুক্ত বলিয়া ইহাকে গন্ধমৃগ কহে।

২। আপ—বিশাল গুরু দীর্ঘ শৃঙ্গ, অমাংসল দেহ এবং তীব্র ক্ষুরপ্রদেশ।

৩। বায়ব—দীর্ঘকায়, বায়ুর ন্যায় অন্তরীক্ষে ধাবন করে, ইহাদিগকে বাতমৃগ কহে।

৪। গাগন—ছাগলের ন্যায় ক্ষুদ্র লঘুবীর্য্য গন্ধহীন দেহ, বেগবান্। ইহাদের স্পর্শ করা দূরের কথা, ইহারা নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

৫। তৈজস—কৃষ্ণবর্ণ, গুরু দীর্ঘ শৃঙ্গ, ক্রুদ্ধ স্বভাব, বায়ুর ন্যায় বেগবান্। ইহাদিগকে কৃষ্ণসার কহে।

ব্রাহ্মণাদিভেদে হরিণের চারি বর্ণ। (যুক্তিকল্পতরু)।

১। ব্রাহ্মণ—তনুলোম সুশৃঙ্গ, ২। ক্ষত্রিয়—খরলোম ও ক্রুদ্ধ, ৩। বৈশ্য—তনুলোম ও আবর্ত্ত শৃঙ্গ, ৪। শূদ্র—খরতনুরুহ ও কুশৃঙ্গ অথবা শৃঙ্গহীন।

প্রশস্তচর্ম্ম হরিণ—ছয় প্রকার।

১। কন্দলী, ২। কদলী, ৩। চমর, ৪। চীন, ৫। প্রিয়ক, ৬। সমূরু (চিত্রবর্গ), (রামায়ণ, নামলিঙ্গানুশাসন—সিংহাদি বর্গ)। রোহিৎমৃগ—ঘোটকাকৃতি। ইহারা শম্বর মৃগের স্ত্রী বলিয়া কথিত আছে,—

"গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষুর্মর্ষ্যস্য বপুষা" মহিম্নঃ স্তোত্র।

হলীক্ষমৃগ—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় এই মৃগের উল্লেখ আছে। ইহার অপর নাম তৃণমৃগ। ইহার শব্দশ্রবণে মৎস্যগণ জল হইতে উত্থিত হয়।

রৌহিষ মৃগ—এক প্রকার তৃণমৃগ। (রৌহিষাখ্যে তৃণে ভবঃ রৌহিষঃ—নামলিঙ্গানুশাসন—সিংহাদিবর্গ)।

কুরঙ্গ—চারুলোচন। (কুরঙ্গ ঈষৎ তাম্রঃ স্যাদ্ হরিণাকৃতিকো মহান্—ত্রিকাণ্ড)।

কস্তুরী মৃগ—কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকৃতি মৃগ। ইহাদের নাভিতে কস্তুরী নামে এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য জন্মায়। কস্তুরী জন্মাইলে মৃগ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃগের ইহা এক প্রকার রোগ। কস্তুরী মৃগ নেপাল, কামরূপ, কাশ্মীরে বাস করে।

কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ।
কাশ্মীরদেশ সম্ভূতা কস্তূরী হ্যধমা স্মৃতা।
রাজনির্ঘণ্ট।

ইন্দ্রিয় ও চরিত্র—

চক্ষু—চঞ্চল, আয়ত। কর্ণ—সঙ্গীতপ্রিয় (হরিণাদ্‌বদ্ধান্ মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ—শ্রীমদ্ভাগবতম্)। ঘ্রাণ—তীক্ষ্ণ। ত্বক্—বিচিত্র, মসৃণ ও সুদৃশ্য। মুণ্ডী ভিন্ন সকল মৃগেরই শৃঙ্গ আছে। চমরী মৃগের পুচ্ছ সুদৃশ্য ও বিলাস দ্রব্য। এই পুচ্ছে চামর প্রস্তুত হয়। (যুক্তিকল্পতরু)

সকল মৃগই ভারতের সর্ব্বত্র দল বাঁধিয়া বাস করে। ইহারা জালে ধরা পড়ে। (হিতোপদেশ)।

উপযোগিতা—মাংস উপাদেয় খাদ্য, পিত্তশ্লেষ্মহারী, লঘু, বলবর্দ্ধক। (ভাব প্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)।

দুগ্ধ—রক্তপিত্ত অতিশয় ক্ষয়কাশ ও জ্বরের শান্তিকারক। (ভাঃ প্রঃ)

শৃঙ্গ ও মৃগনাভি—বিলাসবস্তু। ঔষধার্থও ব্যবহৃত হয়।

চর্ম্ম—আসনার্থ ব্যবহৃত হয়।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্। (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৬ অঃ ১১)।

বিলেশয়

গোধা, শশ, ভুজঙ্গ, মূষিক, সজারু প্রভৃতি বিলেশয় অর্থাৎ গর্ত্তে বাস করে। প্রথমে সর্পের বিষয়ে আলোচিত হইতেছে।

সর্প

সর্পের মধ্যে আটটি সর্পশ্রেষ্ঠের নাম—১। শেষ, ২। বাসুকি, ৩। তক্ষক, ৪। কর্কট, ৫। অব্জ (পদ্ম), ৬। মহাপদ্ম, ৭। শঙ্খপাল, ৮। কুলিক।

কথিত আছে, শেষ ও বাসুকির সহস্র মস্তক, তক্ষক ও কর্কটের আট শত মস্তক, পদ্ম ও মহাপদ্মের পাঁচশত মস্তক, শঙ্খপাল ও কুলিকের তিন শত মস্তক আছে। মস্তকের

আধিক্যানুসারে সর্পগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি। সর্পশ্রেষ্ঠগণের বংশ পাঁচশত, পরে ঐ পাঁচ শত হইতে অসংখ্য সর্প জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (অগ্নিপুরাণ, ৪৬ অঃ)।

মহাভারতে দেখা যায়, সর্পগণ কদ্রুর গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মহাভারতে শ্বেত, কৃষ্ণ, ক্রোশপ্রমাণ মহাকায়, অশ্বাকার, করিশুণ্ডাকার সর্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। (মহাভারত, সর্পযজ্ঞ)।

সর্পভেদ। সুশ্রুতগ্রন্থে সর্পের প্রধানতঃ দুইটি ভেদ দৃষ্ট হয়। (১) দিব্য, (২) ভৌম। দিব্য সর্পের বিষ দৃষ্টি ও নিশ্বাসে অবস্থিত। ভৌম সর্পের দন্তে বিষ থাকে। ভৌমসর্প অশীতি প্রকার। সেই অশীতি প্রকার আবার পাঁচভাগে বিভক্ত—১। দর্ব্বীকর (ফণাযুক্ত), ২। মণ্ডলী (ফণাহীন), ৩। রাজিমান্ (রেখাযুক্ত), ৪। নির্ব্বিষ, ৫। বৈকরঞ্জ (সঙ্করজাতি)। শেষোক্ত দুইটিও আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—১। দর্ব্বীকর, ২। মণ্ডলী ৩। রাজিমান্। দর্ব্বীকর ২৬ প্রকার, মণ্ডলী ২২ প্রকার এবং রাজিমান্ ১০ প্রকার। নির্ব্বিষের সংখ্যা দ্বাদশ, বৈকরঞ্জের সংখ্যা তিন। বৈকরঞ্জোদ্ভব ৭ সাত প্রকার। কতকগুলি নানাবর্ণযুক্ত, কতকগুলি মণ্ডলী এবং কতকগুলি রাজিমান্।

সর্পদংশন। সর্পদংশন তিন প্রকার—১। সর্পিত, ২। রদিত, ৩। নির্ব্বিষ। ব্যাধিত বা উদ্বিগ্ন সর্পের দংশনে অল্প বিষ হয়, আর অতিবৃদ্ধ বা অতিশয় শিশুসর্পের দংশনেও অল্পবিষ হয়।

সর্পলক্ষণ। ফণীদিগের ফণায় চক্র, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক ও অঙ্কুশের ন্যায় চিহ্ন থাকে। উহারা দ্রুতগামী। উহাদের প্রভা অগ্নি ও অর্কের সমান হইয়া থাকে। রাজিমান্ সর্প দেখিতে স্নিগ্ধ এবং তির্য্যক ও ঊর্দ্ধভাগে বিবিধ বর্ণরাজি সমূহে চিত্রিতের ন্যায় বোধ হয়।

ব্রাহ্মণাদি জাতি। যে সকল সর্প মুক্তা ও রজতের ন্যায় প্রভাবান্ এবং যাহারা কপিল, সুগন্ধি ও সুবর্ণাভ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ক্ষত্রিয় স্নিগ্ধবর্ণ, অতিশয় কোপন, সূর্য্য চন্দ্রাকৃতি ছত্রাঙ্কিত ও শঙ্খাঙ্কিত। বৈশ্যজাতীয় সর্পেরা কৃষ্ণবর্ণ, বজ্রবর্ণ (হীরক), লোহিতবর্ণ, ধূম্রবর্ণ এবং পারাবতবর্ণ হইয়া থাকে। শূদ্রজাতীয় সর্পেরা মহিষ ও দ্বীপীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। উহাদের ত্বক্ কর্কশ। ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট সর্পেরা শূদ্র।

বৈকরঞ্জ সর্প। অসবর্ণ সর্প ও সর্পী হইতে বৈকরঞ্জ সর্প জন্মে। বৈকরঞ্জের দংশন-লক্ষণ দৃষ্টে উহার পিতামাতার জাতি জানা যায়।

বিচরণ সময়। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে রাজিমান্ সর্পেরা বিচরণ করে। রাত্রিশেষে মণ্ডলিগণ বিচরণ করে। দিবাভাগে দর্ব্বীকর সর্পেরা বিচরণ করে। দর্ব্বীকর তরুণবয়স্ক, মণ্ডলী বৃদ্ধ, রাজিমান্ মধ্যবয়স্ক হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অল্পবিষ। নকুল ভয়ে ভীত, শিশু, বন্যাদি জলপ্রবাহে আহত, কৃশ, বৃদ্ধ, মুক্তত্বক্ ও ভয়প্রাপ্ত সর্পেরা অল্পবিষ।

দর্ব্বীকর সর্প। কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেতকপোত, মহাকপোত বলাহক, মহাসর্প, শঙ্খপাল, লোহিতাক্ষ, গন্ধেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণ, ককুদ, পদ্ম, মহাপদ্ম,

দর্ভপুষ্প, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ভ্রূকুটিমুখ, বিষ্কির, পুষ্পাভিকীর্ণ, গিরিসর্প, ঋজুসর্প, শ্বেতোদর, মহাশিরা, অলগর্দ্দ, আশীবিষ এইগুলি দর্ব্বীকর সর্প।

মণ্ডলী সর্প। অদর্শমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, রক্তমণ্ডল, চিত্রমণ্ডল, কৃষ্ণ, লোধ্রপুষ্প, মিলিন্দক, গোনস, বৃদ্ধগোনস, পনস, মহাপনস, রেণুপর্ণক, শিশুক মদন, পালিংহির, পিঙ্গল, তস্তক, পুষ্পপাণ্ডু, যড়ুগ, অগ্নিক, বভ্রু, কষার, কলুষ, পারাবত, হস্তাভরণ, চিত্রক, এণীপদ।

রাজিমান্ সর্প। পুণ্ডরীক, রাজচিত্র, অঙ্গুলরাজি, বিন্দুরাজি, কর্দ্দমক, তৃণশোধক, সর্ষপক, শ্বেতহনু, দর্ভপুষ্প, চক্রক, গোধূমক, কিকসাদ।

নির্বিষ সর্প। গলগোলী, শূকপত্র, অজগর, দিব্যক, বর্ষাহিক, পুষ্পশকলী, জ্যোতারথ, ক্ষীরিক, পুষ্পক, অহিরতাক, অন্ধাহিক, গৌরাহিক, বৃক্ষেশয়।

বৈকরঞ্জ সর্প। দর্ব্বীকর, মণ্ডলী ও রাজিমান্ এই তিন প্রকার সর্পের মিশ্রণে বৈকরঞ্জ সর্প জন্মে। যথা,—মাকুলি, পোটগল, স্নিগ্ধরাজি। কৃষ্ণসর্প ও গোনসের সঙ্গমে মাকুলি, রাজিল ও গোনসের সঙ্গমে পোটগল, কৃষ্ণসর্প ও রাজিমানের সঙ্গমে স্নিগ্ধরাজি উৎপন্ন হয়। বৈকরঞ্জের ভেদ যথা,—দিব্যালক, লোধ্রপুষ্প, রাজিচিত্রক, পোটগল, পুষ্পভিকীর্ণ, দর্ভপুষ্প, বেল্লিতক। আদ্য তিনটি রাজিমানের ন্যায়, অবশিষ্টগুলি মণ্ডলীর ন্যায়। অশীতি প্রকার সর্পের ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইল।

পুং সর্প। মহানেত্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ ও মহাশির।

স্ত্রী সর্প। সূক্ষ্মনেত্র, সূক্ষ্মজিহ্ব, সূক্ষ্মমুখ, সূক্ষ্মশিরা।

নপুংসক সর্প। উভয় লক্ষণ-বিশিষ্ট অথচ মন্দবিষ, এবং অক্রোধ।

(সুশ্রুত, কল্পস্থান, ৪ অঃ)।

বৈদিক গ্রন্থে ও পুরাণাদি গ্রন্থে সর্প সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে সকল কথা উল্লেখ করিলাম না।

সর্পের গর্ভধারণকাল ডিম্ব ও সন্তান

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সর্পগণ মদমত্ত হয়। এই সময় নাগ-নাগিনীর মৈথুন কাল। চারি মাস গর্ভ ধারণ করিয়া ইহারা কার্ত্তিক মাসে ২৪০ ডিম্ব প্রসব করে। ঐ ডিম্বগুলির তিন ভাগ ভক্ষণ করে, অবশিষ্ট এক ভাগ ঘৃণার সহিত ত্যাগ করে। সুবর্ণ এবং স্ফটিক বর্ণ ডিম্ব হইতে পুং সর্প জন্মায় এবং সর্পী এই পুং জাতীয় সর্পদের ২০ দিবা রাত্রি ধরিয়া ভক্ষণ করে। স্ফটিক বর্ণ, জলবৎ বর্ণ, সুবর্ণ বর্ণ এবং দীর্ঘ রাজীব সন্নিভ ডিম্ব হইতে স্ত্রী সর্প জন্মায়। শিরীষ সুবর্ণ সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট অণ্ড হইতে নপুংসক সর্প হয়। ছয় মাসের মধ্যে ডিম্ব ভেদ করিয়া সর্প শিশু নির্গত হয়। সপ্তরাত্রের মধ্যে সর্প শিশু কৃষ্ণ বর্ণে পরিণত হয়। সর্পের আয়ু ১২০ বৎসর। (ভবিষ্য ও অগ্নি-পুরাণ)।

সর্পের শত্রু। ১। ময়ূর, ২। মানুষ, ৩। চকোর, ৪। গোধুর, ৫। বিড়াল, ৬। নকুল, ৭। বরাহ, ৮। বৃশ্চিক এই আটটি সর্পের যমস্বরূপ। (অগ্নি পু, ৪৬অঃ; ভবিষ্য, ৫ম কল্প)।

ইন্দ্রিয়বিকাশ। সপ্তাহ পূর্ব হইলেই সর্পের দন্তোদ্গম হয়। এই সময় হইতে দন্তে বিষ সঞ্চিত হইতে থাকে। কিন্তু সর্পেরা সেই বিষ বারংবার নিক্ষেপ করিয়া

ফেলে। ২১ দিনের পর দন্তে বিষ স্থায়ী হয়। সর্প ছয় মাস পরে খোলস ছাড়ে। সর্পের ২৪০টি পা আছে। পা গুলি গোলোম সদৃশ এবং একবার বাহিরে ও একবার ভিতরে প্রবেশ করে। সর্পের ২২০টি অস্থি-সন্ধি। অকাল-জাত সর্পের আয়ু ৭৫ বৎসর এবং তাহারা নির্ব্বিষ। যে সকল সর্পের দন্ত রক্ত, পীত, শুভ্র, ঈষৎ নীল এবং যাহারা মন্দবিষযুক্ত তাহারা অল্পায়ু এবং ভীরু। সর্পের মুখ একটি এবং জিহ্বা দুইটি। (ভবিষ্যপুরাণ, ৫ম কল্প)।

সর্পের বৈশিষ্ট্য—সঙ্গীতপ্রিয়। ছাতার ছায়া দেখিলে ও যষ্টির ঝর্ঝর শব্দ শুনিলে সর্প ভীত হইয়া পলায়ন করে। (চরক, চিকিৎসিত স্থান, ২৫ অ)। গর্ত্তের মধ্যে সর্প দৃঢ়ভাবে মুখ প্রবেশ করাইয়া দেয়। প্রাণ যাইলেও বাহির হয় না। সর্পেরা একচর। (ভবিষ্য পুরাণ, ৫ম কল্প)।

সর্পের পর্য্যায় শব্দ হইতে সর্পের দেহ ও চরিত্রাদি সংক্রান্ত অনেক বিষয় জানা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি পর্য্যায় শব্দ উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। গূঢ়পাৎ—গোক্ষুর লোম সদৃশ ২৪০ পা আছে। শরীরের মধ্যে সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে বলিয়া দেখা যায় না।

২। চক্ষুশ্রবা—চক্ষুর দ্বারা শ্রবণ করে।

৩। দ্বিজিহ্ব—দুইটি জিহ্বা আছে।

৪। কঞ্চুকী—খোলস আছে।

৫। পবনাশন—বায়ু ভক্ষণ করিয়া অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অন্য খাদ্যের প্রয়োজন নাই।

৬। অহি—ছোবল মারে।

৭। আশীবিষ—দন্তে বিষ থাকে।

৮। ভুজঙ্গ—কুটিল ভাবে গমন করে।

৯। পৃদাকু—চলিবার সময় এক প্রকার ধ্বনি হয়। Rattle জাতীয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

অজগর—বৃহৎ সর্প। ছাগল গিলিয়া ফেলে। তৈত্তিরীয়-সংহিতাতে নিম্নোক্ত কয়েকটি নাম পাওয়া যায়—১। নীলাঙ্গ, ২। অসিত, ৩। স্বজ (স্বয়ং পলালাদি হইতে জন্মায়), ৪। কুণ্ডীনস (স্থাপশীল), ৫। পুষ্পকসাদ, ৫। লোহিতাহি (শ্বেতলোহিত), ৬। বাহক (অল্প গাত্র সর্প)।

গ্রাম্য

কুক্কুর

প্রাচীনকালে রাজারা মৃগয়ার্থ, শাকুনার্থ ও কৌতুকার্থ কুক্কুর পুষিতেন। শুভাশুভ লক্ষণ দেখিয়া কুক্কুর পুষিতে হয়; অতএব কুক্কুরের শুভাশুভ লক্ষণ বলা হইতেছে। জাতি এবং গুণভেদে কুক্কুরকে অনেক ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। গুণভেদে কুক্কুর তিন প্রকার। যথা,—সাত্ত্বিক, রাজস, তামস।

১। সাত্ত্বিক—অশ্রান্ত, অপরিক্ষীণ, পবিত্র, স্বল্পভোজী কুক্কুর সাত্ত্বিক। ইহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

২। রাজস—ক্রুদ্ধ, বহুভোজী, দীর্ঘ, গুরু বক্ষ, উদরক্ষীণ, জঙ্গলস্থ। ইহারা দ্রুত দৌড়াইতে পারে।

৩। তামস—অল্পশ্রমে শ্রান্ত, লোলজিহ্ব, গুরুদর।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-ভেদে কুক্কুর চার প্রকার।

১। ব্রাহ্মণ—শুভ্রবর্ণ, দীর্ঘ, স্তব্ধকর্ণ, লঘুপুচ্ছ, তনূদর, সুন্দর, এবং তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত।

২। ক্ষত্রিয়—রক্তাঙ্গ, তনুলোম, ললৎকর্ণ, তনূদর, দীর্ঘনখযুক্ত।

৩। বৈশ্য—পীতবর্ণ, মৃদুস্বভাব, তনুলোম। রাগান্বিত হইলে ললজ্জিহ্ব হয়।

৪। শূদ্র—কৃষ্ণবর্ণ, তনুমুখ (ছুচল), দীর্ঘরোম, অক্রুদ্ধ, শ্রমযুক্ত। (যুক্তিকল্পতরু)।

শাকুন বসন্তরাজ, রাজনির্ঘণ্টু, মনু প্রভৃতিতে কুক্কুর সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিদ্যমান আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা উল্লেখ করা হইল না।

শ্রীবসন্তকুমার রায়

"চিরঞ্জীব শর্ম্মা"

(আলোচনা)

গত ৭ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম বিশেষ অধিবেশনে পূজনীয় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত "চিরঞ্জীব শর্ম্মা" নামে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধটি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৩৭ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৩৪-৪২) প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের শেষে শাস্ত্রী-মহাশয় লিখিতেছেন,—

"তাঁহার [চিরঞ্জীবের] আর একখানি বই বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, ইহাতে আটটী তরঙ্গ আছে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই গ্রন্থখানির একটী বাঙ্গালা তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, তর্জ্জমা এখন আর পাওয়া যায় না—কিন্তু বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি আরও রসাল ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন—পড়িবার সময় লোকে হাসি থামাইতে পারিত না। এইরূপ আমাদের স্বদেশী বইএর এখন যদি প্রচার হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে এখন আর দর্শনশাস্ত্রের জন্যে পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইতে হয় না।"

শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত হইবার পর, সভাপতি শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত উপরি উক্ত অংশটি উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"চিরঞ্জীবের বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী রাজবাটী হইতে এক শত বৎসর আগে ছাপা হইয়াছিল, ইহা শোভাবাজার হইতে সংগ্রহ করিয়া পরিষৎ প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এই কার্য্যের জন্য তিনি শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবুকে শোভাবাজার রাজবাটী অনুসন্ধান করিয়া উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন।"

"প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণীর বাঙ্গালা তর্জ্জমা" চিন্তাহরণবাবু শোভাবাজার রাজবাটী হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। তবে আমার যতটা জানা আছে, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর বাংলা অনুবাদ করেন নাই; তিনি "প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে" ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রে ১৮৩২, ১৫ই ফেব্রুয়ারি (৪ ফাল্গুন ১২৩৮) তারিখে লিখিত হইয়াছিল,—

"শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি হিন্দুরদিগের দর্শনশাস্ত্রের মতঘটিত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীনামক এক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে ইঙ্গরেজী অনুবাদের সঙ্গে২ আসল সংস্কৃত শ্লোক অর্পিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ অনুমান বৎসর ষাইট সত্তর হইল গুপ্তিপল্লিনিবাসি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক রচিত হয় এবং তাহা পণ্ডিতেরদের কর্ত্তৃক অতিমান্য তাহার [কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের] ঐ অনুবাদ অতিউত্তম নৈপুণ্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে এবং [তাঁহার] পূর্ব্বং অনুবাদাপেক্ষা তাহা অত্যুৎকৃষ্ট। অপর মহারাজ যে এমত মান্য গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ইহাতে ভরসা হয় যে তিনি ইহা হইতে অতিমান্য গুরুতর দর্শনাদি সংক্রান্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হইবেন। যৎকালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ইউরোপীয় বিদ্যারত্নের ভাণ্ডার এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি মুক্ত করিতেছেন তৎসময়েই যে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা তাহার পরিবর্ত্তে এতদ্দেশীয় গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয়েরদিগকে প্রদান করেন ইহা অত্যুপযুক্ত বটে। এতদ্রূপ উদ্যোগ এই প্রথমমাত্র এবং আমারদের ভরসা হয় যে ইহার পর অন্যান্যও হইবে। কিন্তু এই ব্যাপারস্যাধন কেবল মহারাজের তুল্য যে যুব মহাশয়েরদের জ্ঞান ও ধন ও অবকাশ আছে কেবল তাঁহারদের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য "গুপ্তপল্লিনিবাসি" এবং তাঁহার বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীষ্টীয় সালে রচিত।

বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর বাংলা তর্জ্জমা আছে। এক শত বৎসরের উপর হইল শ্রীযুত রাধামোহন সেন দাস ইহা পদ্যে অনুবাদ করেন। পুস্তকখানির আখ্যাপত্র এইরূপ—

অথ

বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী

সংস্কৃত গ্রন্থ

এবং

তদনুযায়ীক ভাষা বিরচিত

পদ্য

শ্রীরাধামোহন সেন দাস কর্ত্তৃক

কলিকাতায়

শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায়

মুদ্রাঙ্কিত হইল

১২৩২

পুস্তকখানিতে একখানি ছবি আছে। ছবির উপর লেখা আছে,—

শ্রীযুত রাজা বিক্রম সেনের রাজাসভা

শ্রীমাধবচন্দ্র দাষেন খুদিত

পুস্তকখানির প্রথম পৃষ্ঠায় আছে,—

বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী

পযার ॥ এক দিন ভূপতি বিক্রমসেন রায। পাত্র মিত্র সভাগণে বেষ্টিত সভায ॥ হেনকালে স্বসজ্জায হইয়া মণ্ডিত। ক্রমে উপস্থিত হৈলা বিবিধ পণ্ডিত ॥ প্রথমতঃ পরম বৈষ্ণব এক জন। সভা মধ্যে আসিয়া দিলেন দরশন ॥ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সভ্য কোনোজন। রাজাকে শুনান ক্রমে সবার বর্ণন ॥

বৈষ্ণব আগতঃ ॥

[সংস্কৃত শ্লোক]

অস্যভাষা।

পযার ॥ নাসিকাগ্র কেশাবধি তিলকের দেখা। বাহু মূলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রেখা ॥ গোপী গঙ্গা মৃত্তিকায সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত। হরি নামাঙ্কিত ছাবা তাহাতে শোভিত ॥ শিখার সম্ভব কেশ মস্তক উপরে। তুলসীর ত্রিকণ্ঠী লম্বিত গালাকরে ॥ গলে উপবীত পীতবাস পরিধান। অবিরামে উচ্চৈঃস্বরে হরি গুণ গান ॥ আইলেন বৈষ্ণব দেখিযা নরপতি। উঠিযা প্রণাম করিলেন শীঘ্রগতি ॥ কহেন বৈষ্ণব রাজ শুনহ রাজন। ব্রহ্মাদি করেন সদা যাঁহার ভজন ॥ বৈকুণ্ঠ আলয কিন্তু ব্যাপক সকল। সেই কৃষ্ণ করিবেন তোমার মঙ্গল ॥ এই রূপ আশীর্ব্বাদ করি মহারাজে। যথা যোগ্য স্থানে বসিলেন সভা মাঝে ॥ ১ ॥

পুস্তকখানি হইতে আর একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

অস্যভাসা।

তূনক ছন্দাংশ ॥ নাস্তিক কহিছে ক্রোধে কি কহিব কাহায রে। সভাজন দেখি যেন অবোধের প্রায রে ॥ কোথায দেবতা গণ স্বর্গ বা কোথায রে। জন্মান্তর কথাটী কি রূপে শোভা পায রে। ভ্রান্তিনীরে যেই জন বুদ্ধিকে ডুবায রে। ভ্রান্ত হযে ডুবে মরে না পায উপায রে ॥ ব্যালীকেরা অলিক কথায ভুলে যায রে। অতিপন্থা ত্যাগিয়া কাপথে বেগে ধায রে ॥ মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধি না খায রে। সেই মত উপদেশ কারো নাহি ভাষরে। ভ্রমাত্মক বুদ্ধিমন্তা স্বপরম্পরায রে। তত্ত্বজ্ঞানী এক জন নাহিক সভায রে ॥ ১৮ ॥

রাধামোহন সেনের এই পুস্তকখানি ২২ বৎসর পরে (১২৫৪ সাল ১১ আশ্বিন) কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর এই পদ্য অনুবাদের উভয় সংস্করণই আমি শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রকাশিত 'বেতাল পচীসী' (১৮৩৪) ও 'পুরুষ পরীক্ষার' (১৮৩০) ইংরেজী অনুবাদ আমি ঐ লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার কৃত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র কোনো ইংরেজী অনুবাদ আমার নজরে পড়ে নাই।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১৭	৭	৬॥	৬॥
		২	২
২১৮	১৪	দত্ত	দত্তা
২১৯	১৩	চতুষ্কাবিতে	চতুষ্কান্বিতে
	১৫	সমাবিতম্	সমন্বিতম্
	পাদটীকা		
	নং ২	স্তপী	স্তপী
২২১	৩	ওঁকারের পূর্ব্বে চিহ্নটির উপর পাদটীকাসূচক ১ অঙ্ক বসিবে।	
	৬	ভুতয়ে	ভুতয়ে
২২৩	৫	ভুক্ত্য	ভুক্ত্য
	পাদটীকা		
২২৫	নং ৩৭	বুদ্ধা	বুদ্ধা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ষট্‌ত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে সপ্তত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। নিম্নে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

এই কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াই পরিষদের একটি গভীরতম শোকের বিষয় উল্লেখ করিতে হইতেছে। বঙ্গের অদ্বিতীয় দানবীর, যাবতীয় সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, বহু জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আশ্রয়দাতা ও পরমাত্মীয় বান্ধব মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমন-সংবাদ অতীব শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিজ্ঞাপন করিতেছি। বঙ্গদেশে ও বঙ্গদেশের বাহিরে তাঁহার মুক্তহস্ততার বহু জাজ্বল্যমান নিদর্শন রহিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে তাঁহার কীর্ত্তিকথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি ভূমি দান করিয়া পরিষদের অস্তিত্বকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি ভূমি দান না করিলে পরিষদের চিত্রশালা "রমেশচন্দ্র সারস্বত ভবন" প্রতিষ্ঠার কল্পনা সফল হইত কি না সন্দেহ। তিনি নানাপ্রকারে পরিষৎকে সাহায্য করিয়া বিপন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি পৃষ্ঠপোষকতা না করিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। মহারাজ 'রমেশ-ভবনের' এবং 'কাশীরাম দাস স্মৃতি-সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে পরিষদের বহু অধিবেশনে নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষেও তিনি স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পরিষৎ এই নব গৃহ-প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই তাঁহার আলেখ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, এই পরিষদ্ মন্দিরই তাঁহার স্মৃতিমন্দির। তথাপি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই আশ্রয়দাতা অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্মৃতি রক্ষার অন্য উপায় নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

পরিষদের তিন জন বান্ধবের মধ্যে মহারাজের বিয়োগের পর অপর দুই জন বান্ধব রহিয়াছেন—(১) মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর এবং (২) মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর।

সদস্য

আলোচ্য বর্ষারম্ভে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

(ক) বিশিষ্ট——৯
(খ) আজীবন——৫
(গ) অধ্যাপক——৫
(ঘ) মৌলভী——০
(ঙ) সহায়ক——২৩
(চ) সাধারণ——১০০৩

কলিকাতা—৪২৬
মফস্বল—৫৭৭

১০০৩

মোট——১০৪৫

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য—আলোচ্য বর্ষের প্রথমে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত স্যর জর্জ্জ গ্রীয়ার্সন মহোদয় পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, বঙ্গের অন্যতম প্রবীণ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির স্তম্ভস্বরূপ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে। এই হেতু পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য-সংখ্যা পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় ৯ রহিয়া গিয়াছে।

(খ) আজীবন-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

(গ) বর্ষারম্ভে ৫ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে নিম্নোক্ত ৫ জন নূতন অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা ১০ হইয়াছে। নূতন অধ্যাপক-সদস্যগণ—

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী
২। „ „ সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ
৩। „ „ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
৪। „ „ অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী
৫। „ „ কালীপদ তর্কাচার্য্য

(ঘ) আলোচ্য বর্ষে কেহ মৌলভী-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সহায়ক-সদস্য—আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ২৩ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে একজনের স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার নাম সদস্যতালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। "বাঙ্গালার নবাবী আমলের ইতিহাস" ও অন্যান্য গ্রন্থপ্রণেতা সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং "চাকমা জাতির ইতিহাস"-প্রণেতা ও বহু প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রাহক সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ এবং শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই হেতু এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ২৩ হইয়াছে।

(চ) সাধারণ-সদস্য—(১) কলিকাতার ৪২৬ জন সাধারণ-সদস্যের মধ্যে ৫ জনের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং ২ জন মফস্বলে গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৩৮ জন নূতন সাধারণ-সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বসদস্য ৭ জন পুনরায় সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৪৬৪ হইয়াছে।

(২) মফস্বলবাসী ৫৭৭ জন সাধারণ-সদস্যের মধ্যে ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ২ জন কলিকাতা হইতে মফস্বলে গিয়াছেন এবং ২০ জন মফস্বলবাসী নূতন সাধারণ-সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বসদস্য ৬ জন পুনরায় সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই হেতু মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৫৯৭ হইয়াছে।

কলিকাতা ও মফস্বলের সদস্যগণের (৪৬৪+৫৯৭=১০৬১) মধ্যে শতাধিক সদস্য সদস্যপদে থাকিতে বা অক্ষমতাবশতঃ চাঁদা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদের সহিত পত্রব্যবহার করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে ৮১ জন নূতন সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাত্র ৫৮ জন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, ২২ জনের নিকট হইতে কোন জবাব পাওয়া যায় নাই, ১ জন সদস্য হইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। যাঁহারা এখনও প্রবেশিকাদি পাঠান নাই, তাঁহাদিগকে সত্বরে সদস্যপদ গ্রহণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে পরিষদের সদস্যসংখ্যা নিম্নোক্তরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

(ক) বিশিষ্ট——— ৯
(খ) আজীবন—— ৫
(গ) অধ্যাপক——১০
(ঘ) মৌলভী—— ০
(ঙ) সহায়ক—— ২৩
(চ) সাধারণ—১০৬১

কলিকাতা—৪৬৪
মফস্বল——৫৯৭

১০৬১

১১০৮

পরলোকগত বান্ধব ও সদস্যগণ

বান্ধব—১। মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই
বিশিষ্ট-সদস্য—২। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্
সহায়ক-সদস্য—৩। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
৪। সতীশচন্দ্র ঘোষ

সাধারণ-সদস্য—৫। উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য
৬। গিরীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী
৭। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
৮। চারুচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল
৯। নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল
১০। নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
১১। বৈদ্যনাথ সাহা এম এ
১২। মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
১৩। ডাঃ যদুনাথ কাঞ্জিলাল এম এ, ডি এল্
১৪। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম এ
১৫। শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৬। সিদ্ধেশ্বর ঘোষ
১৭। সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ

পরলোকগত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুগণ

নিম্নোক্ত পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ সকলেই এক সময়ে পরিষদের সদস্য ছিলেন :

১। অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর
২। অম্বুনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
৩। অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
৪। দেবকুমার রায় চৌধুরী
৫। পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ
৬। বরদাকান্ত মজুমদার
৭। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, ব্যারিষ্টার
৮। ললিতমোহন ঘোষাল
৯। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ

পরিষৎ এই সকল সদস্য ও সাহিত্যিক বন্ধুগণের পরলোকগমনে সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

অধিবেশনাদি

(ক) বার্ষিক অধিবেশন

২৬এ জ্যৈষ্ঠ পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ২ জন সদস্যের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের পর সভাপতি মহাশয় 'বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্ম' বিষয়ে তাঁহার অভি-

ভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইবার পর ৩৬শ বর্ষের বজেট বিজ্ঞাপিত হয় এবং ৩৬শ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হয় ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল।

১। প্রথম মাসিক অধিবেশন—৯ই আষাঢ়, রবিবার। সভাপতি—স্যর শ্রীযুক্ত দেব-প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন এম এ, এল এল ডি, সি আই ই। প্রবন্ধ—বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকামঙ্গল, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম্ এ।

২। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—১৯এ শ্রাবণ, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। প্রবন্ধ—কবিরাজ গোবিন্দদাস, লেখক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ।

৩-৪। তৃতীয় এবং চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৩ই আশ্বিন, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ। প্রবন্ধ—(ক) ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূর ভট্ট, লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ; (খ) নিমাইসন্ন্যাসের পালা; লেখক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২২এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ। প্রবন্ধ—স্মরদঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি; লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্।

৬। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৯এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমার রায় এম এ। প্রবন্ধ—নেপালে ভাষা-নাটক; লেখক অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম এ, ডি লিট।

৭। সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২৬এ মাঘ, রবিবার। সভাপতি—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতি-ভূষণ দত্ত ডি এস্‌সি। প্রবন্ধ—আঙ্কিক শব্দ; লেখক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ।

৮। অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১১ই ফাল্গুন, রবিবার। সভাপতি—ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি (এডিন), এফ আর এস ই। প্রবন্ধ—কালিদাসের রাম-গিরি কোথায়? লেখক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন।

৯। নবম মাসিক অধিবেশন—২রা চৈত্র, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ। প্রবন্ধ—রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন; লেখক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

১০। দশম মাসিক অধিবেশন—১৬ই চৈত্র, রবিবার। সভাপতি—ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি (এডিন), এফ আর এস ই। প্রবন্ধ—(ক) কীর্ত্তনওয়ালা ও মহাজনপদাবলী এবং (খ) শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের ছড়া, লেখক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(গ) বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে উনিশটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

১। প্রথম বিশেষ অধিবেশন—৮ই বৈশাখ, রবিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম এ। আলোচ্য বিষয়,৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়-রচিত শোক-সঙ্গীত গান করেন। শ্রীযুক্ত গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং রায় শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য ৮০৲ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞাপিত হয়।

২। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—২৩এ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্ মহাশয় ও সভাপতি মহাশয় ৺রামেন্দ্রবাবুর বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম এ, পি-এচ ডি মহাশয় "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় ৺ত্রিবেদী মহাশয়-লিখিত "প্রকৃতির পূজা" পাঠ করেন।

৩। তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—১৫ই আষাঢ়, শুক্রবার। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব। প্রাতে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের নেতৃত্বে কবির সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে প্রার্থনা ও কবির এবং কবিপত্নীর সমাধিস্তম্ভ পুষ্পমাল্যে শোভিত করা হয়। অপরাহ্ণে পরিষদ্ মন্দিরে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কবির জন্মদিনে সাগরদাঁড়িতে মাইকেল-সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন করিবার প্রস্তাব করিলেন। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করিলেন এবং রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, স্বর্গীয় ললিতমোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় যথাক্রমে "নীলধ্বজের প্রতি জনার উক্তি" ও মেঘনাদ-বধের অংশবিশেষ আবৃত্তি করিলেন। সভাপতি মহাশয় হেমচন্দ্রের রচিত "স্বর্গারোহণ" পাঠ করিলেন।

৪। চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—৮ই শ্রাবণ, বুধবার। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস স্মরণার্থ এই অধিবেশন আহূত হয়। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি পরিষদের জন্মের ও গঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহাদের কবিতা পাঠ করেন। স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় "প্যারীচাঁদ মিত্র" এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই দিনটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ মহাশয়া-প্রদত্ত দোয়াত কলম রাখিবার আধার এবং শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ মহাশয়া-প্রদত্ত দুইখানি পুস্তক দান বিজ্ঞাপিত হয়। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় অদ্য বিশেষ ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য ১০৲ হিসাবে ২০৲ দান করেন। প্রতি বৎসরে এই দিনে উৎসব করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়।

৫। পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার। আলোচ্য বিষয়—৺অমৃতলাল বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ। সভাপতি—মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে সি আই ই। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্ব স্ব রচিত শোককবিতা পাঠ করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, এবং শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় মৃত মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত পাঠ করেন। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং সভাপতি মহাশয় ৺অমৃত বাবুর বিষয়ে আলোচনা করেন।

৬। ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—২৫এ শ্রাবণ, শনিবার। সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। আলোচ্য বিষয়—"সংস্কৃতসাহিত্যে বাঙ্গালীর দান" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

৭। সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—৯ই ভাদ্র, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্‌সি। বিষয়—জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ। প্রবন্ধপাঠক সভাপতি মহাশয়।

৮। অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—৫ই আশ্বিন, শনিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ। বিষয়—নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিষের প্রভাব বিষয়ে প্রবন্ধ। লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ।

৯। নবম বিশেষ অধিবেশন—২০এ আশ্বিন, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, বিষয়—সংস্কৃত-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা। বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

১০। দশম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই অগ্রহায়ণ, রবিবার। মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশের জন্য আহূত। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর এম এ, এম ডি, পি-এচ ডি। সভাপতি মহাশয় তাঁহার লিখিত ও মুদ্রিত "মণীন্দ্র-বিয়োগে" প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ তাঁহার "মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র", শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ মহাশয়া-লিখিত "মহারাজ মণীন্দ্রস্মৃতি", শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় "দাতাকর্ণ মণীন্দ্রচন্দ্র" এবং শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত "দীনবন্ধু মণীন্দ্রচন্দ্র" নামক কবিতা পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী,

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন।

১১। একাদশ বিশেষ অধিবেশন—২১এ অগ্রহায়ণ, শনিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা। বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

১২। দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন—২৮এ অগ্রহায়ণ, শনিবার। সভাপতি—রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ. দন্তেইন (Rev. A. Dontain)। বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা। বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

১৩। ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন—২৫এ মাঘ, শনিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এডিন), এফ আর এস ই, বিষয়—"শব্দ-চয়ন" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ, লেখক—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৪। চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন—৪ঠা ফাল্গুন, রবিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ। বিষয়—"সংস্কৃতসাহিত্যে বাঙ্গালীর দান" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা, বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

১৫। পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন—৭ই ফাল্গুন, বুধবার। সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম এ। বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা, বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

১৬। ষোড়শ বিশেষ অধিবেশন—১৩ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ। বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে চতুর্থ বক্তৃতা, বক্তা—অধিবেশনের সভাপতি।

১৭। সপ্তদশ বিশেষ অধিবেশন—২৪এ ফাল্গুন, শনিবার। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর। আলোচ্য বিষয়—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, সভাপতি এবং সম্পাদক মহাশয় মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন।

১৮। অষ্টাদশ বিশেষ অধিবেশন—১৫ই চৈত্র, শনিবার। সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। "নাম-সংখ্যা"—শব্দ-সংখ্যা-লিখন-প্রণালীবিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ, লেখক—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্‌সি।

১৯। উনবিংশ বিশেষ অধিবেশন—২৩এ চৈত্র, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। বিষয়—"শিশু ও প্রসূতির অকালমৃত্যু" বিষয়ে প্রবন্ধ, লেখক—শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ডি লিট্, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি

ডাঃ স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি-এচ ডি, ডি এস-সি, সি আই ই

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সূরিরত্ন এম্ এ,এল এল ডি, সি আই ই

৺মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের পরলোকগমনের পর তাঁহার স্থলে ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর এম এ, এম ডি, পি-এচ ডি

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এ ডিন), এফ আর এস ই

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি, এফ জেড্ এস্

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ, এড্‌ভোকেট

গ্রন্থাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্ এ

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

ছাত্রাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল

অন্যতম সহকারী সভাপতি মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমনে তাঁহার স্থলে ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের উপর কার্য্যালয় পরিচালনের যাবতীয় ভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের উপর মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন পরিচালনা এবং শাখা-পরিষৎ ও স্মৃতিরক্ষার কার্য্যভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর আয়-বিভাগের ও ছাপাখানা-সমিতির কার্য্যভার এবং

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিবার কার্য্যভার ছিল এবং তিনি আয়-ব্যয়-সমিতির আহ্বানকারী ছিলেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পরিচালনের ভার অর্পিত ছিল। পত্রিকার বিবরণ স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ হইল।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয় চিত্রশালার যাবতীয় কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছেন। চিত্রশালার কার্য্যবিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইল। তিনি চিত্রশালা-সমিতিরও আহ্বানকারী ছিলেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ মহাশয় পরিষদের পুস্তকালয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পুস্তকালয়-সমিতির এবং বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সম্পাদক ছিলেন। পুস্তকালয়ের ও বিজ্ঞান-শাখার কার্য্যবিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইল।

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয় কতিপয় উৎসাহী ছাত্রকে বিশেষ কার্য্যের ভার দিয়াছেন। ছাত্রশাখার কার্য্যবিবরণে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় পরিষদের অর্থাদি ডাকঘরে ও ব্যাঙ্কে রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া তাহা নির্ভুল প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হিসাব পরীক্ষান্তে শ্রীযুক্ত অনাথবাবু ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রবাবু যে মন্তব্য দিয়াছেন, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আলোচনা করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে ভোট-পরীক্ষকগণ বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

(ক) মূল-পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্যগণ

১। অধ্যাপক ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস, পি-এচ ডি; ২। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; ৪। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্; ৫। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়; ৬। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্ এ; ৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস; ৮। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি; ৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল; ১০। ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি; ১১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন এল এ এম এস; ১২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ; ১৩। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল; ১৪। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ; ১৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি; ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ১৭। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ; ১৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ, ১৯। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস (লণ্ডন); ২০। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।

(খ) শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্যগণ

২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী; ২২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শাশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ; ২৩। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; ২৪। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, পি এচ ডি; ২৫। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম; ২৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস-সি।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১১টি সাধারণ ও দুইটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য কতিপয় গৃহীত মন্তব্যের মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

(ক) সমিতি গঠন—১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আয়-ব্যয়-সমিতি, ৬। চিত্রশালা-সমিতি, ৭। পুস্তকালয়-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। পুরস্কার-প্রবন্ধ নির্ব্বাচন-সমিতি, ১০। পুরস্কার ও পদকদানের রীতি আলোচনা সমিতি, ১১। অমৃতলাল বসু স্মৃতি-সমিতি, ১২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি, ১৩। পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবসে উৎসব সম্পর্কীয় সমিতি, ১৪। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি, ১৫। কাশীরাম দাস স্মৃতি-সমিতি (পুনর্গঠন) এবং ১৬। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আলোচনা-সমিতি।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে গঠিত কোন কোন শাখা-সমিতির কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। এ জন্য সেগুলির এবং উল্লিখিত ১৬টি শাখা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক সমিতিতে এবং কমলা লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে যথাক্রমে ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এবং পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(গ) নিখিল-বঙ্গ-গ্রন্থাগার-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন এবং প্রদর্শনী পরিষদ্ মন্দিরে এবং রমেশ-ভবনে হইতে পারিবে।

(ঘ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঊনবিংশ অধিবেশন উপলক্ষে সাহিত্যিক প্রদর্শনীতে পরিষদের প্রাচীন পুথি, প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক এবং প্রাচীন চিত্রাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

(ঙ) কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও পত্রিকা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে।

(চ) পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের চাঁদা আদায়কারিগণের ৫০৲ জামিন হইবে ও তাহা ব্যাঙ্কে জমা করিতে হইবে।

(ছ) স্বর্গীয় সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের সংগৃহীত বৈদিক সাহিত্যের ২১খানি প্রাচীন পুথি ৭৫৲ টাকায় খরিদ করা হইয়াছে।

(জ) পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের বিশেষ অধিবেশনে পাঠের জন্য স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারি-লিখিত "৺প্যারীচাঁদ মিত্র" নামক পুস্তিকাটি প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়াছে এবং সভাস্থলে কয়েক সংখ্যা বিতরিত হইয়াছে। এক আনা মূল্যে উহা বিক্রীত হইতেছে।

(ঝ) কমলা বুক ডিপো ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী পরিষদ্‌গ্রন্থ বিক্রয়ের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা

অধিবেশন-সংখ্যা—

(ক) সাহিত্য-শাখা	১১
(খ) ইতিহাস-শাখা	৫
(গ) দর্শন-শাখা	১
(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা	৪

এই সকল শাখায় মনোনীত প্রবন্ধাদি—

(ক) সাহিত্য-শাখা

১। কবিরাজ গোবিন্দদাস—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ।

২। ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্ট—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ।

৩। নিমাইসন্ন্যাসের পালা— ,, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৪। স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট।

৫। শব্দ-চয়ন—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬। রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

এতদ্ব্যতীত এই শাখা ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণ, কালিকামঙ্গল, রামদাস আদক-লিখিত অনাদিমঙ্গল প্রকাশের জন্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং সংকীর্ত্তনামৃত গ্রন্থের ভূমিকাদি কি ভাবে হইবে, তাহারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-লিখিত কতকগুলি পালা ও পদসংগ্রহ অধিবেশনে পাঠের জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ মহাশয় কর্ত্তৃক হিন্দী কবি 'সুরদাস' বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা এই শাখা হইতে হইয়াছে।

(খ) ইতিহাস-শাখা

১। মুরশিদাবাদ ঝিল্লিগ্রামে প্রাপ্ত হুসেন সাহের শিলা-লেখ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ।

২। কালিদাসের রামগিরি কোথায়?—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন।

৩। জৈন শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ সামসুখা।

(গ) দর্শন-শাখা

এই শাখায় কোন প্রবন্ধ সংগৃহীত হয় নাই, কিংবা দর্শন-শাস্ত্র বিষয়ে কোনরূপ আলোচনাও হয় নাই।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

১। জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্‌সি।

২। আঙ্কিক শব্দ—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ।

৩। নাম-সংখ্যা—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি।

এতদ্ব্যতীত এই শাখার অধীনে জ্যোতিষ-শাখা পুনর্গঠিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে সভ্যগণের নাম প্রদত্ত হইল। জ্যোতিষ-শাখার একটিমাত্র অধিবেশন হইয়াছিল। এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ "নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিষের প্রভাব" বিষয়ে ও শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় "শিশু ও প্রসূতির অকালমৃত্যু" বিষয়ে পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা করেন।

বিজ্ঞান-শাখার অধীনে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিভাষা সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান-সমিতি ও রসায়ন-সমিতি ব্যতীত অন্য কোন সমিতির অধিবেশন হয় নাই। এই হেতু পরিভাষার কার্য্যের বিলম্ব হইতেছে।

এই সকল শাখার ও সমিতির সভ্যগণের ও আহ্বানকারিগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

(ক) **কালিকামঙ্গল**—বলরাম চক্রবর্ত্তী কবিশেখরকৃত। কবিশেখর ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই কালিকামঙ্গল রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সহিত উপাখ্যানাংশে এক হইলেও ইহাতে গ্রাম্যতা দোষ বা অশ্লীলতাপূর্ণ বর্ণনা নাই। এই গ্রন্থের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ। মূলগ্রন্থের নকল প্রস্তুত হইয়াছে।

(খ) **অনাদি-মঙ্গল**—রামদাস আদক-রচিত। এই গ্রন্থে ধর্ম্মপূজা ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা পরিষৎ বহু পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন। সম্পাদকের পরলোকপ্রাপ্তির পর ইহার মুদ্রণ স্থগিত রাখা হয়। আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় গ্রন্থের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

(গ) **মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস**—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয়ের সম্পাদকতায় এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(ঘ) **কোচবিহারের ইতিহাস**—কোচবিহার রাজদরবারের অন্যতম সদস্য প্রবীণ সাহিত্যিক খান্ চৌধুরী শ্রীযুক্ত আমানত উল্লা আহমদ মহাশয়-সম্পাদিত নূতন সংস্করণ। এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয় কোচবিহার রাজসরকার হইতে নির্ব্বাহিত হইবে।

(ঙ) **গৌরপদতরঙ্গিণী**—জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত। এই গ্রন্থ পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর অন্যতম গ্রন্থ। বহুদিন হইল এই গ্রন্থ নিঃশেষ হইয়াছে। দেখে ইহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী বলিয়া পরিষৎ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে গৃহীত গ্রন্থপ্রকাশের প্রস্তাব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে।

(ক) **প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-কোষ**—আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদি হইতে পুথির তালিকা সংগ্রহের কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হয় নাই।

(খ) **হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধনলেখমালা**—এই গ্রন্থের জন্য এ পর্য্যন্ত ৩২টি প্রবন্ধ সংগৃহীত ও মনোনীত হইয়াছে এবং মুদ্রণকার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে।

(গ) **ময়ূরভট্টের শ্রীধর্ম্মপুরাণ**—গ্রন্থের মূল ১৯ ফর্ম্মা এবং পরিশিষ্ট ২ ফর্ম্মা মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকা ও পরিশিষ্টের কতকাংশ এখনও বাকী রহিয়াছে।

(ঘ) **চণ্ডীদাসের পদাবলী**—গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহার কতকাংশ প্রেসে দেওয়া হইয়াছে। কি রীতিতে সম্পাদন ও মুদ্রণকার্য্য চলিবে, তাহা সম্পাদক-সঙ্ঘের নানা অধিবেশনে মোটামুটিভাবে স্থিরীকৃত ও গৃহীত হইয়া গিয়াছে। তবে সম্পাদক-সঙ্ঘের সভ্যগণের কাহারও কাহারও অনুপস্থিতি ও অসুস্থতা এবং কার্য্যান্তরে ব্যাপৃতি নিবন্ধন মুদ্রণকার্য্য আশানুরূপ দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতেছে না। আশা করা যায় যে, আগামী বর্ষে এই কার্য্য অনেকটা সম্পন্ন হইবে।

(ঙ) **রামচরিত**—গ্রন্থসম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

(চ) **প্রাদেশিক-শব্দ-সংগ্রহ**—সম্পাদক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং পাণ্ডুলিপি আকারে প্রাপ্ত প্রাদেশিক শব্দগুলির সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হইতেছে।

(ছ) **শ্রীশ্রীপদকল্পতরু**—আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ খণ্ডের ২৪ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোট ৩৯ ফর্ম্মা ছাপা হইল। ইহাতে পদসূচী, পদকর্ত্তৃসূচী এবং সম্পাদকের বৃহৎ ভূমিকা শেষ হইয়াছে। এক্ষণে অর্থসম্বলিত দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের সূচী মুদ্রিত হইতেছে। আনুমানিক আরও ১০।১১ ফর্ম্মা ছাপা হইলেই গ্রন্থ শেষ হয়। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় এ জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন।

(জ) **শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তনামৃত**—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যে সকল প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন (এবং যেগুলি তিনি পরে পরিষৎকে দান করিয়া গিয়াছেন,) তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানি প্রকাশের আন্তরিক বাসনা তাঁহার ছিল। পরিষৎ সেই মহাত্মার বাসনা পূরণের জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ প্রকাশ

করিলেন। গ্রন্থে পদসূচী ও সম্পাদক মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত নিবেদন সহ পদকর্ত্তা দীনবন্ধু দাস-রচিত ও সংগৃহীত মহাজনপদাবলী প্রকাশিত হইল।

(ঝ) **ন্যায়দর্শন**—এই গ্রন্থের শেষ অর্থাৎ পঞ্চম খণ্ড গ্রন্থ-সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের ভূমিকা ও সূচী সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিপুল শ্রমসাধ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া পরিষৎ বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের একটা দিকের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ জন্য পরিষৎ গ্রন্থসম্পাদক মহাশয়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

ছাপাখানা-সমিতির তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাবলী মুদ্রণের কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে ষট্‌ত্রিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধের ও লেখকগণের নাম প্রদত্ত হইল। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে বাঙ্গালা ভাষায় শব্দ গ্রহণ বিষয়ে কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের 'শব্দ-চয়ন' প্রবন্ধ আলোচ্য বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকা-প্রবন্ধাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) প্রাচীন সাহিত্য

১। ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্ট—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ।

২। নিমাইসন্ন্যাসের পালা—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৩। নেপালে ভাষা-নাটক—ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম এ, ডি লিট্।

৪। "নেপালে ভাষা-নাটক" সম্বন্ধে মন্তব্য—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্।

৫। কবিরাজ গোবিন্দদাস—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ।

৬। কবিশেখরের বিদ্যাসুন্দর—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ।

৭। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকামঙ্গল—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

৮। রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

(খ) ভাষাতত্ত্ব

১। শব্দ-চয়ন—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) ইতিহাস

১। বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্ম (সভাপতির অভিভাষণ)—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই।

(ঘ) বিজ্ঞান

১। অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্‌সি।

২। আঙ্কিক শব্দ—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ।

৩। ঋগ্‌বেদের অশ্বদেবতা—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ

এম ডি, এম এস্‌সি, এফ জেড্‌ এস।

Kern Institute হইতে প্রকাশিত Annual Bibliography of Indian Archaeologyতে পরিষৎ-পত্রিকার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধের সারমর্ম্ম পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৩ ফর্ম্মা ব্যতীত পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ৭½ ফর্ম্মায় প্রকাশিত হইয়াছে।

গত বৎসরের নির্দ্ধারণ অনুসারে পরিষদের অন্যতম ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত "নিমাইসন্ন্যাসের পালা" নামক সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে।

ছাপাখানা-সমিতির পরিচালনে পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল।

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল

আলোচ্য বর্ষে লালগোলার মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের স্থাপিত 'লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ স্থায়ী তহবিলের' অর্থ হইতে 'সংকীর্ত্তনামৃত' গ্রন্থ (মূল, পদসূচী ও সম্পাদকের নিবেদন সমেত) প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণও এই তহবিলের অর্থে মুদ্রিত হইতেছে।

চিত্রশালা ও পুথিশালা

(ক) চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

মূর্ত্তি—১। পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব (প্রস্তর)মূর্ত্তি—এই মূর্ত্তিটী মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ঝিল্লি-খাসপুর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। উক্ত গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ এই মূর্ত্তিসংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

২। তারা (পিত্তল)মূর্ত্তি—প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ।

৩। বজ্রপাণি বোধিসত্ত্ব (পিত্তল)মূর্ত্তি—প্রদাতা—ঐ।

শিলালিপি—মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত খাসপুরের নিকটবর্ত্তী ঝিল্লি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত তিনকড়ি অধিকারী, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি অধিকারী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন অধিকারী, শ্রীযুক্ত গুরুপদ অধিকারী ও শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত অধিকারী মহাশয়গণ ৯১১ হিজরীতে উৎকীর্ণ বাদশাহ হুসেন শাহের একটি প্রস্তরলিপি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় উক্ত খাসপুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের সাহায্যে এই প্রস্তরলিপি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এই লিপির চিত্র ও পাঠ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

তাম্রশাসন—পরিষদের ছাত্রসভ্য বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের একখানি তাম্রশাসন দান করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনের চিত্র ও পাঠ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

মুদ্রা—রৌপ্যমুদ্রা (জয়পুর রাজ্যের) ৩টি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অটলবিহারী মজুমদার।

তাম্রমুদ্রা—(নেপাল সরকারের)। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দাস।

এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুর সত্যপুষ্করিণীর অন্যতম জমিদার ও পরিষদের হিতৈষী প্রবীণ সদস্য রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর একটি মেহগনি কাষ্ঠের সুদৃশ্য মুদ্রাধার (coin cabinet) দান করিয়াছেন

ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেজার ট্রোভ মুদ্রা পাইবার জন্য পরিষৎ হইতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এই আবেদনের কোন মীমাংসা হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশনের নিকট গত ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের দরুণ ২৪০০৲ এবং আলোচ্য বর্ষের জন্য চিত্রশালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২৪০০৲ দান পাওয়া গিয়াছে। এই দান প্রাপ্তিতে চিত্রশালার এবং পুথিশালার কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনের এবং এই দুই বিভাগের আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহের ও নির্ম্মাণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। চিত্রশালার দ্রব্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী এবং একজন ফরাশ নিযুক্ত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত আসবাব প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(ক) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতুমূর্ত্তি ও সুপ্রাচীন ইষ্টকাদি রাখিবার জন্য দুইটি বড় শো-কেস্ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(খ) পূর্ব্ববৎসরে ক্রীত শো-কেস্ প্রভৃতির মেরামত ও পরিবর্ত্তনাদি করা হইয়াছে।

(গ) রমেশ-ভবনের দক্ষিণ দিকের বারান্দার জন্য তিনটি লোহার ফটক প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(ঘ) প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতির ফটো-এল্‌বাম্ এবং বিভিন্ন মিউজিয়ামের মুদ্রার তালিকাপুস্তক খরিদ করা হইয়াছে।

(ঙ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তির পাদপীঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহাতে মূর্ত্তি প্রভৃতির নাম লেখা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে স্থির হইয়াছে, রমেশ-ভবনের অসমাপ্ত চুনার পাথরের কাজগুলি সমাপ্ত করিতে হইবে। তজ্জন্য আনুমানিক ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে। রমেশ-ভবনের সিঁড়ি মোজেক্ প্রস্তরে প্রস্তুত করা হইবে, স্থির হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ইণ্ডো-গ্রীক মুদ্রাগুলির বিস্তৃত বিবরণ সমেত তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। অন্যান্য মুদ্রার তালিকাও প্রস্তুত হইতেছে। মুদ্রাগুলি মুদ্রাধারে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

পূর্ব্বপ্রকাশিত চিত্রশালার তালিকায় উল্লিখিত দ্রব্যাদি ব্যতীত নূতন সংগৃহীত প্রস্তরমূর্ত্তি, ইষ্টক প্রভৃতির তালিকা আলোচ্য বর্ষেও প্রস্তুত করিতে পারা যায় নাই।

চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় অস্থায়িভাবে যে সকল বৌদ্ধমূর্ত্তি গত বর্ষে পরিষদের চিত্রশালায় রাখিয়াছিলেন, সেগুলি তিনি স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছেন।

গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সহিত যে সাহিত্যিক দ্রব্য-সম্ভারের প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে পরিষদের চিত্রশালার কতকগুলি দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল।

চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় বর্ষের শেষভাগে ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্ম্মানী, কায়রো, আমেরিকা, ইটালি প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাদেশিক চিত্রশালাগুলি দেখিয়া আসিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালা-সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল। পরিষদের চিত্রশালা ও পুথিশালার কার্য্য চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়ের নির্দ্দেশমত সম্পন্ন হইয়াছিল।

চিত্রশালার পক্ষে একটি আনন্দের সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট চিত্রশালার নির্ম্মাণকার্য্যে ১৬০০০৲ সাহায্য করিবার যে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এবং গত দুই বৎসর এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণে যাহার কথা প্রকাশ করা হইতেছিল, সেই ১৬০০০৲ দান আলোচ্য বর্ষে গবর্মেণ্টের বর্ত্তমান বর্ষের বজেটভুক্ত হইয়া মঞ্জুর হইয়াছে ও তাহা শীঘ্র পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। আমরা এ জন্য গবর্মেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

(খ) পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষেও ১৩৩১ বঙ্গাব্দের পর হইতে প্রাপ্ত পুথিগুলির তালিকা প্রস্তুত হয় নাই। উক্ত বঙ্গাব্দের শেষে পুথিশালায় ৪৬৯৪ খানি পুথি তালিকাভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। বর্ষমধ্যে স্বর্গীয় পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের পুথিসংগ্রহ হইতে ৭৫৲ মূল্যে একুশখানি পুথি খরিদ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের সহায়ক-সদস্য লালগোলানিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন এবং গড়বেতা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কতকগুলি পুথি দান করিয়াছেন। পুথিশালার ২৪৬০ খানি পুথি ঝাড়িয়া মুছিয়া ও রৌদ্রে দিয়া রাখা হইয়াছে এবং যাহাতে পোকা না ধরে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এদ্ব্যতীত ১৮০ খানি পুথি নূতন খেরো দিয়া বাঁধা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোন পুথির তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারের পুস্তক-পত্রিকাদি খরিদ করিবার জন্য কলিকাতা করপোরেশন আলোচ্য বর্ষেও ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য করপোরেশনের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। করপোরেশনের সর্ত্তানুসারে যথাসময়ে পুস্তক পত্রিকা খরিদ করা হইয়াছে এবং তাহার আয়-ব্যয়-বিবরণ যথারীতি করপোরেশনে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। করপোরেশনের কাউন্সিলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি মহাশয়দ্বয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৬০৮ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৯২ খানি উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১১৬ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে

গ্রন্থাগারে মোট ৩০৮২৯ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পুস্তকাগারে ২১৯০ খানি বাঁধান মাসিক পত্রিকা আছে। বর্ষারম্ভে গ্রন্থাগারে নিম্নোক্তসংখ্যক পুস্তক ছিল,—

(ক)	পরিষদের ক্রীত ও সংগৃহীত	১৮১৪২
(খ)	বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার	৩৫৪৬
(গ)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার	২২৬০
(ঘ)	রমেশচন্দ্র দত্ত „	৭৩২
(ঙ)	সাহিত্য-সহচর „	২৫৪০
(চ)	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-গ্রন্থাগার	২০০৫
(ছ)	„ সত্যচরণ মিত্র	৯১৭
		৩০,১৪২

বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত পুস্তকসংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

গত বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত সংগৃহীত	৩০১৪২
বর্ত্তমান বর্ষে ক্রীত ও উপহৃত	৬০৮
বর্ত্তমান বর্ষের পুস্তকাকারে বাঁধান মাসিক পত্রিকা	৭৯
মোট—	৩০,৮২৯

গ্রন্থাগারের উন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধির জন্য যে সকল হিতৈষী সদস্য, গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ পুস্তকাদি উপহার দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছেন এবং আশা করেন যে, ভবিষ্যতেও পরিষদের উন্নতিকল্পে তাঁহারা এইরূপ সহায়তা করিবেন।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ মহাশয়া তাঁহার জননীর স্মৃতির উদ্দেশে "শৈল-স্মৃতি-সংগ্রহ" নামে দুইটি আলমারী সমেত ১০২ খানি পুস্তক ও ৪৬ খানি বাঁধান মাসিক পত্রিকা উপহার দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মহাশয় ২০ খানি পুস্তক ও ৩০ খানি বাঁধান মাসিক পত্রিকা "শৈল-স্মৃতি-সংগ্রহে" দান করিয়াছেন। পরিষদের পরমহিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণী মহাশয় আলোচ্য বর্ষে ১৬৩ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে ২৫১ খানি পুস্তক ও অনেকগুলি খণ্ডিত মাসিক পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির প্রকাশিত ৫ খানি পুস্তক পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর সহিত বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার Smithsonian Institution তাঁহাদের প্রকাশিত ২৪ খানি গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকা নিয়মিত ভাবে পাঠাইতেছেন,—

(ক) আমেরিকার Smithsonian Institution, (খ) আমেরিকার Anthropological Association, (গ) বোষ্টনের Museum of Fine Arts, (ঘ) কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, (ঙ) লণ্ডনের বিশ্ব-বিদ্যালয়, (চ) নাগরীপ্রচারিণী সভা, কাশী; (ছ) গুজরাট

পুরাতত্ত্ব-মন্দির, (জ) Andhra Historical Society, (ঝ) বাঙ্গালোরের Mythic Society এবং (ঞ) আসাম সাহিত্য-সভা। উপহারদাতৃগণকে পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাময়িক পত্রিকার শ্রেণীভেদে নিম্নসংখ্যক পত্রিকাগুলি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যথারীতি পাওয়া গিয়াছে।—

দৈনিক	১০
সাপ্তাহিক	৩০
পাক্ষিক	৫
মাসিক	৬৬
দ্বৈমাসিক	৪
ত্রৈমাসিক	১১
	১২৬

এতদ্ভিন্ন ২৬টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হইয়াছে। এই সকল সাময়িক পত্রের মধ্যে Statesman, Englishman, Basumati, দৈনিক বসুমতী এবং মাসিক পত্রের মধ্যে Indian Antiquary, Modern Review ক্রয় করা হইয়াছে। Calcutta Municipal Gazetteখানি বর্ত্তমান বর্ষ হইতে ক্রয় করা হইতেছে। সাময়িক পত্রের তালিকার ৫ম খণ্ড, ১ম ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। গ্রন্থাগার পরিচালনের ব্যবস্থা ও কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণ, একজন কর্ম্মচারী নিয়োগ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগারের জন্য দুইটি আলমারী প্রস্তুত করন এবং নূতন পুস্তক ক্রয়ের প্রস্তাব সমিতিকর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। পরিষদের সমুদায় বাঙ্গালা গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক তালিকা বর্ত্তমান বর্ষের শেষে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্ষমধ্যে সদস্যগণ বাড়ীতে পুস্তক পাঠার্থ ৩৭৭৯ বার পুস্তকাদি আদান-প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতিদিন গড়ে ১০০ জন পাঠক নির্দ্ধারিত সময়ে পাঠাগারে সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠের জন্য নিয়মিত আসিয়াছিলেন। কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ও ছাত্র তাঁহাদের গবেষণার জন্য গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য এবং প্রয়োজনীয় প্রাচীন পুস্তক-পত্রিকা পাঠার্থ লইয়াছিলেন। সদস্যগণ প্রতিদিন ৫½টা হইতে ৭½টা পর্য্যন্ত পুস্তক আদান-প্রদান করিয়াছিলেন। নির্দ্ধারিত ছুটীর দিন ও প্রতি বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ যথানিয়মে ২টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণের জন্য পরিষদের পাঠাগার উন্মুক্ত ছিল।

স্মৃতি-রক্ষা

(ক) চিত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা নিম্নোক্ত সাহিত্যিকের স্মৃতিরক্ষা করা হইয়াছে।—

(১) ভোলানাথ চন্দ্র—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র এম এ, বি এল্ মহাশয় তাঁহার পিতামহের এই তৈলচিত্রখানি প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। গত ১১ই ফাল্গুন মাসিক অধিবেশনে এই চিত্র প্রতিষ্ঠা হয়।

(খ) নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ভার পরিষদের উপর অর্পিত হইয়াছে।

(১) মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

(২) অমৃতলাল বসু।

(৩) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

(৪) কালীপ্রসাদ ঘোষ।

(৫) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্বর্গীয় মহারাজের ও স্বর্গীয় মৈত্রেয় মহাশয়ের স্মৃতি কি ভাবে রক্ষিত হইবে, তাহার উপায় এখনও নির্দ্ধারণ করেন নাই। স্বর্গীয় অমৃত বাবুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বর্গীয় কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিবেন। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্রগণ তাঁহার পিতার একখানি চিত্র পরিষৎকে দান করিবেন।

(গ) পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে গৃহীত সঙ্কল্প সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ কার্য্য হইয়াছে,—

১। কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৩৪১৮/৯, আলোচ্য বর্ষের আয় ১৭৲ এবং ব্যয় ৷৷৮ বাদে উদ্বৃত্ত—৩৫৮৷/৩। এই সমিতির সভাপতি স্বর্গীয় মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ভবনে সমিতির এক অধিবেশন হইয়াছিল। কবিবরের জন্মভূমিতে তাঁহার নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় এই অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল। কোনও প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয় নাই।

২। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল – গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৭৫১৮/০, আলোচ্য বর্ষের আয় ৩৯৮৯। "কবি হেমচন্দ্র" গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণে ৬৫৷৶৬ এবং "হেমচন্দ্রের কাব্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একটি সুবর্ণ-পদক দেওয়া হয়, তজ্জন্য ৩২৶০ ব্যয় হয়। বর্ষশেষে এই তহবিলে ৬৯৩৷৶৩ উদ্বৃত্ত আছে।

৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ২৭/০। আলোচ্য বর্ষে কোনই আয় হয় নাই, কিন্তু কবিবরের বার্ষিক স্মৃতিসভার আয়োজন করিতে ২০৮/৩ ব্যয় হইয়াছে। বর্ষশেষে ৬৶৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

৪। অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল – গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ২৭১৲, আলোচ্য বর্ষের আয় ১০৲, কোন ব্যয় হয় নাই। বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—২৮১৲।

৫। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ২১৬৭৷৯, আলোচ্য বর্ষের আয় ১০৭৶০ এবং "শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়কে ১০০৲ পুরস্কার দেওয়া হয় এবং তদানুষঙ্গিক ব্যয় ।০ হয়। বর্ষশেষে এই তহবিলে ২১৭৪৷/৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

৬। স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৬৫৷০, আলোচ্য বর্ষে কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। এ বিষয়ে পূর্ব্বে এই মর্ম্মে সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছিল যে, এই তহবিলে অরিও ৩৪৮০ সংগ্রহ করিয়া মোট ১০০৲ টাকার সুদ হইতে স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে পদকাদি দিবার ব্যবস্থা হইবে।

৭। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল—১০০৲। এই তহবিলের কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় মৃত মহাত্মার এক তৈল-চিত্র প্রস্তুত করিতেছেন। উহা তিনি পরিষৎকে দান করিবেন। চিত্র প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে।

৮। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল—১৪৫৲ গত বর্ষে উদ্বৃত্ত ছিল। এই টাকায় আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্বনির্দ্ধারণ অনুসারে দুইটি পুস্তকাধার তৈয়ারী হইয়াছে। উহাতে কবির গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি রক্ষিত হইয়াছে।

৯। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। পূর্ব্ববৎসরের উদ্বৃত্ত ৩/৬, বর্ত্তমান বর্ষের আয় ৭০৲। এই অর্থ দ্বারা চিত্রকরের প্রাপ্য ৭০৲ শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট ৩/৬ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পূর্ব্বনির্দ্দেশ অনুসারে পরিষদের সাধারণ তহবিলভুক্ত হইয়াছে।

১০। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি-তহবিল। গত বর্ষের উদ্বৃত্ত কিছুই ছিল না। আলোচ্য বর্ষে ২৲ আয় হইয়াছে। দেশবন্ধুর একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, উহা বর্ত্তমান বর্ষেই প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই জন্য কতিপয় বন্ধু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

১১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি—আলোচ্য বর্ষে স্থির হইয়াছে যে, ঢাকার 'বান্ধব'-সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, প্রতিশ্রুত বার্ষিক সাহায্য ৫০৲ টাকার পরিবর্ত্তে এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। অদ্য তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে।

১২। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহাশয়ার চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যয় নির্ব্বাহের পর উদ্বৃত্ত ১৲ সাধারণ তহবিলভুক্ত হইয়াছে।

১৩। যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় ইঁহার একখানি তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। তাহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ঘ) স্মৃতিরক্ষার পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাগুলি ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহিত্যসেবিগণের স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। পরিষৎ এই জন্য দেশবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

১। মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, ২। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ৩। নীলরতন মুখোপাধ্যায়, ৪। হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, ৫। প্রাণনাথ দত্ত, ৬। চারুচন্দ্র ঘোষ, ৭। কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, ৮। রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, ৯। রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, ১০। ললিতচন্দ্র মিত্র, ১১। স্যর আশুতোষ চৌধুরী, ১২। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, ১৩। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। মহারাজ জগদিন্দ্র-নাথ রায়, ১৬। দামোদর মুখোপাধ্যায়, ১৭। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১৮। চণ্ডীচরণ সেন, ১৯। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, ২০। অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২১। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ২২। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং ২৩। যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে পদক ও পুরস্কারের জন্য কোনও প্রবন্ধ নির্ব্বাচন হয় নাই। এতদ্ব্যতীত পরিষৎ হইতে যে ভাবে পদকাদি দিবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা অতঃপর চলিবে কি না, তৎসম্বন্ধে আলোচনার জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির অধিবেশন এখনও হয় নাই।

ছাত্র-সভ্য

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে নির্ব্বাচিত ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে ২।১ জন ব্যতীত অন্য কোন ছাত্র কোন কাজ করিতেছেন কি না, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে ৫ পাঁচ জন নূতন ছাত্রসভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মুরশিদাবাদ শক্তিপুর হইতে একখানি নবাবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন সংগ্রহ করিয়া উপহার দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নদীয়া ও যশোহর জেলার সন্ধিস্থল হইতে নানা কীর্ত্তন গান, পালা, ছড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহার অন্যতম সংগ্রহ "নিমাই-সন্ন্যাসের পালা" পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় এই ছাত্র-সভ্যকে উৎসাহিত করিবার জন্য এবং অনুসন্ধানের জন্য নানা স্থানে যাতায়াতের পাথেয়স্বরূপ ৯৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের 'রামচরিতের' অনুবাদ প্রকাশ বিষয়ে উহার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত কাজ করিতেছেন। আশা করা যায়, অপরাপর ছাত্রসভ্যগণ এই ভাবে কার্য্য করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসভ্যগণের একটি অধিবেশন হইয়াছিল।

নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পরিষদের কতকগুলি নিয়মের পরিবর্ত্তন এবং নূতন নিয়ম গঠন হইয়াছে। পরিশিষ্টে এই সকল নিয়মাবলী প্রদত্ত হইল।

বিশেষ বিশেষ দান

সদস্যগণের দেয় চাঁদা আদায় ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ দান পাওয়া গিয়াছে,—

(ক) স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত করিবার সাহায্য।

(খ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুতের জন্য সাহায্য।

(গ) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে স্থাপিত ভাণ্ডারে দান।

(ঘ) মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের শোক-সভার অনুষ্ঠানে সাহায্য।

পরিশিষ্টে চাঁদাদাতৃগণের নাম ও দানের পরিমাণ প্রদত্ত হইল।

এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম এ, বি এল মহাশয় তাঁহার রচিত "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" গ্রন্থের ২৩৯ খণ্ড পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা পরিষদের সাধারণ তহবিল পুষ্ট হয়, ইহাই দাতার অভিপ্রায়।

বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট

গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ১২০০৲ পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গবর্মেণ্টের স্কুল ও কলেজে বিতরণের জন্য ২০২ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা গবর্মেণ্ট খরিদ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য গবর্মেণ্টের প্রতিশ্রুত দান ১৬০০০৲ টাকা বর্ত্তমান বর্ষের বজেটে মঞ্জুর হইয়াছে। এই জন্য পরিষৎ গবর্মেণ্টের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন

পরিষদের পুস্তকালয়ের পুস্তকাদি খরিদ করিবার জন্য কলিকাতা করপোরেশন পরিষৎকে ৬৫০৲ দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত পরিষদের চিত্রশালা ও পুথিশালার জন্য কলিকাতা করপোরেশনের দান ২৪০০৲ আলোচ্য বর্ষের প্রথমেই পাওয়া গিয়াছিল এবং বর্ত্তমান বর্ষের দরুণ এই বাবদ দান ২৪০০৲ বর্ষের শেষভাগে পাওয়া গিয়াছে। এই অর্থ প্রাপ্তিতে যে চিত্রশালার বিশেষ উপকার হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই সকল আর্থিক সাহায্য ব্যতীত করপোরেশন পরিষদ্ মন্দিরের ও রমেশ-ভবনের ভূমির ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। এ বিষয়ে সর্ত্ত এই যে, পরিষদের ও চিত্রশালার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে করপোরেশনের এক বা একাধিক কাউন্সিলারকে করপোরেশনের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। করপোরেশনের এই উদারতাপূর্ণ সাহায্যের জন্য পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

পরিষদের আলোচ্য বর্ষের আয়ব্যয়-বিবরণ বিস্তৃতভাবে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। ইহাতে সাধারণ, গচ্ছিত ও স্থায়ী তহবিল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাণ্ডারের হিসাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। অধুনা পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে সকল বিভাগের কার্য্য রীতিমত ভাবে পরিচালন করিতে হইলে উপযুক্ত অর্থব্যয় প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, পরিষদের তহবিলে সেরূপ অর্থের স্বচ্ছলতা নাই। পক্ষান্তরে সে সকল কাজই পরিষদের অবশ্য কর্ত্তব্য—পরিষৎ সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জন্মলাভ করিয়াছে। পরিষৎকে যদি বাঁচিতেই হয়, তবে তাহার উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না, সুদিনের প্রতীক্ষায় তাহাকে অভাবের সহিত লড়াই করিয়া চলিতেই হইবে। বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট, কলিকাতা করপোরেশন, লালগোলার মহারাজ বাহাদুর প্রভৃতির প্রদত্ত দানে পরিষদের বহু অতিপ্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা পরিষৎ মুক্তকণ্ঠে চিরদিন স্বীকার করিবে। কিন্তু সদস্যগণের প্রদত্ত চাঁদাই ইহার জীবন রক্ষার মুখ্য উপায়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সদস্যগণের নিকট হইতে রীতিমত চাঁদা পাওয়া যাইতেছে না। ইহার হেতু কি, তাহা বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক লক্ষ্য করা প্রয়োজন হইয়াছে। পরিষৎকে বাঁচিতে হইবে এবং এই জন্য ইহার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিদ্বারা আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে। সদস্যগণই এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া পরিষদের কর্ম্মপরিচালকগণের সাহায্য করুন—আয়ের অনুপাতে ইহার ব্যয় সংক্ষেপ করিতে গিয়া ইহার শক্তিকে সংহত করা হইবে না। আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয় সমিতির ৭ সাতটি অধিবেশন হইয়াছিল।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় দুঃস্থ সাহিত্যিকদিগের পরিবারকে ও সাহিত্যিকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এই ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া ২১০০৲ কোম্পানীর কাগজ দান করেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল যে,এই ভাণ্ডারে তিনি আরও কিছু টাকা দিবেন। তদনুসারে তিনি আলোচ্য বৎসরে ৩৷৷০ সুদের ৮৪০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। গত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কতিপয় মহানুভব সদস্য তাঁহাদের রচিত পুস্তকও এই ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। সেই সকল পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন করিবে, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। আলোচ্য বর্ষে উক্ত কোম্পানীর কাগজে, সুদে ও পুস্তক বিক্রয় করিয়া সর্ব্বসমেত ৮৭৮৩৷/৩ আয় হইয়াছিল। তাহা হইতে ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কন্যাকে মাসিক ৬৲ হিসাবে, ৺ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পত্নী মহাশয়াকে মাসিক ১০৲ হিসাবে এবং চন্দননগরনিবাসী শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ মহাশয়কে মাসিক ৬৲ হিসাবে সাহায্য দিয়া বর্ষমধ্যে ২২৪৲৬ ব্যয় হইয়াছে। বর্ষশেষে এই ভাণ্ডারে ১০৯২৩৷/০ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

স্বর্গীয় অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত ১০০০৲ টাকা গত বর্ষের শেষে সুদ সমেত ১৩১৭৷০ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৬৪৸০ সুদ পাওয়ায় বর্ষশেষে এই তহবিলে ১৩৮২৲ জমা হইল। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষেও এই তহবিলের অর্থের দ্বারা কোন কার্য্য করিতে পারা যায় নাই। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বৌদ্ধপূর্ব্বযুগের ভারতের ইতিহাস" রচনার যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করা যায় কি না, তদ্‌বিষয়ে সভাপতি মহাশয়ের সহিত ইতিহাস-শাখার আলোচনা করিবার কথা ছিল। এ সম্বন্ধে কোন কাজ হয় নাই।

শাখা-পরিষৎ

পরিষদের ১৫টি শাখার মধ্যে আলোচ্য বর্ষে দিল্লী, কাশী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ত্রিপুরা, ভাগলপুর, কাটনা, বর্দ্ধমান ও উত্তরপাড়া-শাখার কোনই কার্য্যবিবরণ পাওয়া যায় নাই। রঙ্গপুর, মেদিনীপুর, মীরাট, গৌহাটী, কটক ও নদীয়া শাখার কার্য্যবিবরণ হইতে জানা যায় যে, সেই সকল স্থানে বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চার জন্য শাখার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা আছে। তন্মধ্যে রঙ্গপুর ও মেদিনীপুর শাখা-পরিষৎ প্রতি বৎসর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে যে সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন করিয়া থাকেন, তাহা সকল শাখারই অনুকরণীয়। আলোচ্য বর্ষে রঙ্গপুরে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে দুই দিনে শাখার বার্ষিক অধিবেশন ও সাহিত্য-সম্মিলন হয় এবং মেদিনীপুরে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে দুই দিনে শাখার বার্ষিক অধিবেশনে প্রবন্ধাদি পাঠ ও পুরস্কার বিতরণাদি হইয়াছিল। পরিশিষ্টে সংক্ষেপে শাখাগুলির কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইল। মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক উৎসবে মূল-পরিষৎ হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল।

আসবাব প্রভৃতি

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের বিভিন্ন বিভাগের ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আসবাব প্রস্তুত এবং সংগৃহীত হইয়াছে,—

(ক) চিত্রশালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ও ইষ্টকাদি রাখিবার জন্য বড় বড় ওয়াল্‌কেস্ দুইটি।

(খ) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের জন্য এক জোড়া টেবিল।

(গ) একখানি ব্ল্যাক বোর্ড ও একটি ছোট নোটিস্ বোর্ড।

(ঘ) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় পরিষদ্ মন্দিরের সজ্জার জন্য কতকগুলি 'এরিকা পাম' গাছ দান করিয়াছেন।

(ঙ) পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত উক্ত আসবাবগুলি ব্যতীত পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ মহাশয়া তাঁহার প্রদত্ত শৈলস্মৃতি-সংগ্রহের পুস্তক রাখিবার জন্য দুইটি সুদৃশ্য আলমারী দান করিয়াছেন।

(চ) শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ মহাশয়া মস্তাধার রাখিবার জন্য একখানি মোরাদাবাদী থালা দান করিয়াছেন।

মন্দির ব্যবহার

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে আলো ও পাখার খরচ লইয়া পরিষদের দ্বিতলের হল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল ;—১। আয়ুর্ব্বেদ সঙ্ঘ, ২। উদয়-সঙ্ঘ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের ১৯।২০।২১এ মাঘ সরস্বতী পূজার অবকাশে কলিকাতার দক্ষিণে ভবানীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঊনবিংশ অধিবেশন হইয়াছিল। সম্মিলনের নির্ব্বাচিত মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মিলন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া সম্মিলনের সভানেত্রী হইয়াছিলেন। ইতিহাস-শাখায় কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, দর্শন-শাখায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ এবং বিজ্ঞান-শাখায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মূল সভানেত্রী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী হইয়াছিলেন। সম্মিলনে গৃহীত মন্তব্যগুলি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজেষ্টারী করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অধিবেশন কোথায় বসিবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

উপসংহার

দেখিতে দেখিতে আর এক বৎসর অতীত হইল। বৎসরের পর বৎসর পরিষদের কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সদস্য-সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি হইতেছে না ও সাধারণের নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। পরিষৎ দেশবাসীর নিজহস্তে প্রতিষ্ঠিত ও নিজযত্নে সংবর্দ্ধিত। উপযুক্ত সাহায্য অভাবে যদি ইহার কার্য্য সঙ্কুচিত হয় ও ইহা যথাযথ প্রসার লাভ না করে, তজ্জন্য দেশবাসী দায়ী। নিবিষ্ট অনুসন্ধানের দ্বারা দেশের অতীত ইতিহাস গঠনের যে সকল লুপ্তপ্রায় উপাদান এখনও চারি দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেগুলি যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত একত্র সংগৃহীত ও গ্রথিত করিয়া অতীত গৌরবের

সৌধ পুনর্নির্ম্মাণ উদ্দেশ্যে এবং আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভাষার শক্তিসঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এই যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনা করিয়া, ইহার রক্ষা ও উন্নতির ভার আমাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, আমরা যেন সে কর্ত্তব্য ভুলিয়া উদাসীন হইয়া না বসিয়া থাকি। এই মহৎ কর্ত্তব্য সাধনের জন্য যে ত্যাগ ও যে প্রচেষ্টার আবশ্যক, তাহাতে যেন আমরা পরাঙ্মুখ না হই ও প্রতিষ্ঠাতাদের সাধনার পথের অনুবর্ত্তী হইয়া যেন আমরা পরবর্ত্তিগণের জন্য উন্নততর ও অধিকতর শক্তিমান্ পরিষৎ গড়িয়া তুলিতে পারি।

বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যবিবরণ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আমরা আমাদের সাহায্যকারী ও সহকর্ম্মিগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের চিত্রশালায় যে সকল দুর্ম্মূল্য উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে ও ক্রমশঃ হইতেছে, তাহার সংরক্ষণের জন্য পরিষদের চিত্রশালা "রমেশ-ভবন"গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও ডাইরেক্টর মহোদয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এককালীন ১৬০০০৲ দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অর্থের দ্বারা পরিষৎ রমেশ-ভবনের অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে আশা করেন। এই দানের জন্য পরিষৎ শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত খাজা নাজিমুদ্দিন ও ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্টন্ সাহেবের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। চিত্রশালার জন্য কলিকাতা করপোরেশন বাৎসরিক ২৪০০৲ বৃত্তি প্রদানে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের মূল্যবান্ উপাদানগুলি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া পরিষৎকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট পুস্তক প্রকাশ হিসাবে বার্ষিক ৩৬০০৲ টাকা ব্যয়ের করারে বার্ষিক ১২০০৲ দিয়া থাকেন। পরিষৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এতদপেক্ষা অধিক সাহায্য প্রত্যাশা করেন। পরিষৎ বহুতর মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এখনও যে পরিমাণ উপাদান আছে, তাহা অর্থাভাবে প্রকাশ হইতেছে না। বঙ্গের ভাষা ও ইতিহাসের যাহাতে উপযুক্ত অনুশীলন ও প্রচার হয়, তদুদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা আপাততঃ গ্রন্থাদি প্রচার-বিভাগের জন্য বার্ষিক অন্ততঃ ৩৬০০৲ দান আমরা প্রত্যাশা করি।

যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কর্ম্মিগণ পরিষদের কার্য্য পরিচালনে আলোচ্য বৎসরে সহায়তা করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট ঋণী। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ সেবা না পাইলে পরিষদের কার্য্য পরিচালনা সম্ভবপর হইত না। কর্ম্মাধ্যক্ষদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। গত পাঁচ বৎসরকাল তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া অক্লান্তভাবে পরিষদের উন্নতিকল্পে পরিশ্রম করিয়াছেন। বার্দ্ধক্য বা শারীরিক অপটুতা তাঁহার ধ্যান ও কর্ম্মকে কোনও প্রকারে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কর্ম্মিগণ তাঁহার আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পরিষদের নিয়মানুসারে তাঁহাকে আমরা পুনর্ব্বার আমাদের নেতাস্বরূপ নির্ব্বাচন করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমরা আশা করি যে, তিনি যেন এখনও বহু বৎসর তাঁহার অক্লান্ত ধ্যান ও চেষ্টা দ্বারা পরিষৎকে অনুপ্রাণিত করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থলে যাঁহাকে আমরা আজ নেতারূপে পাইতেছি, তিনি আজীবন যেরূপ স্নেহ ও সাধনা দ্বারা পরিষৎকে শক্তিমান্ করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস যে, তাঁহার

নেতৃত্বে সে শক্তির ক্রমশঃ প্রসার ও বৃদ্ধি হইয়া পরিষৎ আমাদের জাতীয় জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইতি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা,
বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, ৩২এ জ্যৈষ্ঠ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি।

দৈনিক—১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২। দৈনিক বসুমতী *, ৩। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, ৪। বঙ্গবাণী, ৫। Advance *, ৬। Amrita Bazar Patrika, ৭। The Bengalee, ৮। The Englishman*, ৯। Basumati *, ১০। Liberty, ১১। The Statesman। *

সাপ্তাহিক—১২। এডুকেশন গেজেট, ১৩। খাদেম, ১৪। খুলনাবাসী, ১৫। গৌড়ীয়, ১৬। চারু-মিহির, ১৭। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ, ১৮। ঢাকা-প্রকাশ, ১৯। নবশক্তি, ২০। পল্লীবাসী, ২১। ফরিদপুর-হিতৈষিণী, ২২। বঙ্গবাসী, ২৩। বঙ্গরত্ন, ২৪। বসুমতী, ২৫। বীরভূম-বার্ত্তা, ২৬। মুক্তি, ২৭। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ২৮। মোহাম্মদী, ২৯। শক্তি, ৩০। সময়, ৩১। সঞ্জীবনী, ৩২। সুরাজ, ৩৩। স্বায়ত্ত-শাসন (ঢাকা), ৩৪। হিতবাদী, ৩৫। হিন্দু, ৩৬। Calcutta Municipal Gazette *, ৩৭। Indian Messenger, ৩৮। Mussalman, ৩৯। Navavidhan, ৪০। Welfare, ৪১। Young India,* '

পাক্ষিক—৪২। তত্ত্ব-কৌমুদী, ৪৩। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৪৪। সম্মিলনী, ৪৫। স্বায়ত্ত-শাসন, ৪৬। হিন্দু-মিশন।

মাসিক—৪৭। অর্চ্চনা, ৪৮। আর্য্যদর্পণ, ৪৯। আর্থিক উন্নতি, ৫০। উপাসনা, ৫১। উৎসব, ৫২। উদ্বোধন, ৫৩। কল্যাণ (হিন্দী), ৫৪। কংসবর্ণিক্ পত্রিকা, ৫৫। কায়স্থ পত্রিকা, ৫৬। কায়স্থ-সমাজ, ৫৭। কালি-কলম, ৫৮। কৃষিসম্পদ্, ৫৯। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্র, ৬০। গৌড়প্রভা, ৬১। চিকিৎসা-প্রকাশ, ৬২। জন্মভূমি, ৬৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৬৪। তন্ত্র ও তন্ত্রী, ৬৫। তাম্বূলি পত্রিকা, ৬৬। তেলি-বান্ধব, ৬৭। পঞ্চপুষ্প, ৬৮। প্রজাপতি, ৬৯। প্রবর্ত্তক, ৭০। প্রবাসী, ৭১। বঙ্গলক্ষ্মী, ৭২। বিশ্ববাণী, ৭৩। বিশাল ভারত (হিন্দী), ৭৪। বিচিত্রা, ৭৫। বৈষ্ণশক্তি, ৭৬। ব্রহ্মবাদী, ৭৭। ব্রাহ্মণ-সমাজ, ৭৮। ভক্তি, ৭৯। ভাণ্ডার, ৮০। ভারতবর্ষ, ৮১। মাতৃমন্দির, ৮২। মাধবী, ৮৩। মানসী ও মর্ম্মবাণী, ৮৪। মাসিক বসুমতী, ৮৫। মাহিষ্য-সমাজ, ৮৬। মিথিলা (হিন্দী), ৮৭। মোদক হিতৈষিণী,

৮৮। যোগীসখা, ৮৯। রামধনু, ৯০। শনিবারের চিঠি, ৯১। শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণ, ৯২। শান্তিপুর, ৯৩। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৯৪। সদ্গোপ পত্রিকা, ৯৫। সাহিত্য-সংবাদ, ৯৬। সুবর্ণ-বণিক্ সমাচার, ৯৭। স্বদেশী বাজার, ৯৮। সৌরভ, ৯৯। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১০০। স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০১। হিন্দী প্রচারক (হিন্দি), ১০২। হোমিওপ্যাথি পরিচারক, ১০৩। American Anthropologist, ১০৪। Journal of Ayurveda, ১০৫। Calcutta Medical Journal, ১০৬। Calcutta Review, ১০৭। Commercial India, ১০৮। Health and Happiness ১০৯। Industry, ১১০। Indian Medical Record.

দ্বৈ-মাসিক—১১১। Indian Journal of Medicine, ১১২। Museum of Fine Arts Bulletin, ১১৩। গ্রামের ডাক, ১১৪। প্রকৃতি।

ত্রৈ-মাসিক—১১৫। আসাম-সাহিত্য-সভা পত্রিকা, ১১৬। নাগরী-প্রচারিণী-পত্রিকা (হিন্দী), ১১৭। পুরাতত্ত্ব (হিন্দী), ১১৮। প্রতিভা, ১১৯। রবি, ১২০। Indian Historical Quarterly, ১২১। Quarterly Journal of the Andhra Historical Research Society, ১২২। Quarterly Journal of the Mythic Society, ১২৩। Muslim Review, ১২৪। Rupam, ১২৫। Vishvabharati Quarterly, ১২৬। Modern Review*, ১২৭। Indian Antiquary *.

শাখা-সমিতির সভ্যগণ

(ক) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, বি এল, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ, কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ,—আহ্বানকারী।

(খ) ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, সভাপতি।

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট, ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, পি-এচ্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট, ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ

লাহা এম এ, বি এল্, পি-এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ, বি এল, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্ এ, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ —আহ্বানকারী।

(গ) দর্শন-শাখা

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এম এ, পি-এচ্ ডি,—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম এ, বি এল্, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল্,মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন,শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম এ, পি-এচ্ ডি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ডাঃ শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি, রায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দে বাহাদুর এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, এম এ, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ,—আহ্বানকারী।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন এম এ, ডি এস-সি,—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ্ জি এস্, ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই ; ডাঃ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস-সি, এম ডি, এফ জেড্ এস্, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র এম বি, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম্ এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার, ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, পি-এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু এম এ, বি এল, পি এচ-ডি শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ—আহ্বানকারী।

(ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত

সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাঙ্খ্যতীর্থ এম এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত —আহ্বানকারী।

(চ) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি-এস্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ— আহ্বানকারী।

(ছ) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এ, এটর্ণি, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম এল সি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি, শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম এ, ডি এল, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ —আহ্বানকারী।

(জ) চিত্রশালা-সমিতি

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ. এটর্ণী, ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস্, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল্, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস্-সি, এম ডি, এফ্ জেড্ এস্, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার শাখা-সমিতি

আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্ এ।

(১) রসায়ন-সমিতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন এম এ, ডি এস্-সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ. এফ সি এস, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মজুমদার এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী ডি এস-সি, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত উমাপতি বাজপেয়ী এম এ।

(২) পদার্থ-তত্ত্ব, গণিত ও জ্যোতিষ-সমিতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম এ, ডি এস-সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি, এস-সি, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস-সি, এম ডি, এফ্ জেড এস্, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহা এম এ।

(৩) উদ্ভিদ্-তত্ত্ব-সমিতি

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম এ, এফ সি এস, ডাঃ শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার এম এ, শ্রীযুক্ত অলক সেন এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস-সি, এম্ ডি, শ্রীযুক্ত অমৃতোষ দাশগুপ্ত এম এ।

(৪) প্রাণিতত্ত্ব-সমিতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এডিন্), এফ আর ই এস, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস-সি, এম ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত বি কে দাস ডি এস-সি।

(৫) ভূতত্ত্ব-সমিতি

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত কিরণকুমার সেনগুপ্ত এম এস-সি, শ্রীযুক্ত শরৎলাল বিশ্বাস এম এস্-সি।

(ঝ) হরপ্রসাদসংবর্দ্ধন গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস্-সি, এম ডি, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, কুমার ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি —আহ্বানকারী।

(ঞ) পুরস্কার-প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, এবং পরিষদের সম্পাদক।

(ট) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ (আহ্বানকারী)।

(ঠ) প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ (গ্রাম্য শব্দ-কোষ) সমিতি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, (আহ্বানকারী)।

(ড) কর্ম্মচারিগণের কার্য্য-ব্যবস্থা ও কার্য্য-নির্দ্দেশ সমিতি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, পরিষদের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(ঢ) বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পরিদর্শন-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, পরিষদের সম্পাদক এবং বিভাগীয় কার্য্যাধ্যক্ষগণ।

(ণ) জ্যোতিষ-সমিতি

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (আহ্বানকারী)।

(ত) চণ্ডীদাস-সম্পাদক-সঙ্ঘ

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ।

(থ) প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য-কোষ-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ (আহ্বানকারী)।

(দ) পুরস্কার ও পদকদানের রীতি আলোচনা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, পরিষদের সম্পাদক—(আহ্বানকারী)।

(ধ) অমৃতলাল বসু স্মৃতি-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম এ, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (আহ্বানকারী)।

(ন) কাশীরাম দাস স্মৃতি-সমিতির অতিরিক্ত সভ্যগণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মিত্র, শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায় এম বি, শ্রীযুক্ত রায় চন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ কুণ্ডু বি এ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ (আহ্বানকারী)।

(প) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব সম্পর্কীয় সমিতি

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

(ফ) প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আলোচনা-সমিতি

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং পরিষদের সম্পাদক।

(ব) ভোট-পরীক্ষকগণ

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, এম এ।

পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলী

১৪ (ক) নিয়মের "কোনও মাসিক" কথারপর "বা বার্ষিক" বসিবে।

১৫শ নিয়ম এইরূপ হইবে—"প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ দিতে হইবে এবং কলিকাতাবাসী প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে মাসিক অন্যূন ১৲ অথবা বার্ষিক অন্যূন ১২৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে এবং মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক ৮৲ টাকা চাঁদা দিতে হইবে।

৩৩ (ক) নিয়মের "লিখিত" কথা বাদ দেওয়া হউক। "তৎকর্ত্তৃক এই প্রস্তাবের" পর "এবং তৎসঙ্গে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবিত কার্য্যাধ্যক্ষের নাম" বসিবে।

৩৩ (খ) "সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত" এই কথার পর "এবং ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত" বসিবে।

৩৫শ নিয়মের "সভাপতি ও সহকারী সভাপতি" এই কথার পর "এবং কোষাধ্যক্ষ" বসিবে।

৩৬ (ক) নিয়মের "প্রতি সদস্যের নিকট" এই কথার পর "টিকিটবিহীন নির্ব্বাচন-পত্র মুদ্রিত খামসমেত" এই কথা বসিবে।

৫৫শ নিয়মের "গৃহনির্ম্মাণ তহবিল" এই কথার পর "বিশিষ্ট ধনভাণ্ডার, দেনা-পাওনার তালিকা ও আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ" যোগ হইবে।

৯৯ নিয়মের শেষে বসিবে—"এবং তিন মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত মন্তব্য প্রত্যাহৃত বা পরিবর্ত্তিত হইবে না" যোগ হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের

ঊনবিংশ অধিবেশনে (ভবানীপুরে) গৃহীত মন্তব্য

প্রথম প্রস্তাব—

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণকল্পে সমস্ত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) রাধানগরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের স্মৃতি-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য সাহায্য করিতে সমস্ত ভারতবাসী সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী এবং স্বর্গীয় মহাত্মার গুণমুগ্ধ ও অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রকেই এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

(গ) কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও প্রচারণ (circulating) পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য সমস্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডকে এবং ইংরেজি স্কুল ও কলেজ-সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্ত-সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

তৃতীয় প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সম্মিলনের মতে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি উচ্চ, কি নিম্ন, সকল প্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারার্থ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত করা আবশ্যক।

(ক) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন এবং ছাত্রেরাও প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা ভাষায় দিতে পারিবেন—এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(খ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(গ) বঙ্গভাষায় উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থপ্রণয়ন এবং সংস্কৃত, আরবী, পার্শী ও ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঙ) দেশের প্রাচীন ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, কিংবদন্তী প্রভৃতির উদ্ধার সাধন ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা উচিত।

উপরি-উক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মিলনের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশনের নিকট প্রেরিত হউক।

(চ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য বঙ্গভাষায় পঠন, পাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা কর্ত্তৃক গত ৮ বৎসর পূর্ব্বে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল, তাহা অনতিবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করা হউক।

চতুর্থ প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, কৃষি-কথা, ব্রতকথা, উপকথা প্রভৃতি, বিভিন্ন জাতির আচার-

ব্যবহার, প্রাদেশিক শব্দ এবং প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া সমিতি গঠিত করা হউক।

পঞ্চম প্রস্তাব—

বঙ্গদেশে যে সকল মেডিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভে স্কুল আছে এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তৎসমুদয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত করা হউক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—

সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং বিষয়ান্তরের আলোচনাকারীদিগের আলোচনার সুবিধার জন্য প্রতি বর্ষে বাঙ্গালার সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালা অথবা অন্য ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহের এক একটি তালিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক। সম্ভবপর হইলে এই তালিকা প্রতি বৎসর সম্মিলনে উপস্থাপিত করা হইবে। পরিচালন-সমিতি এই কার্য্যের জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়া দিবেন। এই সমিতির সভ্যগণের মধ্যে এক বা অধিক ব্যক্তিকে এক এক বিষয়ের তালিকা সংগ্রহের ভার দেওয়া হউক।

সপ্তম প্রস্তাব—

পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠিত হউক। (পরিশিষ্ট কার্য্যালয়ে দ্রষ্টব্য)।

অষ্টম প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে রেজিষ্টারী করিবার জন্য সত্বর ব্যবস্থা করা হউক এবং তদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশন (Memorandum of Association) গৃহীত হউক।

মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশন

(১) এই সম্মিলন "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন" নামে অভিহিত হইবে।

(২) কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের রেজিষ্টার্ড কার্য্যালয় স্থাপিত হইবে।

(৩) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে,—

(ক) সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময়।

(খ) বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা।

(গ) বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্য নির্ণয়।

(ঘ) বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে প্রতি বৎসর যে সমস্ত নূতন তথ্য বাহির হয়, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত-সার সঙ্কলন ও প্রকাশ করা।

(ঙ) সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-বিভাগে প্রকাশিত বিবিধ মূল তথ্যের সংক্ষিপ্ত-সার সঙ্কলন ও প্রকাশ।

(চ) দুঃস্থ সাহিত্যিকগণ ও তাঁহাদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য অর্থসংগ্রহ করা ও তাহা বিতরণ করা।

(ছ) জনগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার।

(৪) উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অর্থ এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান গ্রহণ, ক্রয় বিক্রয়, দায় সংযোগ ও হস্তান্তরাদি করিতে পারিবেন ;

(৫) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পরিচালনের জন্য নিয়মাবলী গঠন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদি করিতে পারিবেন।

(৬) ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত আছেন। (পরিশিষ্ট কার্য্যালয়ে দ্রষ্টব্য)।

নবম প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজিষ্টারী করিবার উদ্দেশ্যে মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনের সঙ্গে আপাততঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নিম্নোক্ত নিয়মাবলী রেজিষ্টারী অফিসে প্রেরিত হউক এবং অপরাপর নিয়মাবলী গঠনের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হউক।

নিয়মাবলী—

(১) নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন,

(ক) বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি।

(খ) যে সকল সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

(২) উক্ত (ক) ও (খ) শ্রেণীর সদস্যগণ বার্ষিক ২৲ দুই টাকা হিসাবে চাঁদা না দিলে তাঁহারা সদস্যের কোন অধিকার পাইবেন না।

(৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য (ক) "সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি" এবং (খ) "সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি" নামে দুইটি সমিতি গঠিত হইবে।

(ক) সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি অনধিক ১৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং এই সমিতি নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইবে,—বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত ১০০ জন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির যে সকল সভ্য সম্মিলনের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে লইয়া। সম্মিলনের মূল সভাপতি এই সমিতির সভাপতি হইবেন।

(খ) সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি ২৫ জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে,—যথা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ১ জন, সম্পাদক ১ জন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ১১ এগার জন এবং সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি হইতে ১১ জন। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদক দুই জন থাকিবেন, যথা—১ জন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক এবং সম্মিলনের শেষ বৈঠকে নির্ব্বাচিত সম্পাদক ১ জন।

(৪) এই সম্মিলনের অধিবেশন প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইবে। সাধারণতঃ কোন্ বৎসর কোন্ স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনেই স্থির করিতে হইবে। কোন বৎসর কোন স্থান স্থিরী [illegible]

সম্মিলনের অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) যে বৎসর যে স্থানে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই স্থানের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ পূর্ব্ব-সম্মিলনের অধিবেশনের পর সম্মিলনসম্বন্ধীয় স্থানীয় সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করিবেন।

(৬) অন্যূন দুই দিন সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। যদি প্রয়োজন হয় এবং সময়ের সুবিধা থাকে, তবে দুই দিনের অধিক দিনও অধিবেশন হইতে পারিবে; তবে তাহা প্রথম হইতে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

(৭) কার্য্যের সুবিধার্থ এই সম্মিলনের কার্য্য আলোচ্য বিষয়ানুসারে নিম্নলিখিত ৫ ভাগে বিভক্ত হইতে পারিবে। প্রয়োজন ও সুবিধা হইলে একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন হইতে পারিবে।

(ক) সাহিত্য-শাখা (কাব্য, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি)।

(খ) দর্শন-শাখা।

(গ) ইতিহাস-শাখা (ইতিহাস, সমাজ-তত্ত্ব, প্রত্ন-তত্ত্ব প্রভৃতি)।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা (গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভূ-বিদ্যা, শিল্প প্রভৃতি)।

(ঙ) চিকিৎসা-বিদ্যা।

(চ) অর্থনীতি-শাখা।

(ছ) সুকুমার শিল্প ও কলাবিদ্যা-শাখা।

(৮) আবশ্যক হইলে, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি ও সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি একযোগে এই সকল নিয়মের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন, কিন্তু সে সমস্ত অব্যবহিত পরবর্ত্তী সম্মিলনের অধিবেশনে অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে।

(৯) কোন ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে এই সম্মিলনে আলোচনা হইবে না।

নিয়মাবলী-গঠন-সমিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

„ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

„ যতীন্দ্রনাথ বসু

আবশ্যক হইলে এই সমিতি আরও পাঁচ জন অতিরিক্ত সভ্য এই সমিতিতে হইতে পারিবেন।

শাখা-পরিষদের কার্য্য-বিবরণ

রঙ্গপুর-শাখা

২৫শ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সদস্য-সংখ্যা—বিশিষ্ট—৩, অধ্যাপক—৫, সহায়ক—২, সাধারণ—১০২, ছাত্র—২৭, মোট—১৪০।

অধিবেশন-সংখ্যা—সাধারণ—৭, সাংবৎসরিক—১।

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদি ও লেখকগণ,—

১। নারীশিক্ষা-সমস্যা——শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা দেবী।

২। দার্শনিকের লক্ষ্যপথ—শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

৩। প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়—শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বাগচী বি এ।

৪। তত্ত্ববিদ্যায় পতঞ্জলি—শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

৫। ভট্ট কুমারিল ও তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

৬। দার্শনিক চার্ব্বাক—শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

শাখার আজীবন-সদস্য মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমনে এবং নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ও বরেণ্য সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল—, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবকুমার রায় চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার ও নগেন্দ্রনাথ সেন।

শাখার ২৪শ ও ২৫শ সাংবৎসরিক অধিবেশন ২৯এ ও ৩০এ চৈত্র সম্পাদিত হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে এক প্রীতি-সম্মিলন হইয়াছিল।

চিত্রশালায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয় একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৫শ ভাগ চারি সংখ্যা এবং উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সচিত্র কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই কার্য্য-বিবরণের সম্পূর্ণ ব্যয় শাখার সভাপতি মহাশয় বহন করিয়াছেন।

শাখার সংগৃহীত প্রাচীন পুথির তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে।

চিত্রশালা পরিদর্শন—প্রত্ন-পূর্ত্তবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক মৌলভী আবদুল হালিম, রাজসাহী বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত ডব্লিউ এচ্ নেলসন্, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন প্রভৃতি চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়াছেন।

পরিষৎ মন্দিরের ও তৎসংলগ্ন এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলের জীর্ণ-সংস্কার সাধিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বিভাগীয় কমিশনার ১৫০৲ পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয় সঙ্গীতের জন্য কুমারী শ্রীমতী উমা গুপ্তাকে একটি পদক দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

রঙ্গপুর জেলা বোর্ড এই শাখাকে মাসিক ২৫৲ হিসাবে আলোচ্য বর্ষে ৩০০৲ সাহায্য করিয়াছেন। আয়-ব্যয়—আয় ৬৩৬৷৵০, গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ১৫৫৩৵১৩, মোট আয় ২১৮৯৷৩, ব্যয়—৫৫৮৬৵০, বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—১৬৩০৷৷৵৩।

———

গৌহাটী-শাখা

একবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

সম্পাদক— „ „ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

অধিবেশন-সংখ্যা—৬। পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ,—

১। আহোম ইতিহাসের শেষ অধ্যায়—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদার এম্ এ।

২। ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সে কাল ও এ কাল—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম্ এ।

৩। রেডিয়াম—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সরকার এম্ এ।

৪। প্রাচীন হিন্দুর গতিবিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন (সহকারী সম্পাদক)।

৫। জন্মান্তরবাদ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদার এম্ এ।

৬। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-সন্দেশ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদশাস্ত্রী, এম্ এ।

৭। প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদ্-তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৮। আলোক-বৈচিত্র্য—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম্ এস্-সি।

৯। গো-সম্পদ্—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন বি বি সি ভি।

১০। বিজ্ঞানে সাম্যবাদ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

১১। অদৃষ্টের উপসংহার—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

এতদ্ব্যতীত মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অমৃতলাল বসু, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরসীবালা বসু, দেবকুমার রায় চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র ঘোষ, বরদাকান্ত মজুমদার ও নিশিকান্ত বসু রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

নদীয়া-শাখা

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ, এম্ বি।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্।

অধিবেশন-সংখ্যা—৫। পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ,—

১। হিন্দুনারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এম্ এ বি।

২। কবীন্দ্রের অভিমান—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল।

এক অধিবেশনে 'বসন্ত উৎসব' উপলক্ষে গান, আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ হয়।

অমৃতলাল বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয় এবং প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদি হয়।

মধুসূদনের মৃত্যু-দিবসে বিশেষ অধিবেশন হয়—এই অধিবেশনে গান, আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ হয়।

মেদিনীপুর-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল, এম্ আর্ এস্।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে।

সদস্য-সংখ্যা—১২৬।

অধিবেশন-সংখ্যা—৩২।

শাখার মাসিক অধিবেশনাদিতে পঠিত প্রবন্ধগুলি শাখা-পরিষদের মুখপত্র "মাধবী" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাদির নাম নিম্নে লিখিত হইল,—

১। ফ্রয়েডের মূলতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায় এম এ, বি এল।

২। বিদায় অভিশাপ (সমালোচনা)—ঐ।

৩। কবি হরিবোল দাসের কবির গান (সংগ্রহ)—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন।

৪। মেদিনীপুরে গাজন—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য।

৫। মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণ—শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য।

৬। শারদীয় সঙ্গীত সাহিত্য—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস।

৭। দশ মহাবিদ্যা—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল।

৮। বাংলা বর্ণমালা—ঐ।

৯। অধ্যাস—ঐ।

১০। পাণিনির কাল-নির্ণয়—ঐ।

১১। পাওয়া (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

১২। চির নূতন—„ ঐ।

১৩। কর্ণগড়— „ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল।

বালক-বালিকাগণকে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করিবার জন্য এ বৎসর পাঁচটি রৌপ্য-পদক দানের ঘোষণা শাখা-পরিষৎ হইতে করা হইয়াছে।

প্রথম—স্বর্গকেন্দ্র বুদ্ধ রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত সুদর্শন মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়—বিপদনাশিনী রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্।

তৃতীয়—শশিপ্রভা রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি বি এল্।

চতুর্থ—সৌদামিনী রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেতুয়া।

পঞ্চম—আনদাময়ী রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভঞ্জন কর্ম্মকার বি এল্।

শাখা-পরিষদের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বার-এ্যাট্-ল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আয়-ব্যয়—আয় ২৮৩৵২॥, ব্যয় ২২৮৮/১৫, উদ্বৃত্ত—৫৪।৭৷০।

মীরাট-শাখা

সভাপতি—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ্ ডি, ডি লিট্।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র পাল বি এ, এফ আই এস্ সি।

অধিবেশন-সংখ্যা—৬, এই সকল অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনাদি হয়। এতদ্‌ব্যতীত তিনটি বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব, শরচ্চন্দ্র-জন্মোৎসব এবং বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়।

আয়-ব্যয়—আয়—৭৪।৵০, ব্যয়—৬৬৷০, উদ্বৃত্ত ৭৮৵০।

কটক-শাখা

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্য্যবিবরণ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু।

ব্যবহর্ত্তা— „ ললিতকুমার দাশগুপ্ত এম এ, বি এল।

„ সতীশচন্দ্র বসু।

সদস্য-সংখ্যা—চিরমিত্র—৩, সাধারণ-সদস্য—১২, মহিলা-সদস্য—৮, ছাত্র-সভ্য—২৫, বালক-সদস্য—৩০।

একমাত্র 'পরিষৎ-পোষ্টা' যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

অধিবেশনাদি—আলোচনা-সভা—৫, বিশেষ—৩, শোক-সভা—১, হাস্যোদ্দীপক প্রবন্ধ পাঠের সভা—৪, কার্য্যান্তক পঞ্চকের অধিবেশন—৭। আলোচনা-সভায় পঠিত প্রবন্ধাদি ও লেখকগণ,—

১। প্রাচীন উৎকলে নিরাকারবাদ—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাস।

২। ভারতের সমস্যা ও তাহার প্রতিকার—শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন।

৩। সর্দ্দা আইন ও ভারতীয় স্ত্রী-সমাজ (বক্তৃতা)—শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন জোয়ার্দ্দার এম এ, বি এল।

৪। 'কিরণময়ী' চরিত্রে সাধারণ ধারণার ভুল—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৫। বঙ্কিম-সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ দিক্—শ্রীযুক্ত সলিল মুখোপাধ্যায়।

এতদ্ব্যতীত 'পরিষৎ-পোষ্টার' মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের জন্য শোক-সভা, শিশুদিগের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য এবং দোল-পূর্ণিমার দিন পূর্ণিমা-সম্মেলন এবং একটি প্রীতি-সম্মেলন হয়।

শাখা-পরিষদের গ্রন্থাগারই কটকের সাধারণ-পাঠাগার। অর্থাভাবে ইহার বিশেষ পুষ্টি হইতেছে না।

চাঁদা ও দান প্রাপ্তিতে ৪০০৲ আয় হইয়াছিল এবং উহা সমস্তই ব্যয় হইয়াছে।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ-তহবিল, স্থায়ী তহবিল ও গচ্ছিত তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ

(আয়)

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট আয়
১	চাঁদা … …	৫৭১৭৲	…	…	৫৭১৭৲
২	প্রবেশিকা … …	৫৮৲	…	…	৫৮৲
৩	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় … …	৬১৫৸৶৬	…	১৯৮।৵০	৮১৪।৶৬
৪	পত্রিকা বিক্রয় … …	৭৩৭।৵	…	…	৭৩৭।৵০
৫	বিজ্ঞাপনের আয় … …	১৯৩৲	…	…	১৯৩৲
৬	সুদ আদায় … …	১৮৴০	২৩৬৶০	১১১১।৴০	১৩৬৫॥৴০
৭	স্থায়ী তহবিল হইতে প্রাপ্তি …	২৩৬৶০	…	…	২৩৬৶০
৮	বার্ষিক সাহায্য প্রাপ্তি … …	৬৬৩৯।৶৩	…	…	৬৬৩৯।৶৩
৯	এককালীন দান … …	৯৲	…	৮৪০০৲	৮৪০৯৲
১০	স্মৃতিরক্ষার আয় … …	…	…	৭২৲	৭২৲
১১	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায় … …	৫৫।৶০	…	…	৫৫।৶০
১২	বিবিধ আয় … …	৪৮১৵৬	…	…	৪৮১৵৬
১৩	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন … …	১৫৲	…	…	১৫৲
১৪	হাওলাত আদায় … …	২৭৬॥০	…	…	২৭৬॥০
১৫	আমানত জমা … …	২০৯৵০	…	…	২০৯৵০
১৬	পরিষৎপ্রতিষ্ঠা উৎসব তহবিল …	২০৲	…	…	২০৲
১৭	হাওলাত জমা … …	…	…	২০০৵০	২০০৵০
		১৫২৮১।৩	২৩৬৶০	৯৯৮১৸৴০	২৫৪৯৯॥৩

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট ব্যয়
১	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৩৩৬৸৩	...	৬৪৩৷৷৵৬	৩৯৮০৷৷/৯
২	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৩৩১৵৩	...	...	১৩৩১৵৩
৩	পুস্তকালয়	১৬২২৸০	...	...	১৬২২৸০
৪	চিত্রশালা ও পুথিশালা	২৪৮৩/৯	...	...	২৪৮৩/৯
৫	বিবিধ মুদ্রণ	১০৭/০	...	...	১০৭/০
৬	ডাকমাশুল	৬৬৯৷৷৵৬	...	...	৬৬৯৷৷৵৬
৭	গৃহ মেরামত	৬১৸৵০	...	...	৬১৸৵০
৮	ইলেক্‌ট্রিক আলোক ও পাখার বিল ...	১৬০/০	...	...	১৬০/০
৯	,, ,, ,, মেরামত বিল	১৫৫৲	...	...	১৫৫৲
১০	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	৪৩৲	...	...	৪৩৲
১১	,, ছাতা	৩৸০	...	...	৩৸০
১২	দপ্তর সরঞ্জামী	৮৭৷৵০	...	...	৮৭৷৵০
১৩	নূতন আসবাব খরিদ ও আসবাব মেরামত ...	৬৭৷৷৵০	...	...	৬৭৷৷৵০
১৪	গাড়ী ভাড়া	৬৬৵৩	...	...	৬৬৵৩
১৫	স্মৃতিরক্ষার খরচ	২৸৯	...	২৫৮৷৵৩	২৬১৷০
১৬	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	৪৮৷৷৵৬	...	...	৪৮৷৷৵৬
১৭	পদক ও পুরস্কার	৮৷৷০	...	১৩২৷৵০	১৪০৸৵০
১৮	বেতন	৩০৭৬৲	...	...	৩০৭৬৲
১৯	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৩৭৭৵০	...	...	৩৭৭৵০
২০	,, ,, গাড়ীভাড়া	৩২৷৷৵৩	...	...	৩২৷৷৵৩
২১	বিবিধ ব্যয়	১১০/০	...	...	১১০/০
২২	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয় ...	৪৩৷৵৯	...	...	৪৩৷৵৯
২৩	আমানত শোধ	১০০৷৷০	...	...	১০০৷৷০
২৪	হাওলাত দাদন	৩২০৵০	...	...	৩২০৵০
২৫	হাওলাত শোধ	২৯৲	...	২৩৫৷৷০	২৬৫৷৷০
২৬	গচ্ছিত তহবিল খাতে খরচ	১২৷৵০	...	...	১২৷৵০
২৭	স্থায়ী তহবিলের দান	...	২৩৬৵০	...	২৩৬৵০
২৮	দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডারে ব্যয় ...	...	...	২২৪৲৬	২২৪৲৬
		১৪৩৫৭৲৩	২৩৬৵০	১৪৯৫/৩	১৬০৮৮৷৬

কৈফিয়ৎ—১৩৩৬

	বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট আয়	বর্ত্তমান বর্ষের মোট ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায় কোম্পানী কাগজ মজুত	ব্যাঙ্কে মজুত	ডাকঘরে মজুত	কার্য্যালয়ে মজুত	মোট
১	সাধারণ তহবিল	২৫৪৮৵/৭	১৫২৮১।৩	১৫৫৩৬৵/১০	১৪৩৫৭৻৩	১১৭৯৶৭	০	৬৬২/০	৭৯৲	৪৩৮৵৭	১১৭৯৶/৭
২	স্থায়ী তহবিল	৫৬৩৫।৵৯	২৩৬৶০	৫৮৭১॥/৯	২৩৬৶/০	৫৬৩৫।৵৯	৫৬৩৫৲	০	।৵৯	০	৫৬৩৫।৵৯
৩	গচ্ছিত তহবিল	২১৭৭৮৷৵৯	৯৯৮:৵/০	৩১৭৬০।৶/৯	১৪৯৫/৩	৩০২৬৫।৵৬	২৯৩৬৫৲	৯০০।৵৬	০	০	৩০২৬৫।৵৬
	মোট	২৭৬৬৯/১	২৫৪৯৯।০	৫৩১৬৮।/৪	১৬০৮৮।৬	৩৭০৮০৻১০	৩৫০০০৲	১৫৬২।৶৬	৭৯।৵৯	৪৩৮৵৭	৩৭০৮০৻১০

পরীক্ষান্তে হিসাব নির্ভুল প্রতিপন্ন করিলাম।
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি,
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি।
২১।২।৩৭

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।
৩২।২।৩৭

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু—সম্পাদক।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক।
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

শ্রীগণপতি সরকার
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
৪।২।৩৭

গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—১৩৩৬

আয়		ব্যয়	
১। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক সাহায্য—	১২০০৲	গ্রন্থাবলী মুদ্রণের ব্যয়—	৩৯৮০৷৷৶৯
২। গচ্ছিত তহবিল হইতে ও সাধারণ-তহবিল হইতে জমা—	২৭৮০৷৷৶৯		
	৩৯৮০৷৷৶৯		

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি।
২১।২।৩৭

শ্রীযতীনাথ বসু
সম্পাদক।
শ্রীগণপতি সরকার
কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
৪।২।৩৭

লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ স্থায়ী তহবিল, ১৩৩৬

আয়		ব্যয়	
১। পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	১৫৯৷৶০	১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণের ব্যয়	৫৭৭৸৶০
২। কোম্পানী কাগজের সুদ আদায়	৪৫৫৲	২। হাওলাত শোধ	২৩৬৷৷০
৩। হাওলাত জমা	২০০৶০		৮১৪৷৶০
	৮১৪৷৶০		

কৈ :—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	১৩০০০৲
বর্ত্তমান বর্ষের আয়	৮১৪৷৶০
	১৩৮১৪৷৶০
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	৮১৪৶৶০
	১৩০০০৲

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি।
৩২।২ ৩৭

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির
অধিবেশনের সভাপতি।
২১।২।৩৭

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
} সহকারী সম্পাদক।
শ্রীরামকমল সিংহ—প্রধান কর্ম্মচারী
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক।
৪।২।৩৭

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু—সম্পাদক।
শ্রীগণপতি সরকার—কোষাধ্যক্ষ।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের

(ক) হাওলাত দাদনের হিসাব

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদন	১১,০১৩।/০
১৩৩৬ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদন	৩২০৵০
	১১,৩৩৩।৵০
বাদ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের হাওলাত আদায়	২৭৬॥০
	১১,০৫৬৸৵০

জায়—

১। রমেশভবন-সমিতি	১০,৪৩৯৸৵০
২। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—	১৬০৸৵০
৩। লাঙ্গলগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ স্থায়ী তহবিল	২০০৵০
৪। শ্রীযুক্ত শশীন্দ্রসেবক নন্দী	১০৲
৫। „ নিবারণচন্দ্র সুর	১০৬৲
৬। ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের সিকিউরিটী	৪০৲
৫। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	১০০৲
	১১০৫৬৸৵০

(খ) আমানত জমার হিসাব

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আমানত জমা	১৩১।০
১৩৩৬ „ „ „	২০৯৵০
	৩৪০।৵০
বাদ „ „ „শোধ—	১০০॥০
	২৩৯৸৵০

জায়—

১। পাঁচুরাম বারি	৫০৲
২। প্রবোষ্টাইন কোং, লণ্ডন	৫০৲
৩। পুস্তক বিক্রয় বাবদ	১৸৵০
৪। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সমাধি সংরক্ষণ বাবদ	১৫৲
৫। পুস্তকালয় হইতে পুস্তক আদান-প্রদান বাবদ	৩৲
৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী-গ্রাহক	১১৲
৭। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দাস	৪০৲
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস	১০৲
৯। ছাত্রসভ্যের গচ্ছিত	৯৲
১০। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সাহা	৫০৲
	২৩৯৸৵০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।
৩২।২।৩৭

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির
অধিবেশনের সভাপতি।
২১।২।৩৭

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু—সম্পাদক।
শ্রীগণপতি সরকার—কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক।
৪।২।৩৭

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বিশেষ বিশেষ দানের তালিকা

১।	স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত জন্য দান		৭০৲
	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০৲	
	শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ	১০৲	
	„ এ এন্ চৌধুরী	১০৲	
	„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	৫৲	
	„ অতুলচন্দ্র গুপ্ত	৫৲	
	„ বিচারপতি ডক্টর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৲	
	„ বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র	৫৲	
	„ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ	৫৲	
	„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৲	
	„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	২৲	
	„ উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲	
	„ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	২৲	
	„ ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায়	২৲	
	„ ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়	২৲	
	„ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	২৲	
	„ মন্মথমোহন বসু	১৲	
		৭০৲	
২।	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত জন্য দান		২৲
	শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম	২৲	
৩।	ছাত্র-সভ্যের অনুসন্ধান কার্য্যের পাথেয় বাবদ দান		৯৲
	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়	৯৲	
৪।	মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের শোকসভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান		৩০৲
	ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	৩০৲	
৫।	পরিষৎপ্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান		২০৲
	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—	১০৲	
	গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১০৲	
		২০৲	
			১৩১৲

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু—সম্পাদক
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক
শ্রীরামকমল সিংহ—প্রধান কর্ম্মচারী
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক ৪।২।৩৭

বিবরণ		গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট	বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	কোং কাগজ মজুত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়		কার্য্যালয়ে মজুত	সাধারণ … হাওল…
								ব্যাঙ্কে মজুত	ডাকঘরে মজুত		
বিল	…	৯৬৩৫।৵৯	২৩৬৶০	৯৮৭১॥/৯	২৩৬৶০	৯৬৩৫।৵৯	৫৬১৫৲	…	।৵৯	…	৪০০…
লা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল	…	১৩০০০৲	৮১৪।৶০	১৩৮১৪।৶০	৮১৪।৶০	১৩০০০৲	১৩০০০৲	…	…	…	..
বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	…	৭৫১৸/০	৩৯৸৯	৭৯১॥/৯	৯৭৸৶৬	৬৯৩॥৶৩	৬৪০৲	৫৩॥৶৩	…	…	..
ার বড়াল স্মৃতি-তহবিল	…	২৭১৲	১০৲	২৮১৲	…	২৮১৲	২৭৫৲	৬৲	…	…	..
মধুসূদন বার্ষিক স্মৃতি-তহবিল	…	২৭/০	…	২৭/০	২০৸/৩	৬৶৯	…	৬৶৯	…	…	..
সিক-অনুসন্ধান-তহবিল	..	১৩১৭।০	৬৪৸০	১৩৮২৲	…	১৩৮২৲	১২৭৫৲	১০৭৲	…	…	..
দাস স্মৃতি-তহবিল	…	৩৪১৸/৯	১৭৲	৩৫৮৸/৯	॥৬	৩৫৮।/৩	৩৫০৲	৮।/৩	…	…	..
ার সরকার গ্রন্থ-প্রকাশ-তহবিল	…	১০৫০ ৻৬	৬১৸৶০	১১১১৸৶৬	…	১১১১৸৶৬	১০০০৲	১১১৸৶৬	…	…	..
ন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল	…	২১৬৭।৯	১০৭।/০	২২৭৪॥/৯	১০০।০	২১৭৪।/৯	২১২৫৲	৪৯।/৯	…	…	..
হিত্যিক ভাণ্ডার	…	২৩৬৪।৩	৮৭৮৩।/৩	১১১৪৭॥/৬	২২৪ ৻৬	১০৯২৩॥/০	১০৭০০৲	২২৩॥/০	…	…	..
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	…	৬৫।০	…	৬৫।০	…	৬৫।০	…	৬৫।০	…	…	..
াহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল	…	১৮৲	…	১৮৲	১৮৲	…	…	…	…	…	..
দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল	…	১০০৲	…	১০০৲	…	১০০৲	…	১০০৲	…	…	..
সংরক্ষণ তহবিল	…	১৪৫৲	…	১৪৫৲	…	১৪৫৲	…	১৪৫৲	…	…	..
নাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল	…	১৪৫৲	…	৪৫৲	১৪৫৲	…	…	…	…	…	..
শুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	…	৩/৬	৭০৲	৭৩/৬	৭৩/৬	…	…	…	…	…	..
চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি-তহবিল	…	…	২৲	২৲	…	২৲	…	২৲	…	…	..
মাহিনী দাসী স্মৃতি-তহবিল	…	১৲	…	১৲	১৲	…	..	…	…	…	..
াহন গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	…	১৲	…	১৲	…	১৲	…	১৲	…	…	..
ত আদিপর্ব্ব তহবিল	…	৯৸০	১১।০	২১৲	…	২১৲	…	২১৲	…	…	..
		৩১৪১৪/৬	১০২১৮৲	৪১৬৩২/৬	১৭৩১।৩	৩৯৯০০৸/৩	৩৫০০০৲	৯০০।৵৬	।৵৯	…	৪০০…

দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় — শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বার্ষিক অধিবেশনের — শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু — শ্রীগণপতি সরকার — শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — শ্রীরামকমল সিংহ, প্রধা…

থ ঘোষ — সভাপতি, — সভাপতি, ৩২।২।৩৭ — সম্পাদক। — কোষাধ্যক্ষ। — শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ — শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, হিস…

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৬০০০৲
২।	প্রবেশিকা	৭৫৲
৩।	সাধারণ ও গচ্ছিত তহবিলের পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৭৫০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭২৫৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	২০০৲
৬।	সাধারণ, স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের সুদ আদায়	১৩৫০৲
৭।	বার্ষিক সাহায্য	৪২৫০৲
৮।	এককালীন দান	১৭০০০৲
	(ক) সাধারণ দান	১০০০৲
	(খ) চিত্রশালার জন্য গবর্ণমেণ্টের দান	১৬০০০৲
৯।	স্মৃতি-রক্ষার আয়	২০০৲
১০।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৫০৲
১১।	বিবিধ আয়	৫০৲
১২।	হাওলাত আদায়	৪১৬৲
১৩।	সংবর্দ্ধনার ও উৎসবের চাঁদা আদায়	৭৫৲
১৪।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
১৫।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	১০০৲
১৬।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	১১৭৯৲
		৩২৪৭০৲

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০৲
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১২০০৲
৩।	পুস্তকালয়	১৪০০৲
৪।	চিত্রশালা ও পুথিশালা	২৪১৪৲
৫।	বিবিধ মুদ্রণ	১০০৲
৬।	ডাকমাশুল	৫৫০৲
৭।	বাড়ী মেরামত, জল, ড্রেন পাইখানা ও প্রাচীর	১৬০০৲
৮।	আলোক ও পাখা	১৭৫৲
৯।	ঐ মেরামত	১২৫৲
১০।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	৬০৲
১১।	ভৃত্যদিগের পোষাকাদি	৩০৲
১২।	দপ্তর সরঞ্জামী	৮৫৲
১৩।	নূতন আসবাব খরিদ ও আসবাব মেরামত	৫০৲
১৪।	গাড়ী ভাড়া	৭০৲
১৫।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	৫০৲
১৬।	স্মৃতি-রক্ষার ব্যয়	২০০৲
১৭।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	৫০৲
১৮।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	৫০৲
১৯।	হাওলাত শোধ	১১২০০৲
২০।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
২১।	বেতন	২৫৮০৲
২২।	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ী ভাড়া	৪২৫৲
২৩।	সংবর্দ্ধনা ও উৎসবের ব্যয়	৭৫৲
২৪।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৩০০৲
২৫।	বিবিধ ব্যয়	১০০৲
২৬।	ঋণশোধ	৫৫৬০৲
		৩২০৯৯৲

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত,
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি,
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি
২১।২।৩৭

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণের মন্তব্য

(২)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৬ সালের হিসাব এবং আয় ও সম্পত্তির তালিকার সম্বন্ধে মন্তব্য।

চাঁদা

সদস্যগণের দেয় চাঁদা যাহার জন্য বিল হইয়াছে		১৩,৮১৯।০
ঐ	বিল বাহির হয় নাই	১৫৪২৲
	মোট	১৫,৩৬১।০
১৩৩৬ সালের আদায়		৫,৭৭৫৲
	বাকী	৯,৫৮৬।০

বাকী চাঁদার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। অনেক সদস্যের নিকট চাঁদা আদায়ের সম্ভাবনা অল্প বলিয়া তাঁহাদের কাহারও এক বৎসর, কাহারও দুই বৎসর এবং তদপেক্ষা অধিক সময়ের জন্য বিল বাহির করা হয় নাই। কিন্তু যতক্ষণ তাঁহাদের নাম পরিষদের খাতায় আছে, ততক্ষণ তাঁহাদের দেয় চাঁদা পরিষদের হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন। সেই জন্য ঐসকল সদস্যের দেয় চাঁদার পরিমাণ পৃথক্ করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহাতে চাঁদার হিসাব ক্রমশঃই জটিল হইয়া পড়িবে। এ বিষয়ে পরিষদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

পরিষদের সদস্য দুই ভাগে বিভক্ত—কলিকাতাবাসী এবং মফস্বলবাসী, এবং সেই জন্য দুইখানি স্বতন্ত্র খাতায় তাঁহাদের নাম এবং চাঁদার হিসাব আছে। কলিকাতাবাসী সদস্যের চাঁদার হার ১২৲ এবং মফস্বলবাসী সদস্যের চাঁদার হার ৬৲। পরিষদের ১৪ সংখ্যক নিয়মে এই দুই প্রকার সদস্যের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া আছে এবং ইহা ঠিকমত প্রতিপালনের উপর পরিষদের আয় নির্ভর করিতেছে।

সংজ্ঞা—যাঁহারা সাধারণতঃ কলিকাতায় অবস্থান করেন, তাঁহারা কলিকাতা-শ্রেণীভুক্ত ও যাঁহারা মফস্বলে বাস করেন, তাঁহারা মফস্বল-শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

মফস্বল-সদস্যের খাতা পরীক্ষার সময় দেখা গেল যে, অনেক সদস্যের চাঁদা কলিকাতাবাসী সদস্যের ন্যায় বিলের দ্বারা আদায় হয় এবং খাতায় তাঁহাদের কলিকাতার ঠিকানা লিখিত আছে। এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত করায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করেন যে, যে সকল সদস্যের নাম মফস্বলের খাতায় আছে এবং যাঁহারা ৬৲ টাকা চাঁদা দিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মফস্বলের ঠিকানা থাকিবে। তাঁহাদের চাঁদা আদায়াদির জন্য তাঁহাদের নির্দ্দেশ মত তাঁহাদের স্থায়ী মফস্বলের ঠিকানা ব্যতীত অন্যস্থানের বা কলিকাতার ঠিকানা থাকিবে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এই ব্যবস্থায় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, মফস্বলে বাসস্থান থাকিলেই ঐ সদস্য মফস্বলবাসী বলিয়া বিবেচিত হইবেন। পরিষদের নিয়মে যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, তাহার অর্থ এইরূপ কি না, তাহা বিবেচ্য। পরিষদের আয়ের প্রধান উপকরণ সদস্যগণের চাঁদা এবং সেই চাঁদার হার সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে তাহা ঠিকভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তাহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। এইজন্য মফস্বল-সদস্যের তালিকা নিয়মানুযায়ী প্রস্তুত হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া আমি এই বিষয়ে পরিষদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।